৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ১৩ ফাল্গুন – ১৯ ফাল্গুন, ১৪২৮ ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি – ৪ মার্চ, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 18, 26 February - 4 March, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যপালের বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজকর্মের অভিযোগে

যে মামলা দায়ের হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে তা খারিজ হয়ে গেল। ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে যে রক্ষাকবচ দিয়েছে তাতে তাঁরা আদালতে তাঁদের কাজকর্মের জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

রবিবার : কলকাতা পুরসভার পোর্টাল নানা জটিলতা গোলমাল

কাটিয়ে এবার আধুনিক চেহারায় কর নিতে প্রস্তুত। ১ মার্চ থেকে চালু হতে চলেছে এই নতুন ব্যবস্থা। এক ক্লিকেই সমস্ত বিল প্রদানের তথ্য দেখা যাবে এবং টাকা জমাও দেওয়া যাবে।

সোমবার : দেশের প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে ওষুধপত্র পৌঁছে দিতে মিশন

সঞ্জীবনী প্রকল্পে যুক্ত করা হলো ড্রোনের সাহায্য। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জম্মু কাশ্মীরের তুষারাবৃত্ত এলাকায় ড্রোনের মাধ্যমে কোভিড টিকার বুস্টার ডোজ পৌঁছে দিল ভারতীয় সেনা।

মঙ্গলবার: আনিস কাণ্ডে বিরোধী ও শোকাহত পরিবারের দাবি খারিজ

করে সিট গঠনের ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সিটে রয়েছেন ডিআইজি (সিআইডি) ও ব্যারাকপুরের যুগ্ম কমিশনার। হাইকোর্টও সিবিআইয়ের দাবি উড়িয়ে আস্থা রেখেছে সিটেই।

বুধবার: পাকিস্তানের বোধদয় না নয়া চাল, এই ধন্দ সৃষ্টি করেছে

পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের এক সাক্ষাৎকার। খান সাহেব কথোপকথনে জানিয়েছেন ভারত–পাকিস্তান বৈরিতা মেটাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিভিশন বিতর্কে বসতে রাজি তিনি।

বৃহস্পতিবার : বীরভূমের দেউচা–

পাঁচামিতে কয়লাখনি প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের জটিলতা,আন্দোলন সরিয়ে জমিদাতাদের চেক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ১৬০০ জমিদাতার মধ্যে ২০০ জনের হাতে পুনর্বাসন প্যাকেজ ও চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে।

শুক্রবার: হুমকি পর্যবসিত হল

কাজে। ইউক্রেনে আক্রমণ করে যুদ্ধ শুরু করে দিল রাশিয়া। এই অসম লড়াইকে যুদ্ধ না বলে হামলা বলাই ভালো। কারণ ইউক্রেনের পক্ষে রাশিয়ার মোকাবিলা করা কার্যত অসম্ভব। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে শান্তি স্থাপনে পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন নরেন্দ্র মোদী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পুলিশের নতুন চ্যালেঞ্জ আনিস

ওঙ্কার মিত্র

ভারতীয় পুলিশ আইনের ধাঁচটাই এভাবে গড়া। উপরে সুগার কোটিং, ভিতরে তেতো চকোলেট। বাইরে অপরাধ দমন ও জনস্বার্থ রক্ষার চকচকে মোড়ক, ভিতরে শাসকের পদলেহন। কথায় বলে পুলিশ হল রাজনীতিকদের দাস, জনগণের ত্রাস। ব্রিটিশ শাসকরা এভাবেই সাজিয়েছিল পুলিশকে। এই পুলিশ দিয়েই তারা দুশো–আড়াইশো বছর ধরে একটি জাতিকে পদানত করে রেখেছিল, সিপাহী বিদ্রোহ সহ কয়েক হাজার অভ্যুত্থান আন্দোলন দমন করেছিল, নেটিভ স্বদেশীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল। এমন একটা আইনের এমনই মহিমা যেখানে অপরাধ করা, ধরা এবং বিচার সবই পুলিশের হাতে। পুলিশ কাকে রেহাই দেবে আর কার উপর শাস্তির বোঝা চাপাবে সম্পূর্ণটাই নির্ভর করে শাসক ও তার বশংবদ পুলিশ কর্তাদের মর্জির উপর। জনগণকে দাবিয়ে দমিয়ে রাখার এমন লোভনীয় আইনের মোহ আজও ছাড়তে পারে নি ভারতবর্ষ। আঁকড়ে রেখেছে ব্রিটিশের পুলিশ আইন যার দ্বারা জনগণের নামে জনগণকেই পেটানো যাবে।

স্বাধীনতার পর কংগ্রেস আমলে পুলিশ তাদের যে রূপ দেখিয়েছে সেটাই ফের ফিরে এসেছে বাম আমলে। আজও তৃণমূলের আমলে সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। তাই তো সিবিআই তদন্ত করেও আজও নিষ্পত্তি হয় নি রিজয়ানুর কেসের। সঠিক বিচার মেলেনি গণ্ডা গণ্ডা রাজনৈতিক খুনের। সেই সূত্র ধরেই চেনা পথে এবার এসে উপস্থিত হয়েছে আনিস কাণ্ড। রাজা জুড়ে তোলপাড় চলছে। আজ পথ অবরোধ তো কাল থানা ঘেরাও। আজ হোমগার্ড–সিভিক ভল্যান্টিয়ার গ্রেফতার তো কাল ওসির ছুটির নির্দেশ। এই পুলিশের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে কি করে এসব 'ড্যামেজ' কন্ট্রোল করতে হয়। তাই পুলিশ চলেছে চেনা ছকে। প্রাক্তন পুলিশ কর্তারা মনে করেন আসলে শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না আনিস কেসের। আইনজীবী মহলের মতে সিটকে এখন এইসব তথ্য লোপাটের চেষ্টার মোকাবিলা করতে হবে।

মানবাধিকার কর্মীদের মতে পুলিশের ঔদ্ধত্ত ও অমানবিকতা আসলে চরমে পৌঁছে ছিল আনিসের মৃত্যুর আগে। বারবার মৃত্যু ভয়ের আবেদনে সাড়া দেয় নি পুলিশ। ঘটনার সময় কাতর বাবার আকুতিও ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে পুলিশ দেখিয়ে দিয়েছে এ পুলিশের বীজ রোপিত হয়েছে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায়। কোন স্বাধীন দেশের পুলিশ তার সহ নাগরিকের আবেদন এভাবে উড়িয়ে দিতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল, এমন পুলিশই কি আমরা চাই? নিশ্চয়ই চাই, তা না হলে সুপ্রিম কোর্ট বারবার স্বাধীন নিরপেক্ষ পুলিশ রেগুলেটরি বোর্ড গঠন করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে পুলিশকে বার করার নির্দেশ দিলেও তা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাখ্যাত হয় কি করে। বিরোধীরা পুলিশের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করলেও সংসদে তারা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লাগু করতে সোচ্চার হন না কেন? আসলে দলমত নির্বিশেষে সব শাসকের রূপ একই। পুলিশ তাদের হাতিয়ার। এমন মানব সম্পদ হারাতে কেই বা চায়। তাই দ্বিচারিতার কুম্ভীরাশ্রুতে ভিজে জনগণ শুধু বিভ্রান্তই হয়, সুরাহা পায় না। এভাবেই এদেশ চলবে সেলুকাস, ফিরে ফিরে আসবে শুধু ইতিহাস।

পুরভোটের মুখে পাচার চোরাচালানে উদ্বিগ্ন সীমান্ত

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্ত প্রায়শই খবরের শিরোনামে আসে। কারণ এই জেলার সীমান্তগুলির অনেকাংশই অরক্ষিত বা ফেন্সিংবিহীন। এজন্যে এইসব অরক্ষিত সীমান্তগুলি দিয়ে পাচার ও চোরাচালানসহ অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেই চলে। পাচার ও চোরাচালান প্রক্রিয়ায় মহিলা সংযোজন এখন পুরনো বিষয়। এই প্রক্রিয়ায় এখনকার দিনের নবতম বিষয় হল নাবালক সংযোজন। সম্প্রতি এরকমই একটি ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। বাংলাদেশ থেকে ১১ পিস সোনার বিস্কুট নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করার সময় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ে প্রায় এগারো বছরের এক নাবালক। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদার মধুপুর সীমান্তে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত নাবালকটির নাম আসিফ মণ্ডল (১১)। সে সীমান্তবর্তী গ্রাম হরিহরপুরের আসিকুল মণ্ডলের ছেলে। বিএসএফ সূত্র জানায়, ছেলেটি এদিন সকালে তার বাবার সাথে সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে কৃষিকাজ ও মাছ ধরতে গিয়েছিল। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের অ্যাডহক ৭ডি কোরের একটি সীমান্ত ফাঁড়ি মধুপুরের জওয়ানদের জিজ্ঞাসাবাদে ছেলেটি জানায়, সীমান্তে মাছ ধরাকালীন সময়ে বাংলাদেশের নাগরিক বেতবেড়িয়া গ্রামের তন্বির মণ্ডল সীমান্তে কৃষিকাজ করার সময়ে তাদেরকে দুটি বান্ডিল নিয়ে যেতে বলে। কিন্তু ছেলেটি তা নিতে অস্বীকার করায় বাংলাদেশি লোকটা তাকে চড়চাপড় মারে এবং তার বাবাকেও হুমকি দেয়। তখনই সেগুলো নিয়ে সে ও তার বাবা তাদের বাড়ি হরিহরপুর গ্রামে ফিরছিল। জিজ্ঞাসাবাদে ছেলেটি বিএসএফকে আরও জানায়, তাদেরই প্রতিবেশি মৃত আনসুদ্দিন মণ্ডলের ছেলে মজিদ মণ্ডল এইসব সোনার বিস্কুট তার কাছ থেকে নিয়ে যেত। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, ধৃত শিশুটি তার বাবার সাথে কর্ডনের সামনে কৃষিকাজ করতে গিয়েছিল। সূত্রের খবর ছেলেটির বাবা দীর্ঘদিন ধরেই পাচারের কাজে যুক্ত। বিএসএফের নজরদারি এড়িয়ে পাচার করা সত্ত্বেও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে তার মুখ একরকম পরিচিত হয়ে ওঠে। এ কারণে সে তার নাবালক ছেলের নিষ্পাপ মুখের সুযোগ নিয়ে তাকেই পাচারের কাজে ব্যবহার করে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী তাদের বিবৃতিতে জানায়, বিশ্বস্ত সূত্রে তারা সোনা পাচারের খবর পেয়ে সীমান্তে ওৎ পেতে থাকে। শিশুটিকে গ্রেপ্তার করে তারা সোনার বিস্কুটগুলি বাজেয়াপ্ত করে। এরপর ধৃত শিশুসহ সোনার বিস্কুটগুলি বনগাঁ শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ। তারা এও জানায়, শিশুটির বাবাও এই একই মামলায় জড়িত। তবে সে এখনও পলাতক। তার বাংলাদেশে পালিয়ে যাবার সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ করে বিএসএফ। তারা জানায় উদ্ধারকৃত এই এগারোটি সোনার বিস্কুটের মূল্য প্রায় সাড়ে পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকা।

সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা বলেন, 'চোরাচালান রোধে আমরা আরও কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।'

অন্যদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার পেট্রাপোল সীমান্তে বিএসএফের হাতে ১০ হাজার মার্কিন ডলার সহ হাতেনাতে ধরা পড়ল এক ভারতীয় ট্রাক চালক। বিএসএফ সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার সকাল প্রায় দশটা নাগাদ সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের পেট্রাপোলের দায়িত্বে থাকা ১৭৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের জওয়ানরা গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ও গতিবিধি সন্দেহজনক লাগায়, সিডব্লিউসি পার্কিং লটের কাছ থেকে আশরাফুল দফাদার (৩১) নামক এক ভারতীয় ট্রাক চালককে গ্রেফতার করে। জেরায় সে জানায়, তার বাবার নাম মাহাবুর দফাদার। উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালনগরের বাসিন্দা সে। তার কাছ থেকে যে ১০ হাজার মার্কিন ডলার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার ভারতীয় মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮০০ টাকা।

এরপর পাঁচের পাতায়

শাসক দলের প্রস্তাবেই অস্বস্তি

বরুণ মণ্ডল

কোভিডকালের পর দীর্ঘ ২২ বাদে কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় পৌরভবনের ব্রিটিশ আমলের কাউন্সিল চেম্বারে ২৪ ফেব্রুয়ারি নয়া পৌরবোর্ডের তৃতীয় মাসিক অধিবেশন বসলো। কিন্তু সেই অধিবেশনে এক অদ্ভুত দৃশ্য

পরিলক্ষিত হল। অন্তত গত পৌরবোর্ড পর্যন্ত মাসিক পৌর অধিবেশনে বিরোধী দলের পৌর প্রতিনিধিরা যেসমস্ত প্রশ্ন–প্রস্তাব অভাব অভিযোগ গুলি মহানাগরিক বা তাঁর পারিষদদের কাছে তুলতো। বর্তমান পৌর বোর্ডের শাসকদলের নতুন ও পুরাতন উভয় পৌর প্রতিনিধিরাই সে কাজ করে গেল মহানাগরিক ও তাঁর পারিষদদের প্রতি। এবং আরও এক অদ্ভুত দৃশ্য পরিলক্ষিত হল, শাসকদলের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন পৌর প্রতিনিধি দেবিকা চক্রবর্তীর জলাশয় সংক্রান্ত তথ্য সমৃদ্ধ প্রস্তাব এবং সেই প্রস্তাবের পক্ষে শাসক দলেরই ১০ নম্বর বরোর প্রাক্তন অধ্যক্ষ বর্তমান ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের প্রস্তাবের উত্তরে পরিবেশ দফতরের স্বপন সমাদ্দার অস্বস্তি বোধ করেন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (বর্তমান নাম এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হেরিটেজ কনজারভেশন ডিপার্টমেন্ট) দফতরটিকে নিয়ে। কাজ বিশাল কিন্তু পৌর বাজেটে টাকা বরাদ্দ অতি সামান্য। সঙ্গে আবার পৌর আইনের ব্যবহার না হওয়া। পৌর অধিবেশনে মোট প্রশ্ন ন'টি। তার মধ্যে সাতটি শাসক দলের পৌর প্রতিনিধির। আর প্রস্তাব ১০ টি।

এরপর পাঁচের পাতায়

গণ্ডগোল–হানাহানি–রক্তক্ষয়ের আশঙ্কা

স্পর্শকাতর বুথের নিরিখে শীর্ষে মহেশতলা

কুনাল মালিক

২৭ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা, বজবজ, ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর, সোনারপুর এবং জয়নগর–মজিলপুর পুরসভায় নির্বাচন হবে। ৬টি পুরসভায় মোট বুথের সংখ্যা ১১৭০টি। তার মধ্যে মাত্র ৮১টি বুথকে স্পর্শকাতর বা উত্তেজনা প্রবণ বলে চিহ্নিত করেছে নির্বাচন কমিশন। ইতিমধ্যেই সব পুর এলাকায় পুলিশ রুট মার্চ করেছে। তবে মহেশতলা পুরসভায় উত্তেজনা প্রবণ বুথের সংখ্যা বেশি বলে পুলিশী সূত্রের খবর। সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে জেলার পুর নির্বাচনেও গণ্ডগোল এবং হানাহানির আশঙ্কা আছে। বিশেষ করে মহেশতলা পুর এলাকায় গণ্ডগোলের আশঙ্কা বেশি থাকছে। কারণ এখানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, দুষ্কৃতিদের উপস্থিতি ও অপরাধীদের অবাধ বিচরণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবারেও কিছু কিছু ওয়ার্ডে গণ্ডগোলের আশঙ্কা

থাকছে। বজবজ পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৮টিতে শাসক তৃণমূল প্রার্থীরা বিনা প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করেছে। মাত্র দুটি ওয়ার্ডে ভোট হবে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন ফুলু দে, যিনি পুরসভার চেয়ারপার্সন ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন কংগ্রেসপ্রার্থী সেখ ইসমাইল।

৮ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন সেখ আমিনুদ্দিন, তাঁর বিরুদ্ধে লড়ছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সেখ লিয়াকৎ। তবে এই দুটি ওয়ার্ডেই তৃণমূলেরই প্রচার চোখে পড়ছে। বিরোধীরা কার্যত দিশেহারা। বিরোধীদের অভিযোগ শাসক তৃণমূল ভোটের নামে প্রহসন করছে, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করছে তৃণমূল। বিরোধীদের ভয় দেখিয়ে নাম প্রত্যাহার করেছে। ভোটের দিনও তৃণমূল সন্ত্রাস করবে। অন্যদিকে তৃণমূলের নেতাদের দাবি মানুষ মমতা ব্যানার্জীর উন্নয়নে সামিল হয়ে বিরোধীদের প্রত্যাখান করেছেন।

বরকতদের স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে রয়েছে মাতৃভাষা

মৃত্যু বাকসংযম বোধের

দেবাশিস রায়

বঙ্গদেশের রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকতরা মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য লড়াই করে অমর হয়ে রয়েছেন। কিন্তু, মৃত্যু হয়েছে সভ্য মানুষের বাকসংযম বোধের। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি সহ প্রায় সব ভাষাভাষির মানুষ বর্তমানে ভয়ংকর ভাষা সন্ত্রাসের শিকার। কেউ প্রত্যক্ষভাবে তো কেউ পরোক্ষভাবে এই ভাষা সন্ত্রাসের চক্রব্যূহে জড়িয়ে পড়েছে। সভ্য সমাজের একশ্রেণির মানুষের বাকসংযম বোধের অভাবের কারণে রাস্তাঘাটে কান পাতা–ই দায়। সর্বত্র অকথ্য খিস্তিখেউড়ের অস্বস্তিকর পরিবেশ। প্রবীণ থেকে নবীন সকল বয়সীদের মুখের ভাষা লাগাম হারিয়েছে। পাশাপাশি যুযুধান রাজনৈতিক দলের কিছু কিছু নেতা–কর্মীর কাছে বাকসংযম হারিয়ে ফেলাটাই বর্তমানে ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাড়িতেও অবোধ শিশুদের মুখে মুখে ঘুরছে অশালীন কথাবার্তা। এই ভাষা সন্ত্রাসের কারণে সভ্য সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছেই।

অথচ একসময় মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষাকে রক্ষার করার জন্য বরকতরা পুলিশের গুলির সামনে বুক চিতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মতো হাজারো ছাত্র–যুব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (অধুনা বাংলাদেশ) উর্দু ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে তুমুল আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। দেশজুড়ে আন্দোলনকারীদের দমন করতে সশস্ত্র পুলিশও নৃশংস হয়ে উঠেছিল। তারপর এল ইতিহাসের পাতায় সেই কালো দিন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা শহরে ভাষা আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি

চালিয়েছিল। সেদিনের নৃশংস ঘটনায় শহিদ হন রফিক, জব্বার, শফিউল, সালাম, বরকতদের মতো অসংখ্য ছাত্র–যুব। তরুণ তাজা ছাত্র–যুব'র রক্তে সেদিন ভেসে গিয়েছিল ঢাকার রাজপথ। মাতৃভাষাকে ভালোবেসে বরকতরা শহিদ হয়েছেন। তাঁরা এভাবে সভ্য সমাজের অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে বেঁচে রয়েছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ স্মরণ করে প্রতিবছরই ২১ ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। এবারও দুই বঙ্গ সহ বিভিন্ন দেশে দিনটি উদযাপিত হয়েছে। এরাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলার সালার থানা এলাকায় বাবলা গ্রামে বরকতের জন্মভিটেয় এবারও যথোচিত মর্যাদায় দিনটি উদযাপিত হল। সেদিন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, স্থানীয় বিধায়ক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ উপস্থিত থেকে ভাষা শহিদ বরকতদের অবদানকে স্মরণ করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকেই সেদিন ভাষা শহিদ স্মরণে বক্তৃতা করেছেন।

ভাষা শহিদরা এভাবে মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছেন ঠিকই কিন্তু, তাঁদের সেই আত্মত্যাগ, আদর্শের কথা অন্তর দিয়ে অনেকেই কার্যত উপলব্ধি করতে পারেনি। যার পরিণাম, সভ্য মানুষের বাকসংযম বোধের মৃত্যু। একদিকে, ভাষা শহিদদের স্মরণে সভ্য সমাজের দিকপালগণের বক্তৃতায় ত্যাগ, নীতি–আদর্শের কথা শোভা পায় অন্যদিকে সেই তাঁদেরই কারও কারও মুখে কুরুচিকর, অশালীন মন্তব্য সহ কটু কথা উঠে এসে ভাষা সন্ত্রাসে মদত জোগায়। এমন দ্বিচারিতা সর্বত্র। সভ্য সমাজের অনেকের কাছেই এই দ্বিচারিতা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও তাঁরা নিতান্ত নিরুপায়। তাঁদের অভিযোগ, একশ্রেণির অবিবেচক ও নিম্ন রুচির নাগরিক সহ রাজনৈতিক নেতা–কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিদের বাকসংযম বোধের অভাব রয়েছে। তাঁরা মাঝেমধ্যেই প্রকাশ্যে এমন সব কুরুচিকর ও অশালীন মন্তব্য করেন যা সভ্য সমাজের কাছে শুধু লজ্জাজনকই নয়, ভাষা সন্ত্রাসকেও প্রশ্রয় দেয়। অবিলম্বে এই অসহনীয় পরিস্থিতির কবল থেকে সভ্য সমাজ মুক্ত হতে না পারলে অচিরেই মাতৃভাষা তার গৌরব হারাবে। বরকতরা বঙ্গবাসীর কাছে অমর হয়ে থাকলেও তাঁদের মাতৃভাষার অহংকারের মৃত্যু ঘটবে। যার দায় কোনওভাবেই এড়াতে পারবে না সভ্য সমাজ।

সূচক সামান্য নিচে এলেও ভয় কাটাতে হবে

পার্থসারথি গুহ

বিশ্ব এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১৬-১৬,৫০০ হবে খুব বড়আকারের সাপোর্ট। তার আগে হয়তো বারবার সাড়ে ১৭ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১৭,৪০০-১৭,৭০০। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১৬,৫০০-র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। সতর্ক থাকতে হবে সবসময়। যাতে যে কোনও সুযোগেই মাঝেমধ্যে মুনাফা তুলে নেওয়া যায়।

নতুন একটা সপ্তাহ মানে আগের সব নেতিবাচক দিক ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এমনিতেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা অর্থবাজারের। তার ওপর দেশের নানা সমস্যাকে ছাপিয়ে বিদেশ থেকে একের পর এক খারাপ খবর আসতে থাকা। বলাবাহুল্য, এই খারাপ খবরের আঁতুরঘর এই মুহূর্তে মার্কিন-রুশ দ্বৈরথ, যার কেন্দ্রবিন্দু আবার ইউক্রেন। যা রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছে তামাম বিশ্বের অর্থবাজারকে। তার সঙ্গে ভারত-চিন দ্বৈরথ ও কোভিড সমস্যা তো আছেই।

এখন যেটা দেখার সেটা হল এই সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয় কি না। কারণ, যে সব সমস্যা দানা বেঁধেছে তা সহজে দূর হওয়ার নয়।

বিদেশের এই প্রবল সমস্যার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ভারত সরকারের ল্যাজেগোবরে হতে থাকা আরও চাপ বাড়াচ্ছে শেয়ার বাজারের। ভারতীয় দুই প্রধান সূচক নিফটিও মাত্র ২ মাসের মধ্যে ১৮,৭০০ এর ঘর থেকে পড়তে পড়তে প্রায় ১০-১৫ শতাংশ কারেকশন সেরে বসে আছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ পতন লগ্নিকারীদের

পুঁজিও টেনে নামিয়েছে অনেকটাই। ৬২ হাজারের ঘরে চলে যাওয়া সেনসেক্সও চলে এসেছে ৫৮ হাজারের গর্ভগৃহে। কোন জাদুবলে বেয়ার হানা আটকানো যাবে?

কবে যে সূচকের চিচিং ফাঁক মন্ত্রটা আউড়ে এখনকার এই দুর্বিষহ অবস্থা কাটাবে সেটা নিয়েই এখন জল্পনা চলছে অর্থবাজারে।

কারণ, এখন যে জায়গায় বাজার চলে গিয়েছে তার থেকে মোড় ঘোরাতে হলে আকাশকুসুম কিছু কাহিনিকেই বাস্তব হয়ে উঠতে হবে। চট করে না হলে অপেক্ষা করতে হবে দীর্ঘক্ষণ। বিশেষ করে আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে এই অপেক্ষার পালা।তার আগে উত্তর প্রদেশের ফলাফলের ওপর চোখ থাকবেই।

তবে এই খারাপ বাজারেও মাত্র কদিন আগের একটা স্মৃতি তাড়া করে বেড়াচ্ছে লগ্নিকারীদের। সেটা হল ভারতীয় অর্থবাজারের সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকার কথা। কয়েকটা ট্রেডিং সেশন আগেই তো এই ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে। এত দ্রুত যে সেই অট্টালিকা সমান বাজার এভাবে ভূপতিত হবে এটা তো কোনওভাবেই মানা যায় না। তাও বিষণ্ণ মনে বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে এগোতে হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের। জ্বালা-যন্ত্রণার উপশম তো সহজে হওয়ার নয়। তাও বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার নেট প্র্যাকটিসও চলছে সমানতালে।

গত সপ্তাহে যেভাবে ভারতীয় বাজার তেড়ে ফুঁড়ে বাড়ার চেষ্টা করেছিল তাতে মনে হয়েছিল না, এবার বুঝি একটা সাপোর্ট খুঁজে পেতে পাওয়া গেল। কিন্তু মার্কিন মুলুকে আতঙ্কের জেরে রাতারাতি পালটে গেল প্রেক্ষাপট। আমেরিকার দুই প্রধান সূচক ডাও জোন্স আর ন্যাসডাক এতটাই পতনের মুখে পড়ল যে তার থেকে বাদ গেল না ভারতের নিফটি- সেনসেক্স। সকালেই প্রায় বিশাল গ্যাপ ডাউনে খুলল নিফটি। একটা সময় ১৫০ পয়েন্টের মতো পতন সংগঠিত হল নিফটির ক্ষেত্রে। সেনসেক্স তখন খুইয়ে বসেছে ৪৫০ পয়েন্টের মতো।

আড়ালে আবডালে ঘাপটি মেরে থাকা বেয়াররা যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকা ঘুঁটি কেঁচিয়ে দিতে পারে এমন সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। তাও এই যে লড়াইটা এখন দানা বাঁধতে চাইছে, তা হেলাফেলা করবার মতো নয় মোটেই। বিশেষ করে সাড়ে ১৬ হাজারের জায়গাটাকে নিফটি গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা নিয়েছে। সেজন্যই এখন ভারতের অর্থবাজারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস হল মার্চ মাস। বলাবাহুল্য, এর সঙ্গে জুড়তে হবে এপ্রিল-মে'কেও। তারপর ইঙ্গিত আসবে সূচকের স্থিতিশীলতার।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৬ ফেব্রুয়ারি – ৪ মার্চ ২০২২

মেষ রাশি : চাকরিতে পদোন্নতি। কর্মে সাফল্য, ব্যবসায়ে সাফল্য পেতে বিলম্ব হবে। শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষায়, গবেষণায় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সুবর্ণ সময় এই সপ্তাহটি। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব থাকবে সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : দুর্গা নাম জপ করুন প্রতিদিন।

বৃষ রাশি : অকারণে মানসিক উদ্বেগ বাড়বে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক কোনও সমস্যা হলেও মিটে যাবে। বিবাহিত জীবনে মনোমালিন্য হলেও মিটিয়ে নেওয়া উচিত। চাকরিতে শুভ। ব্যবসায় সাফল্যে বাধা। তবে কর্মে সাফল্য পাবেন। ডাক্তার, প্যারামেডিকেল কর্মীদের শুভ সময়।

প্রতিকার : 'ওঁ কেতবে নমঃ' ২৭ বার জপ করুন।

মিথুন রাশি : শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। পেটের রোগ, জরায়ু সংক্রান্ত রোগ, উচ্চ রক্তচাপ হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহিত জীবন ও প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ সময়। আয়ভাব শুভ কিন্তু ব্যয়ও অধিক হবে।

প্রতিকার : বুধের মন্ত্র পড়ুন।

কর্কট রাশি : নিজের সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্তভাব। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতিতে বাধা আসবে। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে। হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। সুগার, প্রেসার প্রভৃতি রোগ হওয়ার সম্ভাবনা, দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : গণেশের মন্ত্র পড়ুন।

সিংহ রাশি : পারিবারের বিভিন্ন ঝামেলা আসতে পারে সেই নিয়ে মনে উদ্বেগ সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং পরীক্ষায় সাফল্য আসবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদের সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। তবে আয় ভাব শুভ।

প্রতিকার : সূর্য মন্ত্র পড়ুন।

কন্যা রাশি : পারিবারিক সম্পর্কের উন্নতি। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিজীবিদের শুভ, কিন্তু ব্যবসায় তুলনামূলক শুভ ফল প্রদান করবে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। তবে রোগের ভোগান্তি বৃদ্ধি পাবে। আয়ভাব তুলনামূলক শুভ।

প্রতিকার : বিষ্ণু সহস্র মন্ত্র পড়ুন।

তুলা রাশি : ব্যবসার চেয়ে চাকরিতে বেশি শুভ এই সপ্তাহে। আয় ভাব খুবই শুভ। ফাটকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' মন্ত্র পড়ুন।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। কর্মে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে তুলনামূলক শুভ। প্রতিরক্ষা দফতরের ক্ষেত্রে শুভ সময়। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : ১১ বার 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' মন্ত্র জপ করুন।

ধনু রাশি : আয়ভাব খুবই শুভ। চাকরি ও ব্যবসায় উন্নতি ও প্রসারতা বৃদ্ধি পাবে। তবে ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও শুভ অনুষ্ঠান হওয়া সম্ভাবনা। সকলের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। ঠাণ্ডা লাগা, প্রেসার, সুগার প্রভৃতি রোগের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ শূনুমতে নমঃ' জপ করুন।

মকর রাশি : সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। আয় হলেও ব্যয় হবে। চাকরির চেয়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে অধিক শুভ ফল পাবে। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা বৃদ্ধি পাবে, উচ্চশিক্ষা, গবেষণায় সাফল্য পাবে।

প্রতিকার : মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র ১১ বার পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : পারিবারিক বিবাদের সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ কিন্তু ব্যবসায় অধিক শুভ ফল পাবে। কর্মে বাধা এলেও সাফল্য সুনিশ্চিত। স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

মীন রাশি : আয়ভাব খুবই শুভ। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে বাধা। চাকরির থেকে ব্যবসায় তুলনামূলক শুভ। দাম্পত্যে সম্পর্কের উন্নতি। চক্ষুপীড়া, ঠাণ্ডা জনিত রোগের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন নারায়ণীয়ম পাঠ করুন।

পাঠকের কলমে

ফলাফল কবে প্রকাশিত হবে?

আমি সুমন্ত পাল পশ্চিম বঙ্গের লক্ষ্য লক্ষ্য শিক্ষিত বেকারের মধ্যে একজন। একটু ভুল বললাম। শিক্ষিত আংশিক সরকারি (চুক্তি ভিত্তিক, কমিশন প্রাপক) কর্মী। ২০০৩ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণ জ্ঞাপণ ও ভিডিওগ্রাফীতে এম. এ. পাশ করি। বিভিন্ন কারণে প্রফেশনে সম্মান জনক পদ থেকে বঞ্চিত হই।

২০১২ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয় বিজ্ঞাপিত গ্রুপ-ডি কর্মখালি পদে আবেদন করি। শুরু থেকেই শুনে আসছি ভেতরে লোক আছে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপন লোক দেখানো।

জীবনযুদ্ধের বিস্মৃতির চাদরে ভুলেই গিয়েছিলাম এমন আবেদনের কথা। ২০১৭ সালে কোনও এক দুপুরে ডাক পিওনের জাদুতে আমার ঠিকানায় এসে পৌঁছোয় লিখিত পরীক্ষার ডাক। আর পাঁচটা পরীক্ষার মত ফলাফলের প্রত্যাশা

Rabindra Bharati University
Emerald Bower Campus: 56A B. T. Road, Kolkata-700050

List of eligible candidates to be called for interview

Employment Notice No.: Estt/3891/2012, dated 30/11/2012

Post: Junior Security Nayek — Category: General

S. No.	Applicant Name	Father's Name	Category	Roll No.
1	DEBKUMAR HORE	LATE NANI BHUSHAN HORE	GENERAL	GN-4515
2	PARTHA CHATTERJEE	SANAT KR CHATTERJEE	GENERAL	GN-4516
3	PRIYAJIT SAHA	NIHAR RANJAN SAHA	GENERAL	N-4940
4	RAJESH MANDAL	RAKHAHARI MANDAL	GENERAL	N-4949
5	SUMANTA PAL	LATE RABINDRANATH PAL	GENERAL	N-5055
6	PRANAY MAITI	SAKTIPADA MAITI	GENERAL	GN-4527
7	AKBAR HOSSEN BISWAS	AYUB ALI BISWAS	OBC	GN-4505

না করেই উত্তর পত্র জমা দিই। স্মৃতিতে আবার ধুলো জমতে থাকে। এবার প্রত্যাশিত ভাবে আমার ঠিকানায় এসে পৌঁছোয় ইন্টারভিউ লেটার। ২২/০২/২০১৮ বিশ্ব বিদ্যালয়ের মরকতকুঞ্জ প্রাঙ্গণে আমাদের পরীক্ষা হয়। যেহেতু সিরিয়ালে ৫ নম্বরে ছিলাম তাই বুড়ো বয়সে লটারি পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছিলাম। কিন্তু চার বছর কেটে গেলেও এর ফলাফল হাতে পেলাম না। ২০১২-২০২২ সময়টা নেহাত কম নয়। এটা কী লাল ফিতার বাঁধন? না কানাঘুষোয় শোনা ভেতরে লোক আছেই সত্য?

সুমন্ত পাল, দোলতলা, কুন্ডুঘাট, চন্দননগর,হুগলি

একদিনের আবেগ ভাষা দিবস

একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি কাছে এলেই বর্তমানে তথাকথিত বাঙালি সমাজের নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা বেড়ে যায়, তখন বুক ফুলিয়ে বলে আমি গর্বিত আমি বাঙালি । আবার ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে মাতৃ ভাষা মূলক বিভিন্ন এডিটিং ভিডিও স্ট্যাটাস ও স্টোরি দিয়ে নিজেকে মাতৃভাষা প্রেমী বলে জাহির করেন। অথচ তাদের মধ্যে অধিকাংশ জনই জানেন না এই দিনটির ইতিহাস, জানে না এই আন্দোলন কোথা থেকে শুরু হয়েছিল, কারা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। এমনকি রফিক, সালাম, বরকত, আব্দুল ও জব্বার এই নামের গুলোর মানুষ এগুলো কে বা কারা তাও জানেন না। তারপর যারা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলাকে এদো ভাষা বলে মনে করে সারা বছর ইংরেজি ভাষায় বুলি ছড়ান তারাও একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি কাছে এলেই বাংলা ভাষার প্রতি দরদ উথলে পড়ে। আপনাদের কাছে মাতৃভাষার প্রতি উন্মাদনা, আবেগ, ভালোবাসা এতো শুধু একটা দিনের খেলা তাই না ? দিনের শেষে একটা একটা করে ব্যানার খুলতে থাকে, ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ থেকে একটা একটা করে স্ট্যাটাস ও স্টোরি গুলো যেভাবে মুছে যেতে থাকে ঠিক সেইভাবেই রাত ঘনিয়ে সকালে ক্যালেন্ডারের পাতায় ২২ ফেব্রুয়ারি দিনটি এলে আপামর বাঙালি সব ভুলে যায়। আপনাদের সংস্কৃতি ও মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা দেখে আমরা গর্ব অনুভব করি। এগুলো দেখে শুধু একটা লাইন মনে পড়ে যায়– সাত কোটি বাঙালিরে হে মুগ্ধ জননী রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করনি।

সুব্রত দেবনাথ, (কাটোয়া কলেজ ইতিহাস অনার্স তৃতীয় বর্ষের ছাত্র)

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

ভারতের বনাঞ্চল বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত দুই বছরে ভারতের বনাঞ্চল ২২৬১কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত সিওপি-২৬সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ২০৭০সালের মধ্যে 'নেট জিরো' অর্জনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছিলেন, তখন সমগ্র বিশ্ব ভারতের ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণাটি পরিবেশ সংরক্ষণের সাত বছরের প্রচেষ্টার সমাপ্তি চিহ্নিত করেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রাখা হয়েছিল। অরণ্য সমীক্ষা ২০২১ সালের প্রতিবেদন অনুসারে গত দুই বছরে দেশের বনাঞ্চল ও গাছের আয়তন প্রায় ২২৬১কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব দ্বিবার্ষিক 'ইন্ডিয়া স্টেট অফ ফরেস্ট রিপোর্ট' (আইএসএফআর) প্রকাশ করেছেন, সমগ্র দেশে বনাঞ্চলের অবস্থা পরীক্ষা করে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়। ভূপেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন দেশের মোট বনাঞ্চল ও গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত অঞ্চল আছে ৮০.৯ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের ভৌগোলিক এলাকার ২৪.৬২%। অরণ্য সমীক্ষা ২০২১ প্রতিবেদন অনুসারে, ২০১৯ সালের প্রতিবেদনের তুলনায় এখন ১৫৪০বর্গ কিলোমিটার বনভূমি এবং ৭২১বর্গ কিলোমিটার গাছ দ্বারা আচ্ছাদিত অঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশ (৬৪৭বর্গ কিমি) এবং তেলেঙ্গানা (৬৩২বর্গ কিমি) এবং ওড়িশা (৫৩৭বর্গ কিমি) এই তিন রাজ্যে বনভূমি সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এলাকা অনুসারে, মধ্যপ্রদেশে ভারতের বৃহত্তম বনভূমি রয়েছে। অরণ্য সমীক্ষার জন্য রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি এবং স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করা হয়েছিল। ২০১৯ সালের তুলনায়, দেশে কার্বন মজুদ ৭৯.৪মিলিয়ন টন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের বনাঞ্চলে মোট ৭২৯৪মিলিয়ন টন কার্বন মজুদ রয়েছে।

ব্রহ্মোস রফতানি করবে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : একদা ভারতকেবিশ্বের সবচেয়ে বেশি অস্ত্রের ক্রেতা হিসাবে গণ্য করা হত, সেই ভারত এখন নিজের অবস্থান পাল্টে রপ্তানি কারক দেশ হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের অধীনে দেশীয় প্রতিরক্ষা উপাদনের ওপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জোর দিয়েছিলেন, তার ফলেই ভারত এখন বিশ্বের শীর্ষ পঁচিশটি অস্ত্র রপ্তানিকারকদের মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। ভারতের প্রতিরক্ষা রফতানি পরিকল্পনায় একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। ভারত গত মাসে ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য প্রথম রফতানির সুযোগ পেয়েছে। ফিলিপিন্সের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ব্রহ্মোস অ্যারোস্পেস প্রাইভেট লিমিটেডের (বিএপিএল) সঙ্গে ৩৭৪মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে যেখানে উপকূল ভিত্তিক অ্যান্টি-শিপ মিসাইল সিস্টেম সরবরাহ করা হবে। ভারত-রাশিয়ার যৌথ উদ্যোগে গঠিত বিএপিএল যারা সুপারসনিক ক্রুজ মিসাইল ব্রাহ্মোস তৈরি করে। এই মিসাইল সাবমেরিন, জাহাজ, বিমান বা ভূমি যে কোন স্থান থেকে উক্ষেপণ করা যেতে পারে।

গাড়িতে ছয়টি এয়ারব্যাগ বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আটজন যাত্রী বহনকারী গাড়িতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্যসরকার একটি বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এখন থেকে গাড়ি নির্মাতাদের জন্য মোটর গাড়িতে ন্যূনতম ছয়টি এয়ারব্যাগ থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। চলতি বছরের অক্টোবর থেকে তা কার্যকর হবে। এর জন্য ১৪ জানুয়ারি খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রক বলেছে যে দুর্ঘটনা পরবর্তী প্রভাবের রোধ করতে গাড়ির যাত্রীদের সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য 'সেন্ট্রাল মোটর ভেহিক্যাল নিয়ম' (সিএমভিআর) ১৯৮৯ সংশোধন করে সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গাড়ির সামনে এবং পিছনের সারিতে বসে থাকা যাত্রীদের সামনের এবং পার্শ্বীয় সংঘর্ষের প্রভাব কমাতে এয়ারব্যাগগুলি ইনস্টল করা হবে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এমওয়ান গাড়ির বিভাগে চারটি অতিরিক্ত এয়ারব্যাগ বাধ্যতামূলক করা হবে– দুই পাশে/পাশের টরসো এয়ারব্যাগ এবং দুই পাশের পর্দা/টিউব এয়ারব্যাগগুলি সমস্ত আউটবোর্ড যাত্রীদের সুরক্ষিত করবে। এমওয়ানগাড়ি বলতে বোঝায় যাত্রী বহনের জন্য এমন মোটরগাড়ি যেখানে চালকের আসন ছাড়া আটটির বেশি আসন থাকবে না। সরকার চালকদের জন্য এয়ারব্যাগ ২০১৯ সালের জুলাইথেকে এবং সামনের সহ-যাত্রীদের জন্য এয়ারব্যাগ এই বছরের জানুয়ারি থেকে বাধ্যতামূলক করেছে।

শব্দবার্তা ১৮৮

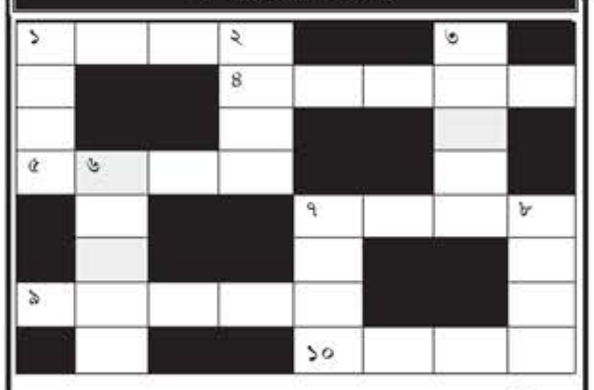

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বাধাহীন, স্বেচ্ছাচারী ৪। বড়লোকের মতো ভাব ৫। সুগন্ধযুক্ত প্রসাধন বিশেষ ৭। অবতীর্ণ, পতিত ৯। ছুঁচো ১০। যুদ্ধে জয়ী।

উপর-নীচ

১। নিরালোক, প্রদীপহীন ২। শিশির ৩। হাজির না হওয়া, গরহাজিরি ৬। মিলন বা মিশ্রণ ৭। ইনকাম ট্যাক্স ৮। সেইসব।

সমাধান : ১৮৭

পাশাপাশি : ১। শাব্দিক ৪। বিভাগ ৫। রেহাননামা ৬। সাংসদ ৭। ক্ষপণক ৯। জন্মগ্রহণ ১১। চঞ্চল ১২। তাতার।

উপর-নীচ : ১। শাগরেদ ২। কথন ৩। পারমার্থিক ৪। বিতং ৬। সার্বজনিক ৭। ক্ষণচর ৮। ণ-ফলা ১০। গ্রহীতা।

বাপি লাহিড়ীর ভক্ত ও সঙ্গীত গবেষক সোমনাথ বিষাদগ্রস্তে মন ভারাক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৪ সালে শ্রীরামপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী হিসাবে তিনি তাঁর নিজস্ব আঙিনা ছেড়ে অন্য ট্রাকে সুর তুলতে শ্রীরামপুর এসেছিলেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁকে শূন্য হাতে ফিরিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি থেকে গিয়েছেন মানুষের মনের মধুর স্মৃতিতে। তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সকালে মুম্বই থেকে তাঁর প্রয়াণের খরব আসতেই নিমেষে বিষাদে ভারাক্রান্ত ছোঁয়া স্পর্শ করে শ্রীরামপুরের সঙ্গীত গবেষক সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের। মাহেশের লক্ষ্মীঘাটের বাসিন্দা সোমনাথ সকালে খবরটা শুনেই হতাশাগ্রস্ত এবং মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর বাড়িতে দিনভর বেজেছে বাপ্পীদার গান। তাঁর একমাত্র ছেলে সুনাভ মুখোপাধ্যায় সিন্থেসাইজারে ডিস্কো ড্যান্সারের সুরকারের একাধিক গান বাজিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সুনাভ রিষড়া বিবেকানন্দ ইংলিশ আকাদেমি স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। প্রতিবছর সে ক্লাসে প্রথম হয়। গান বাজনায় খুবই পটু। তার মা পম্পা পরিবারের সকলকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। সুনাভোর দাদু গিরিজ শংকর মুখোপাধ্যায় সমাজসেবী এবং কট্টর বামপন্থী ছিলেন। সোমনাথ বলেন, ২০১৪তে লোকসভা ভোটের সময় গঙ্গার ধারে বাপ্পীদার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছিল। তখন তাঁর হাতে একটি লং প্লে রেকর্ড উপহার দেন।

যতটুকু দেখেছি, মনে হয়েছে খুব দিল খোলা মানুষ। বাপ্পী লাহিড়ীর ১০০টি বিভিন্ন গানের লং প্লে রেকর্ড তাঁর আর্কাইভে সংরক্ষিত রয়েছে। এমন কী বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় গানের রেকর্ড যেমন- গুজরাটি, তামিল, তেলেগু, মালওয়ালাম, কন্নর ছাড়াও বাংলা, হিন্দিতে অসংখ্য গানের রেকর্ড মজুত আছে। পঞ্চাশ বছরের সোমনাথের কাছে। ১৯৭১ সালে বাপ্পীদার প্রথম প্লেব্যাক গান 'নান্না শিকারী' ছবিতে গেয়েছিলেন তার কাছে রয়েছে। সঙ্গীতপ্রেমী সোমনাথ রাহুল দেববর্মন, কিশোরকুমারের দেড় হাজারের লংপ্লে রেকর্ড সংগ্রহে আছে। এক হাজার ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি ছাড়াও তিন হাজারের মতো বিভিন্ন কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পীদের যেমন সদ্য প্রয়াত লতা মঙ্গেশকর, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, স্বামী এল সুব্রহ্মণ্যম, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি প্রমুখদের ক্যাসেট, সিডি, ডিভিডি আর্কাইভে সংগ্রহে রয়েছে। তার নেশা বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহ। ইতিমধ্যেই ১৮৬টি দেশের মুদ্রা তাঁর ঝুলিতে সংরক্ষিত আছে। গানের তথ্য সংগ্রহে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাড়ি দিতে হয়। তিনি কিশোরকুমার ফ্যান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। প্রতিবছর সঙ্গীতপ্রেমী সুবাদে কিশোরকুমার, রাহুল দেববর্মন ও সুপারস্টার মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিন পালন করেন।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ফেরা হল না শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দোরগোড়ায় এসেও ঘরে ফেরা হল না এক পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রাণ গেল পথ দুর্ঘটনায়। মৃতের নাম আসাদুল ঘরামী(২০)। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিপদর মোড় এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার চুনাখালির বছর ২০ বয়সের আসাদুল পড়াশোনা করছিল। পরিবারের আর্থিক অনটনের কারণ বেশ কয়েক বছর আগে পড়াশোনা ছেড়ে দর্জির কাজ করছিল এলাকায়। করোনা আর লকডাউনে এলাকার কাজ হাতছাড়া হয়। দিন আনা দিন খাওয়া দরিদ্র ঘরামী পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। সংসারের হাল ধরতে ঘরামী পরিবারে বড় ছেলে আসাদুল গত প্রায় ৯ মাস আগে নাগপুরে কাজে গিয়েছিল। সেখানে দর্জির কাজ করছিল। বুধবার নাগপুর থেকে গ্রামের বাড়িতে ফেরার কথাছিল তার। এদিন দুপুরে ক্যানিং থেকে চুনাখালিগামী অটোয় চেপে বসেছিল সে। বাসন্তীর কালিপদর মোড় এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা দুরন্ত গতির একটি বোলেরো গাড়ি সজোরে ধাক্কা মারলে অটো থেকে ছিটকে পড়ে যায় ওই যুবক। মুহূর্তে তাকে পিষে দিয়ে দুরন্ত গতির ঘাতক বোলেরো গাড়ি পালিয়ে যায়। পালিয়ে যায় অটোটিও। স্থানীয় লোকজন পুলিশে খবর দিলে দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠায়। অপর দিকে ঘাতক গাড়ি সহ চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। প্রাক্তন ছাত্রের মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মর্মাহত হয়ে শোকার্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক নিমাই মালি। নিমাই বাবু জানিয়েছেন, আসাদুল ঘরামী মেধাবী ছাত্র ছিলো। লকডাউন আর পরিবারে আর্থিক অনটনের জন্য সংসারে হাল ধরার উদ্যোগ নিয়ে নাগপুরে কাজে গিয়েছিল। ঘরে ফিরতে চেয়েও ঘরে ফেরা হলো না ওর।' অন্যদিকে পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী বড় ছেলের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকে কান্নায় ভেঙে পড়েছে তার বাবা মেহর আলী সহ গোটা ঘরামী পরিবার।

যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাতসকালে খাল থেকে বছর পঁয়ত্রিশের অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের দেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে জীবনতলা থানার অন্তর্গত তাম্বুলদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝালতলা খালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ঝালতলা খালের জলে এক যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখেন এলাকার লোকজন। তারা জীবনতলা থানার পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় জীবনতলা থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় মানুষের দাবি, ওই যুবককে বাইরে কোথাও থেকে খুন করে এনে এখানে ফেলা হতে পারে। ওই যুবকের মাথায়, চোখে ও মুখে একাধিক ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। যদিও অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের নাম ঠিকানা জানার জন্য এবং ঠিক কী ঘটনা ঘটেছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে সাত সকালে খালের জল থেকে মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার,খুন না আত্মহত্যা?

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহ বধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার কে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত গৃহবধূর নাম দীপিকা মুখার্জী(২৮)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মিঠাখালি পশ্চিমপাড়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বছর ১২ আগে দীপিকার বিয়ে হয় বারুইপুর থানার অন্তর্গত নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সালেপুর এলাকার শ্যামল মুখার্জীর সাথে। দম্পতীর এক পুত্র সন্তান হয়। পরে শ্বশুর বাড়ির সাথে মনোমালিন্য হওয়ায় ১০ বছর আগে ওই গৃহবধু সন্তান কে নিয়ে চলে আসে বাপের বাড়িতে। স্বামীর সাথে ডিভোর্স হয়ে যায়। নিজের সন্তান কে মানুষ করার জন্য কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করতে থাকেন ওই গৃহবধূ। রাজারহাট নিউটাউনের যুবক প্রসেনজিত বিশ্বাসের সাথে ফোনে আলাপ হয় দীপিকার। পরে সম্পর্ক গাঢ় হয়। যার সুবাদে ওই গৃহবধুর ক্যানিংয়ের বাড়িতে দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে যাতায়াত করে ওই যুবক। পেশায় গাড়ি চালক ওই যুবক বুধবার ক্যানিংয়ে ওই গৃহবধূর বাড়িতে ছিল।এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ সন্ধ্যার সময় প্রসেনজিত ও দীপিকার মধ্যে ঝগড়া হয়। পরে মিটেও যায়। রাতে সকলে খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়ে। এরপর সকাল প্রায় ৮ টা নাগাদ ওই গৃহবধুর ঘরের দরজা বন্ধ দেখেন প্রতিবেশীরা। তারা হাঁক ডাক করলেও কোন সাড়া না মেলায় পরে তারা দেখতে পায় দরজায় তালা লাগানো রয়েছে। তালা ভেঙে ঘরে ঢুকতেই তাদের নজরে পড়ে গৃহবধুর ঝুলন্ত দেহ। অন্যদিকে প্রসেনজিতও পলাতক। এলাকার লোকজন তার সাথে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করলেও কোনও উত্তর পাননি। শেষে ক্যানিং থানায় খবর দেয় গ্রামবাসীরা। ক্যানিং থানার পুলিশ ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি এটি আত্মহত্যা না খুন সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে প্রতিবেশী সহ ওই গৃহবধুর মা নিলীমা মুখার্জীর দাবি, ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগও দায়ের করেছি। আমার মেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না। ওকে প্রসেনজিত বিশ্বাস খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে পালিয়েছে।ওর কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

প্রাণ বাঁচালেন চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং অন্তর্গত তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য রাজাপুর। বাড়িতে কাজ করছিলেন রাজেশ প্রামাণিক।তাঁর পাশেই খেলা করছিল বছর দেড়েক বয়সের শিশু সন্তান। তার মা কাকলী প্রামাণিক রান্নার জন্য পুকুরে চাল ধুইতে গিয়েছিলেন।তার পিছন পিছন ছোট শিশু ঈশান প্রামাণিকও গিয়েছিল পুকুরে।কাকলী দেবী কোনও প্রকার খেয়াল না করে চাল ধুয়ে পুকুর থেকে চলে আসে।আর ঠিক সেই মুহূর্তে ছোট্ট ঈশান পুকুরের জলে পড়ে যায়।হাবুডুবু খেতে খেতে এক সময় মৃতপ্রায় অবস্থায় পুকুরে ভাসতে থাকে। এদিকে সন্তান কে না পেয়ে বিস্তর খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন।শিশুর মা ও হন্যে হয়ে খুঁজতে খুঁজতে পুকুরের কাছে হাজির হয়। জলের মধ্যে নিজের সন্তান কে ভেসে থাকতে দেখেন। কোনও কিছু না ভেবে জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাঁতার দিয়ে পুকুরের মাঝখান থেকে সন্তান কে উদ্ধার করে ডাঙায় তোলেন। দৌড়ে আসেন পরিবারের অন্যান্যরা। চিকিৎসার জন্য মৃতপ্রায় শিশু কে নিয়ে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। সেখানেই শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আলমগীর হোসেন মৃতপ্রায় শিশুর চিকিৎসা শুরু করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শিশুর পেট থেকে সিংহভাগ জল বের হয়ে করতে সক্ষম হন চিকিৎসকরা। পরে অতি ধীরগতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে জলে ডোবা শিশু। এরপর দ্রুততার সাথে তাকে অক্সিজেন দিয়ে কয়েক ঘন্টায় প্রায় স্বাভাবিক করে তোলেন।

যুদ্ধ শুরু, দুশ্চিন্তায় রায়দিঘীর মন্ডল পাড়া

অরিজিত মন্ডল : রাশিয়া ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু দুশ্চিন্তায় রায়দিঘী খাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মন্ডল পাড়ার বিশাখা মাঝি ও তার স্বামী শিবশঙ্কর মাঝি তাদের একমাত্র ছেলে অর্ঘ মাঝি ডাক্তারি পড়তে গত তিন বছর আগে ইউক্রেনে যায়। শুধু তিনিই নন তাঁর সঙ্গে আরও তিন বাঙালি ছাত্রও রাজধানী কিভ(Kyiv)-এ আটকে রয়েছেন। প্রত্যেকেই ইউক্রেনের কিভ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মন্ডলপাড়ার বাসিন্দা অর্ঘ্য মাঝি ইউক্রেনের একটি ইউনিভার্সিটির মেডিকেল বিভাগে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। তবে করোনার জন্য অনলাইন ক্লাস চালু হওয়ায় বাড়িতেই ফিরেছিলেন তিনি। ফের গতবছর ৮ অক্টোবর ইউক্রেন চলে যান অর্ঘ্য। সেখানেই ডার্নিপস্কি শহরের একটি ফ্ল্যাটে চার বাঙালি বন্ধু ভাড়া থাকতেন। তাঁদের মধ্যে অলোক হালদার(২৩) জয়নগরের রানাঘাট এলাকার বাসিন্দা। শুভাশিস ভুঁইয়া(২২) পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামের বাসিন্দা। এবং সম্বিত দাস হুগলির জিরাটের বাসিন্দা। পাশাপাশি রায়দিঘির কাশিনগর এর বাসিন্দা অর্কপ্রভ আটকে পড়েছেন ইউক্রেনে। প্রত্যেকেই কিভ মেডিকেল ইউনিভার্সিটির চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। ইউক্রেনে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতেই আতঙ্ক দানা বেঁধেছে চার তরুণের মনে। তবে ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আতঙ্কে দিন কাটছে মাঝি পরিবারের। ছেলের সাথে কথাও হয়েছে দম্পতির। ইউক্রেন থেকে ফোনে অর্ঘ্য জানিয়েছে,চারিদিকে বোমাগুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাড়ি ফিরতে চায় সে। তবে বিমান ভাড়া নেই তার কাছে।এমনকি ইউক্রেনে বিমান পরিষেবা বন্ধ। ফলেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে অর্ঘ্য ও তার পরিবারের লোকজনের।

অর্ঘ্যর মা বিশাখা মাঝি বলেন, অনেক কষ্ট করে ছেলেকে বিদেশে ডাক্তারি পড়তে পাঠিয়েছি। অর্ঘ্যর বাবা শিবশঙ্কর মাঝি স্থানীয় একটি ওষুধের দোকানে কাজ করেন। তাই ছেলে বাড়ি ফিরতে চাইলেও নিরুপায় তারা।

সামনেই ভোট গণনা হবে পুরসভা মহেশতলা পুরসভা ৩১ নম্বার ওয়ার্ড দীর্ঘদিন ধরে খোলা নর্দমা মহেশতলা পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের সানি পাড়া এবং ঘোষপাড়া দীর্ঘদিন ধরে খোলা নর্দমা মশার ঘর হয়ে গেছে অথচ পুরসভাকে ট্যাক্স দেওয়া হয় ভোট আসে ভোট যায় একই অবস্থায় রয়ে যায়। ছবি: অরুণ লোধ

৩০তম সঞ্চিতা মেলা আবারও জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০তম সঞ্চিতা শিশু কিশোর সাংস্কৃতিক উৎসব গত ২০ ফেব্রুয়ারি শুরু হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানা এলাকার বাওয়ালী সঞ্চিতা কলাভবনে। রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা করেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, সমিতির সদস্যা অর্চনা বাগ, তমোসা গায়েন, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ৫০ জন রক্ত

দান করেন। ২১ ফেব্রুয়ারি সাংস্কৃতি মঞ্চের শুভ উদ্বোধন করেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অর্চনা যোশী। তাঁকে এবং তাঁর দফতরের আধিকারিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় মেলা কমিটির পক্ষ থেকে। অর্চনা যোশী দক্ষিণ পূর্বরেলের এবং ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি স্টলের উদ্বোধন করেন। প্রতিদিন চলছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই বাউল খোকন খেপা, মহুয়া নন্দী, তরুণ পাল ও গীতাঞ্জলী সরকারের গান মানুষকে মুগ্ধ করেছে। মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে সরকারী বেসরকারী নানা স্টল আছে। আলিপুর বার্তাও সঞ্চিতা মেলায় উপস্থিত থাকছে। পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার প্রণব গুহ প্রথম দিন মেলা পরিদর্শন করেন। আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে যাত্রাপালা কলির দূর্গা ধরেছে ত্রিশূল। মেলার কর্ণধার স্বপন কুমার রায় বলেন, মেলায় আমাদের কোনও প্রবেশ মূল্য নেই। তবে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মানা হচ্ছে। মেলা চলবে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সকলের সাদর আমন্ত্রণ।

পাট্টা তুলে দিলেন বিধায়ক

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং বাস ষ্ট্যান্ডে আয়োজিত এক সরকারি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ক্যানিং ১ ব্লকের ছাত্র-ছাত্রী ও ভূমিহীন মানুষের হাতে জাতিগত 'শংসাপত্র,জমির রেকর্ড

ও পাট্টা তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস,ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অরিত্র বোস,জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার,তপন সাহা,ক্যানি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা মিস্ত্রী,ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক আজহার জিয়া,ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস,ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস,ক্যানিং ১ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক কৃশানু সেন সহ অন্যান্য একাধিক সরকারি কর্তারা।

উল্লেখ্য, এলাকার অসংখ্য দরিদ্র মানুষজন উদ্বাস্তুর মতো যত্রতত্র বসবাস করছিলেন। তাছাড়াও সরকারি খাস জমির উপর ও অনেক পরিবার বসবাস করছিলেন। নিজস্বতা বলে কিছুই ছিল না। সেই সমস্ত ভূমিহীন মানুষজন দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হাজির হয়ে তাদের অভাব অভিযোগ জানিয়ে জমির পাট্টা,রেকর্ড এবং জাতিগত শংসাপত্রের জন্য আবেদন করেছিলেন। সরকারি ভাবে উদ্যোগ নিয়ে মাত্র তিন মাসের মধ্যে তাদের হাতে জাতিগত শংসাপত্র, জমির পাট্টা, রেকর্ড তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, মঙ্গলবার এক সরকারি অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ক্যানিং ১ ব্লকের দিঘীরপাড়,মাতলা ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১০৫ জনের জাতিগত শংসাপত্র এবং ব্লকের ১০৯ জন ভূমিহীন মানুষের হাতে পাট্টা ও ১৬ জনের হাতে জমির রেকর্ড তুলে দেওয়া হয়েছে। যাঁরা আবেদন করেছেন কিংবা আবেদন করবেন খুব কম সময়ের মধ্যে তাদের কে আগামী দিনে এমনভাবেই জমির পাট্টা,রেকর্ড ও জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে'। অন্যদিক ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক আজহার জিয়া জানিয়েছেন, আমরা সরকারি ভাবে সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছি। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেতে অফিসে হাজির হতেন। সেই সমস্ত কাজ খুব কম সময়েই দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে হয়ে যাচ্ছে এবং খুব কম সময়ের মধ্যে তারা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাতে পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও বিগত দিনে ক্যানিং মহকুমা এলাকার চারটি ব্লকে যেভাবে জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছিল,তার মধ্যে ক্যানিং ১ ব্লকে ২০২০ সালে ১৬০০ মতো দেওয়া হয়েছিল। ভালো কাজের সুবাদে অতীতের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে ক্যানিং ১ ব্লক। এই ব্লকে বিধায়ক পরেশরাম দাসের সৌজন্যে ২০২১ সালে প্রায় ৮০০০ জাতিগত শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। যা ক্যানিং মহকুমা এলাকার বিরল এক রেকর্ড।'

সব দলের প্রতীক এবারে মোয়াতেও

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : মোয়ার শহর জয়নগরে এবারে ভোটের আগেই মোয়াময় হয়ে পড়েছে। জয়নগর-মজিলপুর পুরভোটের হাওয়া এবারে এবার জয়নগরের মোয়াতে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ও লোগো দিয়ে সেজেছে এবার জয়নগরের মোয়া। শীত শেষের পথে। আর মোয়ার সময়ও এবারের মতন শেষের দিকে। আর অপর দিকে একেবারে দোরগোড়ায় এবারে পুরভোট। জয়নগর-মজিলপুর পুরভোটের উত্তাপ এসে লেগেছে এবার জয়নগরের মোয়াতে। জি আই তকমা পাওয়া মোয়া দোকানে সেজে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক ও লোগোতে। ট্রেতে আকর্ষণীয় করে সাজিয়ে রাখা রাখা হয়েছে মোয়াকে। এমনই চিত্র দেখা গেল জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া বাজারে। মোয়া ব্যবসায়ীরা বলেন, যে সব রাজনৈতিক দল মোয়া নেওয়ার জন্য অর্ডার দেবে তাঁদের জন্য মোয়া তৈরি করে দেওয়া হবে। আর এই নিয়ে রাজনৈতিক দল গুলির মধ্যে শুরু হয়েছে চাপানউতোর। এই প্রসঙ্গে জয়নগরের কংগ্রেসের

প্রাক্তন প্রশাসক ও এবারের কংগ্রেস প্রার্থী সুজিত সরখেল বলেন, জয়নগরের মোয়া তো বিশ্ববন্দিত। তাই প্রচারেও থাকছে মোয়া। ভোটের পর তৃণমূল নয় জয়নগরের মানুষকে মোয়া খাওয়াবে কংগ্রেস। অন্যদিকে, জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃণমূল সভাপতি, এবারের তৃণমূল প্রার্থী রথীন মণ্ডল বলেন, আমাদের দলের প্রতীকে যদি মোয়া বানানো হয় তা নেওয়া হবে। কিন্তু আমরা জয়নগরের মানুষকে কাজের মাধ্যমে মোয়া খাওয়াবো।আবার জয়নগর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, জয়নগরের মোয়া আমাদের গর্ব। মোয়া আমাদের প্রতীক হলে কিনতে বাধা কোথায়? জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন ভাইসচেয়ারম্যান এসইউসিআই নেতা প্রবীর বৈদ্য বলেন, মোয়া আমাদের ঐতিহ্য। মোয়া তো থাকবেই প্রচারের ইস্যু হয়ে। মোয়ার সিজন একেবারে শেষের দিকে। তারমধ্যেই এসে পড়েছে পুরভোট। তাই জয়নগর ও বহড়ুর মোয়া ব্যবসায়ীরা ব্যস্ততা এসে পড়েছে আবার। কারণ, মোয়াতে তৃণমূল, কংগ্রেস, বিজেপি, এসইউসির প্রতীক ও লোগো লিখে আবার বাজার মাত করতে প্রস্তুত তাঁরা। বহড়ুর বীণাপানি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে শুরু করে জয়নগরের রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভান্ডার বা খোকনের মা কালি সুইটসের নাওয়া-খাওয়া ভুলে চলছে মোয়া তৈরির প্রস্তুতি। দোকানের দক্ষ কারিগর ছাড়াও রীতিমতো শিল্পী এনে মোয়ার উপর আঁকা হচ্ছে বিভিন্ন দলের প্রতীক। পেস্তার গুঁড়ো, ক্ষীর, কাজু দিয়ে বানানো হচ্ছে প্রতীক। বীণাপাণি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্ণধার মহাদেব দাস বলেন, এক কেজি মোয়া তৈরি করা হয়েছে। মোয়ার উপরে যেমন রয়েছে জোড়াফুল, হাত চিহ্ন। তেমনই পদ্ম, কুঠার, কাস্তে সবই আছে। যে রাজনৈতিক দলের যেমন অর্ডার আসবে তেমনই বানিয়ে দেবে কারিগররা। এই এক কেজি মোয়া ৩০০ টাকা থেকে শুরু করে ৫০০ টাকা অবধি দাম রাখা হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের তিলক কয়াল ও মা কালী সুইটসের খোকন দাস বলেন, জয়নগরেই মোয়া হাবের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।সরকারি কিছু বাঁধায় এটি আটকে আছে। তাই জয়নগর-মজিলপুর পুরভোটের যুদ্ধে মোয়া থাকছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রচারেও। এই আশা রেখেই প্রতীক সহ মোয়া বানানো হয়েছে। ভোটের বাজারে মোয়া শিল্প এই ভাবে কিছু আয়ের পথ দেখতে চাইছে।

সংবাদপত্রের সংগ্রহশালা চা বিক্রেতার বাড়িতে

মলয় সুর : ভারতের স্বাধীনতা দিবস, ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ডে ব্রিটিশদের মোহনবাগান ক্লাব ২-১ গোলে হারিয়েছিল, সেই বসুমতি পত্রিকাটা, ১৯৭৯ সালে শচীন তেন্ডুলকর প্রথম পাকিস্তানের করাচিতে টেস্ট খেলতে যায়, ৮৩ সালে দেশ যে বার প্রথম ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জিতল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মসনদে বসলেন যেদিন। এই সব গুরুত্বপূর্ণ দিনের বিভিন্ন খবরের কাগজ পরিপাটি করে রাখা আছে তাঁর কাছে। এখানেই শেষ নয়, ১৯১১ সাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অধিকাংশ কাগজই রয়েছে তাঁর ঘরেতে। কৈশোর থেকে কাগজ জমানোর যে নেশা চেপে বসেছিল মস্তিষ্কে বর্তমানে সেই ছোট্ট বাড়িতে গড়ে উঠেছে খবরের কাগজের আর্কাইভ মিউজিয়াম। পেশায় তিনি চা ফেরিওয়ালার কাজ করেন। দীননাথের বাড়িতে পরিবারের চারজন সদস্য। মা দীপিকা পাল, ভাগনি প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল, বোন পিয়ালী মণ্ডল রয়েছে। তার বাড়িতে স্তূপাকারে জমে রয়েছে নামি-দামি সংবাদপত্রগুলি। দীননাথ বলেন, ১২ বছর বয়স থেকেই সংবাদপত্র সংগ্রহ করছি। লোকের কাছে চেয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে জোগাড় করেছি। ১৯৮৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে গুলি করে হত্যার খবরটা অমৃত বাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল, পরের দিন গড়িয়া থেকে ৫০০০ টাকায় কিনে এনেছিলাম। ১৯৭৭ সালে মোরাজী দেশাই প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ইন্দিরা গান্ধী গ্রেফতার হন। সেই কাগজটাও তাঁর সংগ্রহে রয়েছে। ১৯৩০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে সবই রেকর্ড তথা সংগ্রহ রয়েছে এই এক চিলতে শোওয়ার ঘরে। তাঁর খবরের কাগজ জমানোর প্রচণ্ড নেশা তার মামার বাড়ির তরফে দাদু ও মায়ের কাছ থেকে বংশ পরম্পরায় এসেছে। দেশ বিদেশের রাজনৈতিক,

সামাজিক ঘটনা তো আছেই। এমন কি বিশ্বে কবে কোথায় কখন জঙ্গি হানা করেছিল, সেই কাগজ আর্কাইভে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসু কত সালে মসনদে বসেন, কত সালে কত বয়সে প্রয়াত হন সব তথ্য রয়েছে। তাঁর বাড়িতে প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া, কিছু আবার ল্যামিনেশন করা, আবার কাগজ কেটে বইয়ে সেঁটে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তবে বেশ কিছু কাগজ সংরক্ষণ করা থাকলেও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন দীননাথ। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীতে নাকতলা উদয়ন সংঘ ক্লাবের সহ সভাপতি তথা কাউন্সিলর বাপ্পাদিত্য দাশগুপ্ত দীননাথকে ১০,০০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেন। এই পুজোর সভাপতি রয়েছেন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। দীননাথের প্রচণ্ড আশা-আকাঙ্খা লিটল মাস্টার শচীন তেন্ডুলকরের উপর সাড়ে তিনশো ফুটের আইভার কোস্ট পেপারে তার জীবনী সহ খেলার কাটিং পঞ্জিকার বিবরণ দেওয়া অ্যালবামটি শচীনের হাতে নিজে তুলে দেওয়ার প্রচণ্ড ইচ্ছা রয়েছে। বর্তমানে তার বয়স ৪৪ বছর। ২০১৩ সালের ১২ নভেম্বর সৌরভ গাঙ্গুলির 'দাদাগিরি' এপিসোডে ষষ্ঠ স্থানে পৌঁছান। সে সমাজসেবা মূলক কাজেও যুক্ত রয়েছে। কিছুদিন আগে গড়িয়া স্টেশনের ঘটনা, রঞ্জিত মণ্ডল নাম এক ব্যক্তির ট্রেনে পা কেটে যায়। তৎক্ষণাৎ দীননাথ তাঁকে বাঙ্গুর হাসপাতাল, পার্কসার্কাস চিত্তরঞ্জন তারপর পিজিতে নিয়ে গিয়ে সুস্থ করেন। তিল তিল করে জমানো এই অসাধারণ সংগ্রহ নিজের কাছেই রাখতে চান দীননাথ। তাই নতুন উদ্যমে রোজই নতুন রেকর্ড সংগ্রহ করে সংগ্রহশালার আকার বৃদ্ধি হচ্ছে। এমনকি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস সমৃদ্ধ কাটিং পেপার তাঁর ঝুলিতে সংগ্রহ করে তিনি নজির সৃষ্টি করেছেন।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ১৮ সংখ্যা, ২৬ ফেব্রুয়ারি –৪ মার্চ, ২০২২

হিংসা বিদায় নিক

হিংসার বিষ বাষ্প ক্রমশই যেন ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। পশ্চিমবাংলায় বিভিন্ন নির্বাচনের সময় হিংসার রাজনীতি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেকটাই আলাদা করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গকে। ভোটের আগে এবং ফল প্রকাশের পরে দলীয় কর্মীদের মধ্যে হিংসা এবং হত্যাকাণ্ড খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণ মাধ্যম কিংবা বুদ্ধিজীবী মহলকে সেভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে না আর। সাধারণ মানুষও দৈনন্দিতার নানা ব্যস্ততায় তীব্রভাবে উদাসীন হয়ে উঠছে ক্রমশ। একদা উত্তরবঙ্গে উর্দু শিক্ষকের পরিবর্তে বাংলা শিক্ষকের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন দুই যুবক। তাদের পরিবার পরিজন অন্ত্যেষ্টির পরিবর্তে প্রতিবাদে সমাধিস্ত করেছিল দুজনকে। সম্প্রতি জনৈক ছাত্রের বাড়িতে পুলিশী প্রহসনের অভিযোগ উঠেছে। প্রাণ হারিয়েছে সেই ছাত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে সমাধি থেকে তুলে পুনরায় পোস্ট মর্টেমের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মৃত্যু সব সময়ই দুঃখের। যদি সে মৃত্যু অসময়ে এবং রাষ্ট্রের বদান্যতায় ঘটে থাকে তা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। প্রতিটি নির্বাচনের আগেই আধা সামরিক বাহিনী নিয়োগ নিয়ে তর্জা শুরু হয়। আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং অবশেষে পুলিশী ঘেরাটোপেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার সমস্ত স্তরই সমাধান করা হয়। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ কিছুদিনের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে স্তিমিত হয়ে যায়। থেকে যায় শুধু রক্তাক্ত হিংসার স্বজন হারানো পরিবারগুলির কান্না চিরদিনের জন্য।

হিংসার বিষবাষ্প পূর্ব ইউরোপের মাটিতেও গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকে একদা বিচ্ছিন্ন ইউক্রেন রাষ্ট্রটি আক্রান্ত হয়েছে রাশিয়ার সমরাস্ত্রের আঘাতে। যুদ্ধের কারণ হয়তো একদিন বিশ্লেষণ হবে কিন্তু প্রতিদিন সামরিক ও অসামরিক যে মানুষদের প্রাণ অকালে চলে যাচ্ছে তার বিচার কোথায় হবে।

মানব সভ্যতা অনেক উন্নত হয়েছে, বিজ্ঞানের জয় জয়কারও প্রতি মুহূর্তে শুনতে পাওয়া যায় কিন্তু মানবতার দুর্ভিক্ষ আটকাবে কে! প্রতিটি উন্নত দেশের দাবিদার রাষ্ট্রগুলি বারংবার নানা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক সমরাস্ত্রের আস্ফালন এবং বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করার অহংকার মানবতাকে লজ্জা দিয়ে চলেছে। দেশে বিদেশে সর্বত্র, সমস্ত সমাজের জ্ঞানী, মহাজ্ঞানী রাজনীতিক ও ব্যক্তিত্বের অভাব নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয় যুদ্ধের আদিমতা থেকে আজও মুক্ত হতে পারেনি মানব সভ্যতা। হিংসা মুক্ত সমাজ, হিংসা মুক্ত দেশ, হিংসা মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন বহুবার বিশ্বের মানুষ, নিপীড়িত জাতি সত্তা দেখেছে। বাস্তবপক্ষে ক্ষমতা দখলের লড়াই, সম্পত্তি দখলের আকণ্ঠ পিপাসার প্রভাবে সাধারণ বিপর্যস্ত হয়েছে বারংবার।

একটা জাতি গড়ে ওঠে তার সভ্যতা সংস্কৃতি এবং মননের চর্চার ওপর ভিত্তি করে। যখন বারংবার হিংসা সমাজের শিল্প সংস্কৃতি থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রশ্রয় পায় তখন হিংসা শব্দটি মানব সভ্যতার ভয়ংকর মহামারী তুল্য শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। কল্যাণকামী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে হিংসা বিভিন্ন সময়ে মাথা চারা দিয়েছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতেও সাম্প্রদায়িকতার হিংসার বলি হয়েছে বহু নিরীহ মানুষ। সংখ্যালঘুদের ওপর রক্তচক্ষু শাসানি নিত্য নৈমিত্তিক সাধারণ ঘটনা হয়ে উঠছে ক্রমশ। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই হিংসার বলি হয়েছে নিরস্ত্র সাধারণ মানুষ। গার্হস্থ্য হিংসা থেকে রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক হিংসা আজ ভয়ংকরভাবে মাথা তুলে উঠেছে। যদিও প্রায় সর্বত্রই মানবতাবাদী নানা সংগঠন সরকারী ও বেসরকারী ভাবে কাজ করে চলেছে তবুও প্রত্যেকটি সমাজে প্রত্যেকটি দেশে হিংসার বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। বিপরীত চিত্র কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্যই রয়েছে অবশ্যই তা ব্যতিক্রম মাত্র। হিংসামুক্ত বসুন্ধরার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্র নায়করা যেদিন ঐক্যবদ্ধ হবেন সেদিন হয়তো হিংসা শব্দটি মানব সভ্যতা থেকে বহু যোজন দূরে পাড়ি দেবে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র ষোল

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ তেজো।
যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি
যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি ।।১৬।।

অনুবাদ

হে প্রভু, হে আদি কবি ও বিশ্বপালক, হে যম, শুদ্ধ ভক্তদের পরমগতি এবং প্রজাপতিদের সুহৃদ– কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত রশ্মির জ্যোতি অপসারণ করুন যাতে আপনার আনন্দময় রূপ আমি দর্শন করতে পারি। আপনি সনাতন পুরুষোত্তম ভগবান। সূর্য ও সূর্যকিরণের সম্বন্ধের মতো আপনার সাথে আমি সম্বন্ধযুক্ত।

তাৎপর্য

তিনি জড় জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস করেন।

জীবেরাও ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং যেহেতু তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রভু হওয়ার ও পরমেশ্বর ভগবানকে অনুকরণ করার বাসনা পোষণ করে, তাই প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার তাদের প্রবণতাকে পূর্ণরূপে কাজে লাগানোর জন্য তিনি তাদেরকে পছন্দ করার ক্ষমতা সহ জড় জগতে প্রবেশ করার অনুমতি দেন। তাঁর অবিচ্ছিন্ন অংশ জীবদের উপস্থিতিতে দৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আলোড়িত হয়। এভাবেই জড়া প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করার সব সুযোগই জীবদের প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন পরমাত্মা রূপে ভগবান স্বয়ং এবং পরমাত্মা একজন পুরুষাবতার।

তাই জীব বা আত্মা এবং পরম নিয়ন্তা পরমাত্মার মধ্যে অনেক ভেদ আছে। পরমাত্মা হচ্ছেন নিয়ন্তা এবং আত্মা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত জীব; তাই তাঁরা একই স্তরের নয়। পরমাত্মা যেহেতু আত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা

ফেসবুক বার্তা

পাখিদের 'মাতৃরক্ষা'

অনেক সময় পাখির বাসার আশেপাশে সিগারেটের অবশিষ্ট অংশগুলি পড়ে থাকতে দেখা যায়। আসলে সিগারেটের ফিল্টারে থাকা নিকোটিনের কারণে পরজীবীরা যাতে পাখি বাসায় ঢুকতে না পারে সেজন্য পাখিরা ব্যবহৃত সিগারেটের ফিল্টার দিয়ে বাসার চারপাশে ঘিরে রাখে।

গোপাল পরমেশ্বর দাস ঠাকুর আঁটপুর হুগলি

নির্মল গোস্বামী

মহা মহা পুণ্যধাম হুগলির আঁটপুর/প্রকটে অপ্রকটে করে লীলা পরমেশ্বর দাস ঠাকুর

নিত্যানন্দ ও মা জাহ্নবার স্নেহধন্য সেবক সাধক পরমেশ্বর ঠাকুরের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছে আঁটপুরের মাটি। আমাদের হিন্দু ধর্মে অষ্ট সিদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বহু কঠোর কঠিন সাধনা করলে তবে এই সিদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। কৃষ্ণগত প্রাণ পরমেশ্বর দাস ঠাকুর সিদ্ধাই নিয়ে জন্মেছিলেন না কঠোর সাধন বলে সিদ্ধাই অর্জন করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। তবে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলে পাঠকগণ নিজেরাই এই বিষয়ে ধারণা করে নিতে পারবেন।

কৃষ্ণ প্রেমে জারিত নিত্যানন্দ তন্ময়তা বিভোর হয়ে একদিন পথ চলতে চলতে পরমেশ্বর দাস ঠাকুর দেখলেন যে একটি বালকের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছে এবং তার পিতামাতা উচ্চস্বরে বুক ফাটা রোদন করছে। পুত্রহারা পিতা মাতার ক্রন্দনে ঠাকুরের হৃদয় দ্রবীভূত হল। ঠাকুর মড়ার পাশে বসে তার বুকে হাত রেখে বলতে লাগলেন ওঠ বাবা, তোমার বিহনে তোমার মাতা পিতা শোকে আকুল হয়েছে, তুমি উঠে ওদের সান্ত্বনা দাও। মনে হচ্ছে যেন ঠাকুর কোনও ঘুমন্ত বালককে জাগাবার চেষ্টা করছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বালক যেন ঘুম থেকে উঠে বসল এবং পরমেশ্বর ঠাকুরকে প্রণাম করল। উপস্থিত জনতা রুদ্ধবাক। সকলেই ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল। এই ঘটনা লোক মুখে দিগবিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঠাকুরের শ্রীপাটে অহরহ লোকে সমাগম হতে লাগল।

একদিন ঠাকুর সাঙ্গ–সঙ্গীদের নিয়ে মন্দির চত্বরে হরিনাম করছে। হরিনামে সকলেই মেতে আছে এমন সময় কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক মজা দেখবার জন্য একটা মরা শিয়াল বাচ্ছা এনে হরিনামের দলের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। হরিনামে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ঠাকুর সেই মরা শিয়াল বাচ্ছাকে দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আহারে এইটুকু বাচ্ছার কী করে মৃত্যু হল। তিনি সেই মরা শিয়াল বাচ্চাকে কোলে করে আবার নামে মত্ত হলেন। কিছুক্ষণ পরে যারা মজা দেখার জন্য

পর্ব–৭

দাঁড়িয়ে ছিল তারা দেখল যে সেই মরা শিয়াল বাচ্চা একসময় ঠাকুরের কোল থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ল এবং দুইবার স্পষ্ট উচ্চারণে কৃষ্ণ বলে বনে পালিয়ে গেল। এই অসম্ভব দৃশ্য দেখে তাদের হৃদকম্প হতে লাগল। তারা সকলে এসে পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের পায়ে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করল। ঠাকুর সকলেই হরিপ্রেমের সুধা আস্বাদন করার সুযোগ করে দিলেন।

আর একদিনের ঘটনা পরমেশ্বর দাস ঠাকুর পুকুরে ডুব দিয়ে তর্পণের জন্য সবে অঞ্জলি ভরে জল নিয়েছেন। এমন সময় তার শিখার গ্রন্থি গেল খুলে। তর্পণ তখনও সম্পন্ন হয়নি। এদিকে শিখার গ্রন্থিও বাঁধতে হবে। তখন তাঁর শরীর থেকে আরো দুটি হাত বের হল এবং শিখার গ্রন্থি বাঁধা হয়ে গেল সেই হাত দুটিও অদৃশ্য হয়ে গেল।' তখন দ্বিপ্রহর কাল পুকুর ঘাটে লোকজন ছিল না। ঠাকুর পুকুর থেকে উঠে দেখে অপর পাড়ের ঘাটে এক ধোপানী তার কাপড় কাচা বন্ধ করে হাঁ করে চেয়ে আছে ঠাকুরের দিকে। ঠাকুর বুঝলেন ওই ধোপানী সব দেখেছে। এখন ও যদি এই ঘটনা পাঁচ কান করে দেয় তাহলে বিষম গোল বাঁধবে। তাই তিনি ধোপানীকে ডেকে বললেন যে, 'দেখ তুই যা দেখেছিস তা কাউকে বলবি না। যদি বলিস তাহলে তোর মৃত্যু হবে।' মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। ধোপানীও তার বাইরে নয়। সে এক দুদিনের মধ্যেই তার স্বামীকে সব ঘটনা বলল এবং ঠাকুরের কথা মতো সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। অগত্যা মৃতদেহসহ পাড়া প্রতিবেশিরা ঠাকুরের কাছে এসে পায়ে পড়ে কান্নাকাটি করতে থাকল। ঠাকুর ধোপানীর বুকে হাত রেখে বলল ওঠ, অমনি ধোপানী উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করে ক্ষমা চাইল। প্রতিবেশীজনেরা ঠাকুরের নামে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

নিত্যানন্দের সংগোপনের পর মা জাহ্নবাদেবীর দেখভালের দায়িত্ব বর্তে ছিল পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের উপর। জাহ্নবা ঈশ্বরীর দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন ভ্রমণ করে ছিলেন অভিভাবকরূপে বৃন্দাবন থেকে ফিরে খড়দহে ঈশ্বরীর বেশ কিছু দিন ধরে নাম সংকীর্তনের আয়োজন করেন। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অনেক ভক্ত সমাগম হল। জাহ্নবা ঈশ্বরী দেবী ভাবলেন প্রসাদ বিতরণের জন্য কলাপাতা কম পড়বে । এই আশংকার কথা জাহ্নবা দেবী তত্ত্বাবধায়ক পরমেশ্বরকে জানান। তখন খড়দহে কলাবন ছিল না। গঙ্গার ওপারে ছিল কলাবন। সন্ধ্যার মুখে কোনও নৌকাও ছিল না। তখন পরমেশ্বর একজন ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে জয় নিত্যানন্দ বলে গঙ্গার উপর দিয়ে হেঁটে ওপারে গিয়ে কলাপাতা কেটে অনুরূপভাবে ফিরে এলেন প্রচুর কলাপাতা নিয়ে।

পরমেশ্বর দাস ঠাকুর ছিলেন বৈদ্যবংশজাত । সম্ভবত ১৪০০ শকের প্রথমার্ধের কোন এক সময়ে বর্ধমান জেলার কেতুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিচয় সে ভাবে পাওয়া যায়নি। শ্রীমান মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেই বৃন্দাবনে যেতে চেয়েছিলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখাদি ভক্তগণ ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে নিয়ে আসেন। শচীমাতার অনুমতিক্রমে স্থির হয় শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু থাকবেন। ওই শ্রীক্ষেত্রে যাবার পথে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে নিত্যানন্দ সহ গৌরহরি কয়েকদিন অবস্থান করেন। ওই সময় একদিন পরমেশ্বর দাস এলেন গৌর সাক্ষাতে। উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে প্রেমাবেশে কাঁদতে থাকলেন। বোধহয় ব্রজলীলার আপনজনকে চিনে নিমাই প্রেমাশ্রুতে অভিসিক্ত হলেন। আর কৃষ্ণ সখা ব্রজের অর্জুন তার (মহাভারতের অর্জুন নয়) প্রাণধনকে এই জন্মে পেয়ে আনন্দে বিগলিত হলেন। মহাপ্রভুর আদেশেই পরমেশ্বর নিত্যানন্দের পতিত উদ্ধারের কাজে ছায়াসঙ্গী হয়ে স্থানান্তরে ঘুরে ছিলেন। নিত্যানন্দের অপ্রকটকালে মা জাহ্নবার ঈশ্বরীর তত্ত্ব বোধায়ক রূপে রাজসাহী জেলার খেতুরীতে প্রথম বৈষ্ণব সঙ্গীতিতে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আবার মা জাহ্নবার সঙ্গে বৃন্দাবন ভ্রমণ করেছিলেন। 'ভক্তি রত্নাকর' গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে মা জাহ্নবাই পরমেশ্বরকে বলেছিলেন আঁটপুরে রাধাগোপীনাথের নামের সেবা প্রকাশ করবে। শ্রীকৃষ্ণের বহু প্রকার মূর্তি পূজিত হয়। কিন্তু মা জাহ্নবার গোপীনাথ বিগ্রহের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। লোকশ্রুতি আছে যে মা জাহ্নবাদেবী গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে আপন অঙ্গ বিলীন করে ছিলেন। পরমেশ্বর দাস ঠাকুর বিবাহ করেননি। আঁটপুরে পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের শ্রীপাট পরবর্তী সময়ে তার ভাইয়ের বংশধরেরা শ্রীপাটের বিগ্রহের সেবার ভার গ্রহণ করেন। কোনও এক অজানা কারণে পরবর্তী কালে রাধা গোপীনাথ বিগ্রহের নাম পালটে শ্যামসুন্দর হয়। নিত্যানন্দ প্রভুকে নবাব কর্তৃক অবাধ সংকীর্তন করার অধিকার প্রদত্ত শ্রীখুন্তি বা পাঞ্জা আঁটপুরের শ্রীপাটে বিগ্রহের সাথে পূজিত হতো। মন্দির সংলগ্ন বকুলবিথীর মধ্যে পরমেশ্বর দাস ঠাকুরের সমাধি বিদ্যমান আছে।

তফাৎ যাও, সব ঝুট হ্যায়

অমিতাভ সেন

রাজ্যপাল ধনখড় মহোদয়ের নন্দীগ্রামে অবর্ণনীয় অত্যাচার দেখে চোখের জল প্রমাণ করে দেয় সোস্যাল মিডিয়াতে প্রচারিত পোস্টপোল ভায়োলেনস এর সকল ঘটনা ঝুট নহি হ্যায়। গত একবছরে কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই বেশ কয়েক ডজন খুনের ঘটনায় চার্জশিট দাখিল করেছে। অনুব্রতর মতন দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতাও তৃণমূলীদের একমাত্র আশ্রয় পিজি হসপিটালের উডবার্ন ওয়ার্ডে গড়াগড়ি খাচ্ছে। এরপর এই নেতারাই সমালোচনা করবে– কেন্দ্রীয় সংস্থা অপদার্থ– বিচার করতে এতোবছর সময় লাগিয়ে দিল। কোনো কোনো বেড়ে ওস্তাদ ফুট কাটবে দিদিভাই–মোদীভাই সেটিং। একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় কর্মী এবং বর্তমানে প্রাকটিসিং ল'য়ার হিসেবে একটা কথা বলতে পারি– এই যে দুর্নীতিবাজ রক্তপিপাসু নেতারা কেউ পেঁচো তস্কর নয়। অপরাধের ডিজিট্যাল প্রমান অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে চৌপাট করিয়ে দিচ্ছে। তার সঙ্গে রয়েছে চুরির সামালদারদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। ২জি মামলাটার কথা বলছি। কেন্দ্রে গদিতে ছিল মনমোহন সরকার। মামলাটাকে স্পেশাল কোর্টের বিচারক স্লাক অব স্ট্রেনথ করার সময় মন্তব্য করেছিলেন ডিপার্টমেন্ট মামলা নিয়ে সতর্ক নয়। কোর্টে কোনওদিন পাঠিয়েছে পিওনকে, কখনও বা অর্বাচীন অ্যাসিস্টেন্টকে। ফলে কানিমোজি ইত্যাদি বেইল পেয়ে গেল। প্রতিটি মামলাতেই ইউপিএ–২এর দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার ছাপ রয়েছে। এখন যে এবিজি সিপইয়ার্ড–এর প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তারও সকল ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে ইউপিএ–২। এনরোন প্রজেক্টে–এর কথা আমাদের সকলের মনে আছে। মেধা পাটকর ইত্যাদি আর্বান নক্সালদের বিধ্বংসী আন্দোলনের ফলে মহারাষ্ট্রে এনরোন পাওয়ার প্রোজেক্ট সূর্যালোক দেখেনি। কোম্পানি ৩৮০০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের মামলা করে। ভারতের পক্ষে উকিল ছিল চিদাম্বরম। সে মন্ত্রীপদ পাওয়ায় পাকিস্তানের এক ব্যারিস্টারকে নিয়োগ করা হয়। এনরোন কোম্পানি জেতে, সব টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। পাকিস্তানের ব্যারিস্টার ফিস পায় ৩৮০০ কোটি টাকা। কত টাকা রাউন্ড ট্রিপিং হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

কোর্টকে সন্তুষ্ট করতে অত্যন্ত যত্নশীল হতে হয়। ২০০৮এ আহমেদাবাদ ব্লাস্ট হয়েছিল। ২৮ জনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে– অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। উকিল ও ডিপার্টমেন্ট একটা বিরাট কোঅর্ডিনেশন ছিল। তাই এই সফলতা। এর আগে ১৯৩৪ সালে চৌরিচোরা কাণ্ডে জনতা পুলিশ থানা জ্বালিয়ে দেয় দুজন পুলিশ আর এক গোরা মারা যায়। ইংরেজ একটা গ্রামের ২২ জনকে পাকড়াও করে ২২ জনকে ফাঁসিতে ঝোলায় নাম কাওয়াস্তে সামারি ট্রায়াল এরপর। আন্দোলন অহিংস ছিল না এই অজুহাতে গান্ধি পাততাড়ি গোটায়। ২২জনের ফাঁসি নিয়েও একটা কথা বলেনি। ২৮ বছর পর লালুপ্রসাদ ও সঙ্গীদের আবার এককিস্তি শাস্তির হুকুম হয়েছে। একেই বলে লং আর্ম অফ ল।

মমতা রাজীব মন্ত্রীসভা থেকে শুরু করে অটলজী পর্যন্ত অনেক মিনিস্ট্রির সদস্য ছিল। প্রথম দিকে দুর্নীতি তাকে আশ্রয় করেছিল– একথা বলা সত্যের অপলাপ মাত্র। সেরকম হলে সঙ্গ টিএমসি–র সঙ্গে সপ্রশংস সম্পর্ক রাখতে যেতো না। বেজিং–এ অলিম্পিক হবে– লোহার স্ক্র্যাপের জন্য চিন গ্লোবাল টেন্ডার করেছে। রেল মন্ত্রক গত দেড়শো বছরে যতো স্ক্র্যাপ জমেছিল সব পাঠাবার পেপার তৈরি করে। কেউ বলতে পারবে না রেলমন্ত্রী কারোর পয়সায় এক কাপ চা খেয়েছে। কারণ মাথার ওপর ছিলেন অটলজী। তারপর তহলকার গুজব উঠলো। মমতা দফতর ছেড়ে কলকাতায় পিটটান দিল। নীতিশকুমারের মন্ত্রীত্ব কালে সাপ্লাই হলো। ইউপিএ–১ এর রেলমন্ত্রী লালুর সময়ে ফাইনাল পেমেন্ট এলো। কৃতিত্ব হলো লালুর। তার ছেলে মেয়ে (যে এমবিবিএস–এ ফার্স্ট, অথচ নাড়ি ধরতে জানে না) দিল্লি পাটনাতে বিপুল সম্পত্তি– শপিং মলের মালিক হলো। কাঁঠালের রস কতো মিষ্টি তা চেখে দেখার লোভ কালীঘাটে টালির চালের বাসিন্দাদের হলো। ভাইপোর বিষয়–আশয়–এর তালাশ মহামান্য আদালত নিচ্ছেন। গত কলকাতা পুর নির্বাচনে এক টিএমসি প্রার্থীর (বিজয়িনী) মোট সম্পত্তির পরিমাণ পাঁচ কোটি। পেশা সমাজসেবা। 'ডিউ প্রসেস অফ ল' বলে একটা নীতি আছে। ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বিচার ব্যবস্থারই অঙ্গ। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী যদি অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে আনার অভিযান চালায় তবে বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায়। গরুপাচার কাণ্ডে এনামুলের কাছ থেকে সকল ডাটা পাওয়া গেছে। কয়লা খাদান কাণ্ডেও অপারেটররা খাঁচায় ঢুকেছে এবার রাঘব বোয়ালদের পালা। প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি আলাপন তার অপরাধের গভীরতা বোঝে, তবুও হাওয়াই চরণ ভরোসা যদিও আইন ব্যবস্থার ওপর তাঁর নির্ভরতা থাকা উচিত ছিল। এই দীর্ঘসূত্রিতা অনেকের মধ্যে হতাশা এনে দিচ্ছে। তাই আসছে দিদি–মোদী সেটিং তত্ত্ব।

এই তত্ত্বে পনবা দিচ্ছে স্বয়ং টিএমসি– এরা প্রমাণ করতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপির চেয়ে মোদিজীর কাছে মমতা আরও নির্ভর যোগ্য। পরিবারবাদী দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেসকে সমূলে উৎপাটন করা মোদিজীর অভিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ছোটো খাটো বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে পথে বসিয়ে এনডিএকে শক্তিশালী করার পরোক্ষ নীতি নিয়েছে মমতা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গত রাজ্য নির্বাচনে বিজেপি রাজ্য নেতাদের অনেক সাপোর্ট করেছিল। কিন্তু এরা অপদার্থ। একটা কাজে (কংগ্রেসকে ডকে তোলা) মমতা কেন্দ্রর কাছে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে। ৫০০ টাকার লক্ষ্মীর ঝাঁপির এমন মহিমা এবং বাংলার অর্থনীতির এমনই স্থিতি যে মাত্র ৫০০ টাকা মুফতে পাওয়া যাচ্ছে বলে মহিলারা নিজের মাথা ছেলেপিলের ভবিষ্যত অজন্তা হাওয়াই চটিতে বিকিয়ে দিচ্ছেন। বাজারে এক মহিলা মাছ পরিষ্কার করেন। ওই টাকায় মাসভর চায়ের জলও গরম হয় না স্বীকার করে বললেন, দিদি তো ভালোবেসে ৫০০ টাকা দিচ্ছে। আমার স্বামী তো দশ টাকাও হাতে তুলে দিতে পারেনি। বিপরীত সারিতে বসে অন্য এক মাছ বিক্রেতা বললেন, মরা মানুষটাকে নিয়ে মিথ্যে কথা কেন বলছো বৌদি। তোমার বর সুনীলদা আর আমি একসঙ্গে হাইড রোডে কারখানায় কাজ করতাম। তুমি আমার বউ প্রতি শনিবার সিনেমা দেখতে যেতে। পকেট কতোটা খালি হলো সে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। সিপিএম আন্দোলনের ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা মাছের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের গলিতে গলিতে ঘুরতে লাগলাম। কতদিন আমরা মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি, কিন্তু পরিবারের মুখে ঝোল ভাত জুগিয়েছি। দশটাকা হাতে থাকলে তো দেব। বেশ কয় বছর পর বাজারে ঠাঁই হলো– ওপারে সুনীলদা এদিকে আমি। ভোরের কুয়াশায় লরির ধাক্কায় মরে না গেলে সুনীলদা তোমাকে ৫০০ টাকার জন্য হাত পাততে দিত না। আমার বউও নেয়না।

আজ সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি বঙ্গ সন্তান জানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মোট ধারের পরিমান সাড়ে পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার মতো। কোনও ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম নেই। কেএমসি–র পেনশন বন্ধ, একটার একটা জুট মিল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, নতুন ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন স্বপ্নের বিষয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিন্ধিয়া আন্তর্জাতিক মানের নতুন এয়ারপোর্ট তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ জবাব টাকা নেই, জমি দেওয়া যাবেনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর একমাত্র ইনকাম কুড়ি টাকার বাংলা পাউচ। এখন সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিকে প্রাইভেটাইজেশন করে দেবার কথা ভাবছে রাজ্য। এর মধ্যে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা উঠছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো চলবে কি করে কেউ ভাবছে না। মাথায় সামান্য গ্রে ম্যাটার যাদের মাথায় আছে (চটি চাটা যাদের স্বভাব নয়) তাঁরা সকলেই চিন্তিত।

> মরা মানুষটাকে নিয়ে মিথ্যে কথা কেন বলছো বৌদি। তোমার বর সুনীলদা আর আমি একসঙ্গে হাইড রোডে কারখানায় কাজ করতাম। তুমি আমার বউ প্রতি শনিবার সিনেমা দেখতে যেতে। পকেট কতোটা খালি হলো সে নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম। সিপিএম আন্দোলনের ফলে কারখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা মাছের হাঁড়ি মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের গলিতে গলিতে ঘুরতে লাগলাম। কতদিন আমরা মুড়ি খেয়ে কাটিয়েছি, কিন্তু পরিবারের মুখে ঝোল ভাত জুগিয়েছি। দশটাকা হাতে থাকলে তো দেব। বেশ কয় বছর পর বাজারে ঠাঁই হলো– ওপারে সুনীলদা এদিকে আমি। ভোরের কুয়াশায় লরির ধাক্কায় মরে না গেলে সুনীলদা তোমাকে ৫০০ টাকার জন্য হাত পাততে দিত না। আমার বউও নেয়না।

চিন্তার কারণ আরও আছে। আনিস খান এর আব্বা সিবিআই তদন্ত দাবী করেছে রিজয়ানুর মামলায় মমতা এককালে যা দাবী করেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ। পঞ্জাবে খালিস্তানীদের উসকাচ্ছে আপপার্টি। যেমন করে হোক সন্ত্রাসবাদীদের সহায়তায় ক্ষমতা দখল করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। ইউএনও সন্ত্রাসবাদী জঙ্গি সংগঠন হিসেবে যেগুলির তালিকা প্রকাশ করেছে তার মধ্যে হামাস, আলকায়দা ইত্যাদি জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি আছে। ইউএনও চার্টার অনুযায়ী প্রতিটি সদস্য দেশের কর্তব্য মানবতার শত্রু এই দানব গোষ্ঠীগুলোকে নির্মূল করা। অতি সম্প্রতি হামাস তিন হাজারের বেশি রকেট আক্রমণ চালিয়েছে ইজরাইল এর ওপর সিভিলিয়ন এলাকায়। এটা নতুন কিছু নয়, রমজান মাসের শেষে প্রতিবছরই জেহাদিরা কাফেরদের ওপর আক্রমণ চালায়। এবার হামলার উৎস জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ। বলা হয়, জন্নৎ ভ্রমণের আগে পয়গম্বর এর পদধূলি এই মসজিদে পড়েছিল। মক্কা মদিনার পর এই মসজিদের মান্যতা, ঐতিহাসিকতা ও পবিত্রতার নিরিখে করা হয়। হজ করতেও জেরুজালেম গমন হতোই।

রামজান মাসের শেষ শুক্রবার আলআকসা মসজিদে নমাজ আদা করার পর এক শ্রেণির জেহাদি নিরাপত্তা রক্ষীদের দিকে ইঁট পাটকেল ছুড়তে থাকে। সংবাদসূত্রে এইরকম তথ্য উঠে এসেছে। সিমোগা(কর্ণাটক)তে বজরঙ্গ দলের কার্যকর্তা হর্ষার শবযাত্রাতেও ইঁট পাটকেল ছোড়া হয়েছে। হিজাব বিরোধী হিন্দু ছাত্রদের জমায়েতের সামনে হিজাব সমর্থক একটি মেয়ে প্রদর্শন করেছে। তার এরকম ভরসা নিশ্চয়ই ছিল যে হিন্দু ছাত্ররা আর যাই হোক একাকী মেয়ের ওপর চড়াও হবে না। অন্যদিকে নৃশংসভাবে হর্ষাকে খুন হতে হয়েছে। তার শবদেহ পর্যন্ত এরকম ভরোসা করতে পারে না। বোরখার ওপর নিষেধাজ্ঞা কোথাও নেই। কিন্তু স্কুল/কলেজের এক বিশেষ ড্রেস কোড আছে। সেখানে এই নিয়ম মেনে চলতেই হবে। মহামান্য আদালতের নির্দেশও অনুরূপ এই হিজাব আন্দোলনের ফলে মুসলমান মেধাবী ছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা, ডাক্তারি, এঞ্জিনিয়ারিং থেকে যদি বঞ্চিত হয় তাতে দেশ ও জাতির অনেক ক্ষতি হবে। ধনী মুসলমান আব্বার মেয়ে বিদেশ কোথাও কিছু ব্যবস্থা করে নেবে। ফাঁকে পড়বে গরিব–মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা। আসিয়া আন্দ্রাবিকে মনে আছে। সেদিন এর কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মহিলা মুখ। তার ছেলেমেয়ে আত্মীয় স্বজন মিল ইস্টে মানুষ হতো। শ্রীনগরের গরিব ছাত্রীদের ইট ছুড়তে সে (নিরাপত্তা কর্মীদের দিকে) উৎসাহ দিত। বিনিময়ে হাতে গরম পাঁচশো টাকা, যা পাকিস্তানে ছাপানো। পাঁচশো টাকার কি মহিমা! কোথাও ব্যবহার হয় দেশ ভাঙতে, কোথাও অর্থনীতিকে চুরচুর করতে।

এর মধ্যেই খবর এসেছে মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নবাব মালিক (আসলে উত্তর প্রদেশের বলরামপুরের বাসিন্দা) ইডি–র কাস্টডিতে মার্চের তিন তারিখ পর্যন্ত থাকবে। হাজার কোটি টাকার জমি আন্ডার ভ্যালুয়েশন করে লাখের মূল্যে নবাব কিনেছে। জমির মালিক লিখিতভাবে ইডিকে জানিয়েছেন যে টাকা তিনি পাননি। দাউদ ইব্রাহিমের বোন ভাই এবং ডান–বাঁ হাত এই কাজে জড়িত। দালালির টাকা বিভিন্ন ব্লাস্টে ব্যবহার করা হয়েছে। অপরাধটা বিচারাধীন, কাজেই শনৈঃ শনৈঃ পন্থা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পিকারের কাণ্ড কারখানা আলোচনা করা যেতেই পারে। গত সাধারণ নির্বাচনের (রাজ্য) পর মুকুল রায় টিএমসি অফিসে অভিনন্দিত হয় পিসি–ভাইপোর উপস্থিতিতে। সকল প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও স্পিকার মুকুলকে বিজেপি এমএলএ বলে ঘোষণা করেছে। বিধানসভার বহু কাজে অখুশি রাজ্যপাল। তিনি তাঁর বিশেষ অধিকার বলে বিধানসভার প্রসিডিংস রদ করেছেন। কোনও এক উর্বর মস্তিষ্ক (?) রাজ্যপালের বিরুদ্ধে মামলা ঠোকে। মহামান্য হাইকোর্ট সেটা গ্রহণ করেননি।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র গ্রেপ্তার দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে দাশকলগ্রাম রেলগেটের কাছ থেকে গুলি ভর্তি আগ্নেয়াস্ত্র সমেত নিমড়া গ্রামের পলা শেখ ও মালো শেখ এবং কালীপুর গ্রামের আসরাম শেখ নামে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে কীর্নাহার থানার পুলিশ। ধৃতরা ডাকাতি করার উদ্দেশ্য জড়ো হয়ে ছিল বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সুচপুর গ্রামের নেপাল শেখ এবং শেরপুর গ্রামের কামাল খান নামে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে নানুর থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, এক রাউন্ড গুলি, সাড়ে চার কেজি গান পাউডার এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে সদাইপুর থানার ওসি মোস্তাক মিকাইল মিয়ার নেতৃত্বে ছাটনং জাতীয় সড়কে গলাকাটা ব্রিজে ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া সশস্ত্র তিনজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করলো সদাইপুর থানার পুলিশ। সেখ বদরুজ্জামাল, সেখ মেহের,রিফাজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। প্রত্যেকের বাড়ি পাঁড়ুই থানার জানুরি গ্রামে। একটি ওয়ান শাটার, রড,দুই রাউন্ড কার্তুজ, ভোজালি উদ্ধার করে পুলিশ।

মানুষের চাপা মনোভাবে ধন্দে শাসক-বিরোধী

পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায় : পুরভোটে এবার পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে মানুষের চাপা মনোভাবই শাসক থেকে বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলকে ভেলকি দেখাতে পারে। শুধু তাই নয়, জনতা জনার্দনের এই চুপচাপ মনোভাবে বিভিন্ন মহলেও খানিকটা কিন্তু..কিন্তু ভাব দেখা দিয়েছে। একককথায়, সকলেই বেশ ধন্দে রয়েছে।এমনকি, কয়েকটি জায়গায় তো রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের কিছু কিছু নেতা-কর্মীর প্রবল আত্মবিশ্বাসে পদে পদে ধাক্কা খেতে শুরু করেছে।যদিও তাঁরা তা কখনও প্রকাশ করতে না চাইলেও তাঁদের ঘনিষ্ঠ মহলগুলিতে কান পাতলেই প্রবল আত্মবিশ্বাসের অভাবের চিত্রটা স্পষ্ট বোঝা যায়। তবে, জনতা জনার্দনের এই চাপা মনোভাব বুঝে নিতে কারও মধ্যে চেষ্টার কোনও খামতি দেখা গেল না।এই মুহূর্তে রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস কতগুলি পুরসভায় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে সেই নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে সর্বত্র।যদিও পুরসভা নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে নেমে বিরোধী সিপিএম তথা বামফ্রন্ট, বিজেপি, কংগ্রেস প্রভৃতি তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে জনসমর্থন আদায়ের সচেষ্ট হয়। তবে, রাজ্যের সাম্প্রতিককালের একাধিক বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচন সহ পুরনিগমগুলির নির্বাচনে শাসকদল ব্যাপক সাফল্য লাভ করায় স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা বাদবাকি পুরসভাগুলির আসন্ন নির্বাচনেও একাধিপত্য বজায় থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী। অন্যদিকে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্ভূত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েও সিপিএম, বিজেপি প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলি আসন্ন পুরনির্বাচনে ভালো ফল লাভের প্রত্যাশা করছে।

অতিমারি করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই ২৭ ফেব্রুয়ারি রবিবার রাজ্যের ১০৮টি পুরসভায় নির্বাচন। এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান, মেমারী, গুসকরা, কালনা, কাটোয়া এবং দাঁইহাট পুরসভায় মোট ১১৯টি ওয়ার্ডের লক্ষাধিক নাগরিক তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে পুর প্রতিনিধি অর্থাৎ কাউন্সিলর নির্বাচিত করবেন।এই নির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলি সহ নির্দল প্রার্থীদের জমজমাট প্রচারাভিযান শুক্রবার সন্ধ্যায় শেষ হয়। জেলাজুড়ে পুরভোটের প্রচারে রাজ্য রাজনীতির শাসক ও বিরোধীদলের হেভিওয়েট অসংখ্য নেতা-নেত্রীরাও শামিল হয়েছিলেন। রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি, লোকসভার সংসদ সদস্য তথা চিত্রাভিনেত্রী শতাব্দী রায়, বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ, লোকসভার সাংসদ এস এস অহলুওয়ালিয়া, বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য মহম্মদ সেলিম, ও আভাস রায়চৌধুরি, ডি ওয়াই এফ আইয়ের রাজ্য সম্পাদক মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভোটের প্রচারে কার্যত ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। প্রার্থীদের সমর্থনে পথসভা, মিছিল, রোড-শো, কর্মিসভার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি প্রচারের মধ্য দিয়ে জনসমর্থন আদায়ের আপ্রাণ চেষ্টা করে সব পক্ষই। এদিকে, ভোট প্রচারের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রার্থী সহ তাঁদের দলীয় নেতা-কর্মীরা ভোটারদের মন বোঝার চেষ্টা চালিয়ে গেলেও এবারে অসংখ্য জায়গায় নাগরিকদের মনোভাব যেন অনেকটাই চাপা। রাজনীতির নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বিভিন্ন মহল সূত্রে যতটুকু জানা গেছে তার সারমর্ম হল বর্তমান অস্থির ও হিংসাশ্রয়ী রাজনৈতিক পরিস্থিতি মানুষ গণতন্ত্রের ওপর ক্রমশ আস্থা হারিয়ে ফেলছে। ক্ষুব্ধ ভোটারদের অনেকেরই অভিযোগ, ভোটদানকে নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে প্রচার করা হলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। এই সভ্য সমাজে বিভিন্ন নির্বাচন পর্বকে কেন্দ্র করে হিংসা ছড়ায়, ভোট লুট হয়। ফলে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে আতঙ্কে ভুগতে হয়। গণতন্ত্রপ্রিয় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ শান্তিপূর্ণ ভোটের পক্ষে হলেও তাঁরা কার্যত পরিস্থিতির দাস।অবাক করা বিষয় হল এসবই যুযুধান রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা সকলেই জানেন। কিন্তু এই পরিস্থিতির বদল হওয়া তো দূরের কথা, দিনের পর দিন ভোটকে প্রহসনে পরিণত করার প্রবণতা বেড়েই চলেছে। গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চায়। এখন এটাই দেখার, রাজ্যের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলায় এবারের আসন্ন পুরনির্বাচনে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সার্বিকভাবে শান্তিপূর্ণ ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রত্যাশা কতটা বাস্তবায়িত হয়।

বোমায় জখম শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বিকালে কুইঠা গ্রামে খেলার সময় বোমা বিস্ফোরণে জখম হয় চার শিশু। তিন শিশু সিউড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এক শিশু দুর্গাপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ। সকালে রামপুরহাট পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের মহাজনপট্টি এলাকার একটা পরিত্যক্ত জায়গায় কাগজ কুড়াতে গিয়ে হাতে বোমা ফেটে গুরুতর জখম হয় মুখশেদ শেখ নামে এক নাবালক। স্থানীয়রা রামপুরহাট থানায় খবর দিলে পুলিশ নাবালক ছেলেটিকে গুরুতর জখম অবস্থায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনাস্থলে আসে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ।

অটোয় ভাঙল রেলগেট

নিজস্ব প্রতিনিধি : নলহাটি স্টেশনের আজিমগঞ্জ রেলগেট পারাপার করতে যাওয়া একটি অটো রেলগেট পড়তে থাকা অবস্থায়

তাড়াতাড়ি পার করতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে রেলগেটের এক অংশ ভেঙে পড়ে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটেছে নলহাটি স্টেশন সংলগ্ন আজিমগঞ্জ রেলগেটে। ব্যস্ততম নলহাটি রাজগ্রাম রোড এই রেলগেট পার করে যেতে হয়। এই রেলগেটটি ভেঙে পড়ায় এলাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়েছে। হয়রানির শিকার হয় পথচলতি মানুষদের। অতি দ্রুত তৎপরতায় রেল কর্তৃপক্ষে ওই ভাঙা রেলগেট সারাই করে। লিটন শেখ নামে এক অটোচালক দুর্ঘটনাটি ঘটায়। বাড়ি মুরারই থানার ধুসকরা গ্রামের। ঘটনায় কেউ আহত হয় নি। অটোচালককে আটক করেছে রেল পুলিশ।

সন্তানকে নিয়ে আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার অমানবিক ঘটনার সাক্ষী থাকলো কুলতলির মৈপীঠ উপকূল থানা এলাকার মানুষ। স্বামীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক মেনে নিতে না পেরে দুই সন্তান কে সঙ্গে নিয়ে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক গৃহবধূ। আর এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরীর পয়লা ঘেরীর বুল্টি হালদারের (২৫) সাথে দশ বছর আগে মৈপীঠ উপকূল থানার বিনোদপুরের বাসিন্দ বাবুসোনা মন্ডলের বিয়ে হয় দেখাশোনা করে। তাদের ৯ বছরের মেনকা মন্ডল নামে একটি মেয়ে ও মনীষ মন্ডল নামে ৫ বছরের একটি ছেলে আছে। পেশায় গরিব দিনমজুর বাবুসোনা অরফে দীপক মন্ডলের সাথে কিছু দিন হলো স্থানীয় এক মহিলার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আর এই খবর জেনে যায় বাবুসোনার স্ত্রী বুল্টি। আর তাই নিয়ে প্রায়দিন সংসারে অশান্তি লেগেই থাকতো। শুক্রবার উভয় পরিবারের মধ্যে মীমাংসা হওয়ার পরেও শনিবার সকালে বাপের বাড়িতে দুই সন্তান কে নিয়ে ঘরের মধ্যে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করে বুল্টি।

প্রস্তাবেই অস্বস্তি

প্রথম পাতার পর

১০ টি প্রস্তাবই শাসক দলের পৌর প্রতিনিধির করা। দেবিকা চক্রবর্তীর প্রস্তাব, তার ওয়ার্ডের সাতটি জলাশয় জঞ্জাল, আবর্জনা ও বা।ি থেকে সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে, কিন্তু ক্ষেত্রে লতাপাতা গুল্ম জাতীয় গাছে ভরে গেছে যার ফলে ভীষণ ভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে মশাবাহিত ও অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগ ছ।িয়ে প।ার আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্যই তার প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার পিএমইউ দফতরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, উক্ত জলাশয় গুলির মধ্যে যেগুলি পৌরসংস্থার নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত সেগুলো পৌরসংস্থার সংশ্লিষ্ট দফতর সরাসরি এবং যেগুলি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সেগুলি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে অতি দ্রুত সংস্করণ এবং জঞ্জালমুক্ত করার ব্যবস্থাপনা করা হোক, যাতে পরিবেশ দূষণমুক্ত হয় এবং জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি হয়। উত্তরে মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার বলেন, পৌরসংস্থার জলাশয় দফতর থেকে সংস্কার করা হবে। আর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুর গুলি পুকুরের মালিকরা সংস্কার না করলে কলকাতা পৌরসংস্থা নিজ অর্থ ব্যয় করে সংস্কার করে দেবে। আর যা খরচ প।বে তা ওই ব্যক্তির সম্পত্তি করের বিলের সঙ্গে তা যুক্ত হবে পৌর আইনমাফিক।

উদ্বিগ্ন সীমান্ত

প্রথম পাতার পর

আশরাফুলকে জেরা করে আরও জানতে পারে বিএসএফ ট্রাক ড্রাইভার হিসেবে বনগাঁতে ট্রাক চালায় সে। ফন্ট্রিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানান, উদ্ধারকৃত মার্কিন ডলার সহ আশরাফুলকে পেট্রাপোল কাস্টমস-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। চোরাকারবারীদের একাংশ আমদানি-রপ্তানির আড়ালে আন্তঃসীমান্ত অপরাধ সঙ্ঘটিত করার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার আশঙ্কাও করছেন এই আধিকারিক। একারণে নজরদারি আরও কঠোর করার কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

রাত পোহালেই রাজ্যে ১০৮টি পুরসভার ভোট। যার মধ্যে ২৫টি পুরসভাই উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত। আর ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের প্রায় এক হাজার কিমিও এই জেলারই অন্তর্গত। ফলে পুর নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে পাচার ও চোরাচালানকে কেন্দ্র করে সীমান্ত নিয়ে একটা উদ্বেগ থেকেই যায় বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল।

ভোটারদের মন পেতে প্রার্থীদের একাধিক প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ডায়মন্ড হারবার পুরসভার নির্বাচন। সেই নির্বাচনে বিভিন্ন দল শেষ পর্যায়ের প্রচার করছে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৬ টি ওয়ার্ড যেখানে বিজেপি ,তৃণমূল, সিপিআইএমের প্রার্থী প্রতিটি ওয়ার্ডে দাঁড়িয়েছেন। মোট প্রার্থী ৮৭। মোট ভোটার ৩৬,১৮০ এর একটু বেশি। মহিলা ভোটার প্রায় ১৮ হাজারের একটু বেশি। যেখানে বুথ সংখ্যা ৩৯ টি ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা ২২ টি এবারে ,নতুন ভোটার হয় ৪ হাজার। ২০১৩-র নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে ছিল এই পুরসভা। যেখানে একটি বিজেপি, তিনটি সিপিএম, বারোটি তৃণমূল। পরে সিপিএমের দুই সদস্য তৃণমূলে যোগ দেয়। ফলে ১৪ টি ওয়ার্ডের দখলে রেখেছিল তৃণমূল। ২০১৮-এ মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। বাকি সাড়ে তিন বছর প্রশাসনের পরিচালনার মধ্যে দিয়ে এই পুরসভার কাজ চালানো হয়। ২০২২ এ নির্বাচনে কার দখলে রাখবে এই পুরসভা তা বলে দেবে ২ মার্চ। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা প্রচার অনেকটা এগিয়ে আছে।

অন্যদলের প্রার্থীদের কোনও প্রচার বা ব্যানার দেওয়াল লিখন নেই। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার বিদায়ী চেয়ারম্যান প্রণব কুমার দাস। তিনি এবারের ভোট প্রচারে হাতিয়ার করে চলেছেন রাস্তাঘাটের টাকা এবং প্রশস্ত, জল নিকাশের বিষয়ে মাস্টারপ্ল্যান, জৈব সার তৈরি করা পতনশীল বস্তু নিয়ে, ওয়ার্ড এর প্রত্যেকটি মানুষ পাকা ঘর বন্ধ ব্যবস্থা করা, অডিটোরিয়াম হল তৈরি হবে। এইসব প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ভোট চাইছে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যদিকে টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অমিত সাহার নেতৃত্বে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার নির্বাচনী সৈনিক হিসেবে কাজ করছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে মিছিল-মিটিং করতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস পুর বোর্ড গঠন করবে এবং আগামী দিনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ডায়মন্ড হারবার শহর মডেল শহর হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার শহর উন্নয়নের এক কর্মযজ্ঞ করতে চায়। অন্যদিকে, প্রচার পাল্টা প্রচার, প্রতিশ্রুতি পাল্টা প্রতিশ্রুতি ভোটারদের মন জয় করতে পরবে কোন প্রার্থী তার শেষ চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রত্যেকে। এবার দেখার পালা শেষ হাসি কে হাসবে তা অবশ্যই ভোট বাক্স খুললেই বোঝা যাবে।

নতুন মুখের গুরুত্ব বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যে আসন্ন পুর নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এবার একটা উন্মাদনা তৈরি করতে চাইছে বামফ্রন্ট। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে দলের একাংশ ভোট ফিরে আসা সহ নতুন প্রজন্মের কর্মী এবং রেড ভলান্টিয়ারাই এখন পার্টির ভরসা। সেই লক্ষ্য নিয়েই একেবারে বুথ স্তর থেকে আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসা নামগুলের মধ্যে থেকেই পুর প্রার্থী তালিকায় অগ্রাধিকার দেওয়া হল। পাশাপাশি পুরনো মুখগুলোকে মানুষ আর মেনে নিতে পারছে না, এটা বুঝে যতটা সম্ভব নতুন মুখদের সামনে আনা হল, বলে দলীয় সূত্রে দাবি। এবারে এই প্রার্থীদের উপর ভর করেই বামপন্থীরা ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রের অভিমত।

এ প্রসঙ্গে সিপিএমের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সম্পাদকমণ্ডলী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য নেপালদেব ভট্টাচার্য তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'ভোট খানিকটা বাড়বে। কিছু আসনও আমরা পাব। তবে ওরা কতটা ভোট করতে দেবে এটা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। স্বতস্ফূর্ত ভোট হলে যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। বর্তমানে রাজ্য ও দেশে কোথাও কোনও কর্মসংস্থানের দিশা নেই। এ ব্যাপারে একদিকে কেন্দ্রে যেমন বিজেপি, অন্যদিকে তেমনই রাজ্যে তৃণমূল, এই দুই শাসক দলই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। আমরা যখন সাতাত্তর সালে ক্ষমতায় এসে আটাত্তর সালে নির্বাচন করলাম, তার আগে তো সব তালাবন্ধ ছিল। আমরাই তো নির্বাচন করে গণতন্ত্রকে প্রাধান্য দিই, ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে নিচুতলার বা সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা দিয়েছি। এখন তো ক্ষমতা সব চোরেদের হাতে। আবার সেই সাধারণ মানুষদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্যে মানুষের যা যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী কাজ করা দরকার। সর্বত্র পানীয় জল সরবরাহ থেকে শুরু করে জঞ্জাল সাফাই, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ভাষা সংস্কৃতি মঞ্চের সম্পাদক রণজিত দত্ত বলেন, 'পুর নির্বাচনে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় তৃণমূল অনেক ভোটে জিতে প্রথম স্থানেই থাকবে। তবে দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি থাকতে পারবে না, সেখানে থাকবে বামফ্রন্ট। বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রায় ৯ (নয়) শতাংশ ভোট পেয়েছিল। পুর নির্বাচনে সেটা বেড়ে ১৮ শতাংশের কাছাকাছি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত।' রণজিতবাবু আরও বলেন, 'এখনও যেটুকু সততা আছে, তা বামেদের মধ্যেই আছে। তাই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলতে পারি, বর্তমান পরিস্থিতিতে বামফ্রন্টের আসা খুবই জরুরি। এমনইতেই রাজ্যে কোনও কর্মসংস্থান নেই। শাসকদল যে শিক্ষক নিয়োগ করেছিল, হাইকোর্ট তা বাতিল করেছে। এর থেকে পরিষ্কার, যে এই নিয়োগসংক্রান্ত বিষয়ে কী পরিমাণ দুর্নীতি হয়েছে। সেদিন সিঙ্গুরে আশি শতাংশের উপর কাজ হওয়া সত্ত্বেও টাটা কোম্পানিকে শিল্পায়ন করতে দেওয়া হল না। আজ সেখানে ভেড়ি কেটে মাছ চাষের কথা বলছে। অর্থাৎ এই দশ বছরে রাজ্যে কোনও শিল্পায়ন হয়নি। অথচ এত বেশি টাকা বিগত দুটি টার্মের শাসনকালে ঋণ নিয়েছে তৃণমূল, তা অতীতের সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মিলিত ঋণের চেয়েও বেশি। একটা রাস্তা এক বছরের বেশি চলেনা। রাস্তার আলো পাল্টায় বছরে একাধিকবার। দুর্নীতি ঢুকে গেছে একেবারে রন্ধ্রে রন্ধ্রে। এসবই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

প্রাণ বাঁচানোর উদ্যোগে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত একরত্তি শিশুর জটিল অপারেশন হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আট বছর আগে ক্যানিংয়ের মাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যাধরী পাড়ার পিন্টু ঘোষের বিয়ে হয়েছিল তালদি এলাকার পায়েলের সাথে। দম্পতীর সাত বছরের এক কন্যা রয়েছে। গত ছয় মাস আগে দম্পতীর পরিবার আলো করে জন্ম নেয় এক পুত্র সন্তান পেশায় কাপড়ের দোকানের কর্মচারী পিন্টুর ছোট্ট পরিবার আনন্দে কাটছিল। গত প্রায় তিনমাস আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে পরিবারের কনিষ্ট সদস্য আয়ুশ।তাকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ।পরে কলকাতার আরএন টেগোর হাসপাতালে মঙ্গলবার জরুরি অপারেশন হয় ওই শিশুর। অপারেশন সফল হলেও রক্তের প্রয়োজন হয়।তার রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা জানতে পারে এ'নেগেটিভ। হাসপাতালের তরফ থেকে শিশুর পরিবার কে জানানো হয় জরুরি ভিত্তিতে ওই শিশুর রক্তের প্রয়োজন। শিশুর পরিবারের লোকজন এ' নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত পাওয়ার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য এ' নেগেটিভ রক্তের জোগান না থাকায় খালি হাতেই ফিরতে হয়। কীভাবে বাঁচবে একরত্তি শিশুর প্রাণ! সেই চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন শিশুর পরিবার।বৃহস্পতিবার শিশুর পরিবারের লোকজন রক্ত চেয়ে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাসের কাছে হাজির হয়। সেখানেই বিধায়কের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন শিশুর পরিবার। বিধায়ক কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। তিনিও তাঁর সাধ্যমতো বিভিন্ন জায়গায় রক্তের জন্য যোগাযোগ করেন।তাতে কোনও প্রকার সমস্যা সমাধান না হওয়ায় বিমর্ষ হয়ে পড়েন স্বয়ং বিধায়কও। তবে তিনি শিশুটির প্রাণ বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র,শিশুর ছবি দিয়ে নিজের ফেসবুক এ একটি পোষ্ট করেন। পোষ্টের কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত এ' নেগেটিভ রক্তদাতারা বিধায়কের সাথে যোগাযোগ করেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন বিধায়ক ও শিশুর পরিবার। শুক্রবার সকালে দুই রক্তদাতা কলকাতার আর এন টেগোর হাসপাতালে হাজির হয়ে রক্তদান করেন। বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, সংবাদ শোনার পর মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। চিন্তায় ছিলাম।দ্রুত সমস্যা সমাধান হওয়ায় স্বস্তি ফিরে পেয়েছি। তবে সাধারণ মানুষের কাছে আমার আবেদন যত বেশি পারবেন রক্তদান এবং রক্তদান শিবির করুন। কারণ, রক্ত তো আর তৈরি করা সম্ভব নয়। একের রক্তে অন্যের জীবন বাঁচে।' অন্যদিকে শিশুটির পরিবার জানিয়েছেন বিধায়ক উদ্যোগ না নিয়ে হয়তো শিশুর প্রাণ বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়ত।

এনডিআরএফ-এর বার্ষিক কনফারেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রশিক্ষণ ও কার্যকারীতা নিয়ে এনডিআরএফ-এর দুদিনের বার্ষিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায় সেকেন্ড ব্যাটেলিয়নের দফতরে। শেষ দিন ২৫ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস নোটে এনডিআরএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে দুদিনের এই কনফারেন্সে আলোচনা হয় আরও ভালো ও আধুনিক প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে নিজেদের নিয়োজিত করা নিয়ে। কনফারেন্সে উপস্থিত থেকে এনডিআরএফ-এর আইজি, ডিআইজি ট্রেনিং ও ডিআইজি অপারেশন তাঁদের মূল্যবান মতামত দেন।

ডিজি অতুল কারোয়াল বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা চিহ্নিত করণের ওপর জোর দেন। এছাড়াও ডিজি এনডিআরএফ কর্মীদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নানা টিপস্ দেন। এনডিআরএফ ক্যাম্পাসকে প্লাস্টিক মুক্ত ও গ্রিন ক্যাম্পাস হিসাবে গড়ে তোলেন বিশেষজ্ঞ একতা গুপ্তা এবং মহিমা সুরিয়া। প্রতি বছর এই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন ক্রটি বিচ্যুতি পূরণ করা এবং এনডিআরএফকে উচ্চতম শিখরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে।

ত্রিকোণের তিন দেবী গ্রামের মানুষের রক্ষা কর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'গঙ্গা, কুন্তি ও সরস্বতী'র সঙ্গমস্থল এর জন্য বিখ্যাত হুগলির ত্রিবেণী। তেমনই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত উত্তর চুনাখালি গ্রামের রক্ষাকর্তা তিনদেবী মনসা, শীতলা ও রক্ষাকালী। আনুমানিক প্রায় ১৫০ বছর আগেই জঙ্গল পরিষ্কার করে মানবজাতি বসবাস করার সময় ব্যাপক ভাবে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সুন্দরবন এলাকার বাসন্তীর উত্তর চুনাখালির মন্ডল পাড়ার কয়েক হাজার পরিবারকে। সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদী সংলগ্ন এই এলাকা পরিষ্কার জনবসতী গড়ে উঠেছিল। সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায় তৎকালীন সময়ে সাপের উপদ্রব, ভূত-পেত্নীর ভয়, হাম-বসন্ত আর কলেরার তান্ডবে প্রচুর মানুষের সলিল সমাধি ঘটেছিল। ভয়ে আতঙ্কে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে গ্রামের মোড়ল-মাতব্বররা একত্রিত হয়। আলোচনা হয় গ্রামকে মহামারীর হাত থেকে বাঁচাতে তিন গ্রাম্য দেবীর মূর্তি তৈরি করে পুজো-অর্চনা করা হবে। সেই মতো গ্রামের একটি ফাঁকা এলাকা চিহ্নিত করা হয়। সেখানেই ত্রিকোণ পুকুর খনন করে তার পাড়ে তালপাতার ছাউনি দিয়ে তৈরি করা হয় মন্দির(কুঁড়ে ঘর)।

সাপের কামড় থেকে পরিত্রাণ পেতে মন্দির মনসা দেবী, হাম-বসন্ত-ওলাওঠা কিংবা কলেরা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দেবী শীতলা এবং জঙ্গল দস্যু ও ভূতপেত্নীর উপদ্রবের হাত থেকে রক্ষা পেতে রক্ষাকালী প্রতিমা তালপাতার ছাউনির মাটির মন্দির রেখে গ্রামের মঙ্গল কামনায় শুরু হয় পুজো। বলা বাহুল্য গ্রাম থেকে সমস্ত ভয় লোপ পেতে শুরু করে। এমন খবর এলাকা

ছাড়িয়ে বিভিন্ন প্রান্তে চাউর হতেই জনপ্রিয়তা বাড়ে গ্রামে অধিষ্ঠিত ত্রিকোণ পুকুরপাড়ের তিন দেবীর। সাধারণ মানুষ নিজেদের মঙ্গল কামনায় মানত করতে থাকেন। মানত পূরণ হওয়ায় সাধারণ মানুষের দানের টাকায় তালপাতা ছাউনির কুঁড়ে ঘর থেকে পাকা মন্দির তৈরি হয়। সেখানেও তিন দেবীর মহিমা অবিচল। ত্রিকোণ পুকুরের ন্যায় মন্দিরের তিনটি চূড়াও তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিন পুজোর পাশাপাশি বছরে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম মঙ্গলবার মহাধুমধাম করে তিন দেবীর পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পুরুষের নিয়ম নীতি অনুযায়ী পুজোর দিন গ্রামের প্রতিটি পরিবারে অরন্ধন পালিত হয়। সর্পদেবী মনসাকে তুষ্ট করতে পুজো অনুষ্ঠিত হয় সকালে। হাম, বসন্ত, কলেরার নিরাময়ের জন্য শীতলা দেবীর পুজো হয় দুপুরে। ভূত-পেত্নী-দস্যুদের থেকে রক্ষা পেতে রাতেই তৈরি করা হয় রক্ষাকালী প্রতিমা। পুজো হয় মহাধুমধাম ভাবেই। যদিও সূর্যাস্তের আগেই গ্রাম সংলগ্ন বিদ্যাধরী নদীতে কালী প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। নির্দিষ্ট বাৎসরিক পুজোর সময় মানত শোধ করা কিংবা মানত করার জন্য ত্রিকোণ পুকুরে স্নান করে মন্দিরের চার পাশে গন্ডি দেন মহিলারা। পোড়ানো হয় ধুনো। এছাড়াও রক্ষাকালীকে সন্তুষ্ট করতে অনেকেই পাঁঠা বলি দিয়ে থাকেন। বাৎসরিক পুজো দেখতে ভীড় জমায় সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষজন। এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন আসেন পুজো দিতে এবং পুজো দেখতে। মন্দিরের নির্দিষ্ট কমিটি থাকলেও মন্দির পুজো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় ভক্তদের দান করা অর্থে। মঙ্গলবার রাতে শতাব্দী প্রাচীন পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাপ্পাদিত্য নস্কর। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী দেবাশীষ বৈরাগী, জেলাপরিষদ সদস্যা নীলিমা মিস্ত্রী বিশাল,স্থানীয় পঞ্চায়েত উপ প্রধান নরেশ নস্কর,অরবিন্দ নস্কর, অমৃত সরকার, হরিপদ হালদার,সন্দীপ হালদার সহ অন্যান্যরা। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ হালদার জানিয়েছেন মায়ের অপার মহিমা। কীভাবে এমন মন্দির গড়ে উঠেছে আমরা জানি না। বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শোনা। সাধারণ ভক্তদের দানেই মন্দিরের পুজোপার্বন সহ সমস্ত রকম অনুষ্ঠান হয়। ত্রিবেণী সঙ্গমের মতো ত্রিকোণ পুকুর পাড়ে তিনটি চূড়া বিশিষ্ট তিন দেবীর মন্দির যা সুন্দরবনের বুকে বিরল দৃষ্টান্ত।

মহানগরে

নয়া হোর্ডিং নীতি

বরুণ মণ্ডল : এবার থেকে কলকাতা পুরসংস্থার অনুমতি ছাড়া কেউ বাড়িতে হোর্ডিং বসালে সেই গোটা বাড়িটিকে বাণিজ্যিক বাড়ি বলে ঘোষণা করবে কলকাতা পুরসংস্থা। কলকাতা পুরসংস্থার নয়া বিজ্ঞাপন নীতি'তে এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আগামী মার্চ মাস থেকে কলকাতাস্থিত বাড়ির মালিক নিজ বাড়িতে যেমন খুশি হোর্ডিং বসানোর অনুমতিও বিজ্ঞাপন কোম্পানি গুলিকে দিতে পারবেন না। আর যদি বসায় তবে বাড়িটি বাণিজ্যিক বাড়ি হিসাবে ঘোষিত হবে। নয়া এই বিজ্ঞাপন নীতিতে মহানগরের দৃশ্যদূষণ রুখতে বৈধ ও অবৈধ চিনতে হোর্ডিঙে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতা মহানগরে কেবল কলকাতা পুরসংস্থাই হোর্ডিং বসাবে, অন্যরা নয়। কলকাতা পুরসংস্থার অনুমতি ব্যতিত অন্য কোনও সংস্থার বোর্ড কলকাতায় বসানো যাবে না। বর্তমানে কলকাতায় পুরসংস্থার নিজস্ব হোর্ডিং রয়েছে কমবেশি ৩০০ টি। যা ভাড়ার বিনিময়ে কলকাতা পুরসংস্থা অন্য কোনও সংস্থা দেয়। এছাড়াও কলকাতায় বৈধ বেসরকারি হোর্ডিঙের সংখ্যা আনুমানিক ৩ হাজার। আবার সেখান থেকেও কলকাতা পুরসংস্থা নির্দিষ্ট অনুপাতে কর পায়। সেই বেসরকারি হোর্ডিংও কমানোর প্রস্তাব রয়েছে। তবে কয়টি কমানো হবে, তা নিয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

'ঢেউ' রাস্তার সংস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি : জাতীয় পরিবেশ আদালতের রায়ের জেরে কলকাতার রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে ম্যাস্টিক করা যাচ্ছে না। তাই কলকাতা পুরসংস্থার সড়ক দফতরের বর্তমান ও প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার, কলকাতার সড়ক বিশেষজ্ঞ ও বিভাগীয় সমস্ত কর্মীদের নিয়ে বিকল্প পথে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার করে কলকাতার রাস্তা সংস্কার করতে কর্মশালা করা জরুরি বলে কলকাতা পুরসংস্থার পুর কর্তৃপক্ষের ধারণা। কারণ কলকাতার পিচ রাস্তার খানাখন্দের সংস্কারে পিচের প্রলেপের ওপর পিচের আস্তরণ দেওয়ার ফলে পিচ রাস্তা অসমান হয়েছে, বিভিন্ন ঢেউ তৈরি হয়েছে। রাস্তার জল ফুটপাথ উপচে লোকের বাড়িতে প্রবেশ করছে। আবার রাস্তায় ম্যাস্টিক অ্যাসফল্ট বন্ধ হওয়ার কারণে রাস্তার পিচ সংস্কার ও পিট-ম্যানহোল সংস্কারে একই পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার হওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আবার অধিকাংশ ম্যানহোলের পিট রাস্তার মাঝখানে আর তা হয় অনেক উঁচু, নয়তো গর্ত হয়ে আছে। ফলে একের পর একটা দুর্ঘটনাও ঘটছে। ফুটপাত পিচের রাস্তার থেকে অনেক উঁচু হওয়ায় সমস্যা বাড়ছে। এর সমাধানে সড়ক দফতরের ইঞ্জিনিয়ারদের ভাবতে হবে।

তিন বিল এবার একসঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার সম্পত্তি করের পিরিয়ডিক ডিমান্ড (পিডি) বিলস্, ফ্রেস/সাপ্লিমেন্টারি (এফএস) বিলস্ এবং লেটার অফ ইনডেন্ট (এলওআই) বিলস্ এবার থেকে এক সঙ্গে একটি পাতার মধ্যে হচ্ছে। আর মার্চ মাস থেকে কলকাতা পুরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট দফতর একটি পাতায় তিনটি নোটিশের পাতাটি কলকাতার সম্পত্তি করদাতাদের বাড়ি বাড়ি পাঠানো শুরু করছে। এতোদিন যাবৎ তিন দফায় তিনটি বিষয়ে পৃথক নোটিশ কলকাতার সম্পত্তি করদাতারা পেতেন। আর আলাদা আলাদা বিলে টাকাও জমা দিতে হত। পৃথক পৃথক দিনে আলাদা আলাদা নোটিশ পেয়ে করদাতারা এতোদিন বিভ্রান্তি মধ্যে পড়েছিল। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম নিজেই স্বীকার করছেন, আমি কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক হয়েও সম্পত্তি করের আলাদা আলাদা নোটিশের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতাম না। কলকাতার সম্পত্তি করদাতাদের হয়রানির কথা ভেবেই পুর মহাধ্যক্ষকে একটিমাত্র নোটিশ ও বিল তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলাম। আজ তা কার্যকর হচ্ছে'। একসঙ্গে টাকাও জমা করা যাবে।

নেবারহুড ইয়ুথ পার্লামেন্ট আয়োজন করা হয়েছিল কালীঘাট মিলন সংঘতে নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার পক্ষ থেকে। এখানে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর যুক্তিতর্কতে যুবরা অংশগ্রহণ করে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে সে বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করেন। উপস্থিত ছিলেন পুর প্রতিনিধি প্রবীর মুখার্জী, রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দেবাশিস কুমারসহ আরও দিকপালেরা। অনলাইনে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি হিন্দ সংঘ সহ বিভিন্ন সংগঠনে সরাসরি প্রদর্শিত হয়।

বিজ্ঞানের যাত্রাপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর থেকে বিজ্ঞানের ইতিহাস, শিল্প, রসায়ন শিল্প, নিউক্লিয়ার শক্তি, মহাকাশ বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি সমুদ্রবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, পরিবহন, আবহাওয়া ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে এগিয়ে চলার পথের দৃশ্যপট সকলের সামনে প্রদর্শিত করবার উদ্যোগ নিয়েছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়ম। সারা দেশ ব্যাপী এই প্রদর্শনী কলকাতার তত্ত্বাবধানে আছে এই সংস্থা আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের একটি অংশ হিসাবে। ২৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন নেতাজি রিসার্চ ব্যুরোর ডিরেক্টর সুমন্ত বোস এবং বিআইটিএমের ডিরেক্টর ভি এস রামাচন্দ্রন। ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে মাইলস্টোন অতিক্রম করেছে ৭৫ বছর ধরে সেই গাঁথা তুলে ধরতে এই উদ্যোগ বলে জানালেন বিআইটিএমের ডিরেক্টর। প্রত্যহ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা অবধি এই প্রদর্শনী চলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন কলকাতার বিভিন্ন নামীদামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও যুবা যুবরা উপস্থিত ছিলেন এই প্রদর্শনীতে।

সাহিত্য উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহিত্য যেখান থেকে শুরু হয় এবং যাঁদের নিয়ে শুরু হয় সেই হাতেখড়ির জায়গা হলো লিটল ম্যাগাজিন। এই সাহিত্য উৎসবের সূচনা হল ২৩ ফেব্রুয়ারি নন্দন এবং রবীন্দ্র সদন চত্বরে। নবীন সাহিত্যিকদের সমাগমে চত্বর মুখরিত। নাচে-গানে-কবিতা ও সাহিত্য পাঠে গম গম করবে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত। ৩৫০টি লিটল ম্যাগাজিনের স্টল রয়েছে এবছর। এ কয়টি দিন জীবনানন্দ সভাঘর, সাহিত্য আকাদেমির হল পরিপূর্ণ থাকবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং সাহিত্য আসরে। এই লিটল ম্যাগাজিন থেকে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন লেখকেরা। সাহিত্য আকাদেমির তত্ত্বাবধানে এই মেলার উদ্বোধন করেন সুবোধ সরকার, ব্রাত্য বসু সহ আরও সাহিত্যিকরা। ২০০০ সাল থেকে এই মেলার সূচনা ঘটে যদিও সেই সময় আড়ম্বর ছিল খুবই নগণ্য। বিগত কয়েক বছর ধরে আড়ম্বর জৌলুস বেড়েছে এই মেলার। সুষ্ঠ পরিচালনায় রাজ্য সরকার সাহিত্যিক গড়ার কারখানা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। কিছু সাহিত্যিকরা এও জানালেন কবিতা পাঠ ও সাহিত্য পাঠের আসর বিভিন্ন নামীদামী সাহিত্যিকদের দেখতে পাওয়া গেলেও নবীন সাহিত্যিকরা খুব একটি সাহিত্য পাঠ বা কবিতা পাঠের সুযোগ পায় না এ বিষয়েও যদি সরকার একটু তাকায় তাহলে আরও ভালোভাবে উৎসবটি উপভোগ করা যায়।

জেলা ভিত্তিক যুব সংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জাতীয় যুব সংসদের এক ভারতব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হওয়ার পর বিভিন্ন জেলায় জেলায় জেলা ভিত্তিক যুব সংসদের আয়োজন করা হয়েছিল। তেমনই নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা কর্তৃক এই জেলার যুব সংসদ অনুষ্ঠানের পর পশ্চিমবঙ্গের ১১টি জেলা নিয়ে যুব সংসদ তত্ত্বাবধান করে দক্ষিণ কলকাতা নেহরু যুব কেন্দ্র। ১১টি জেলা থেকে চারজন করে প্রতিযোগী অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন এবং চারজন বিচারক সেখান থেকে দুইজন করে বেছে নিয়ে তাঁদেরকে রাজ্য প্রতিযোগিতায় পাঠান। এই বিচারক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি অরিজিৎ দাস ঠাকুর, আলিপুর বার্তার সম্পাদক তথা নেতাজি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী, শিক্ষক তথা শিল্পী ড. পার্থপ্রতিম পাঁজা, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য এবং টেকনো ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মৌমিতা সেনগুপ্ত। এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২। নতুন ভারত গড়ার জন্য যুব সমাজকে দায়িত্ব নিতে হবে এই ভাবনাকেই মাথায় রেখে তাঁদের নতুন নতুন ভাবনা প্রস্ফুটিত হওয়ার এক মঞ্চ হল এই প্রতিযোগিতা। এখান থেকেই জাতীয় স্তরে বেছে নেওয়া হবে একজনকে। ভারতবর্ষ এগিয়ে যাবে এটাই লক্ষ্য সকলের।

লেন্স বার্তা

'দুই দিক' : এক দিকে ঝাঁ চকচকে বহুতল, অন্যদিকে রাস্তায় ঢিপি করা আবর্জনার স্তূপ— তপসিয়া বাইপাস-এ।

জোর কদমে চলছে সোনারপুর লাগোয়া বাইপাসের রাস্তা চওড়া করার কাজ।

'Win The Faith' — নতুন উদ্যোগ কলকাতা পুলিশের।

ওদের গাড়ি চড়া। ছবি : অভিজিৎ কর

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি

চার যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি ঘুরছে ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটাটি ঘুরছে আমরা দেখতে পাই মিনিটের কাঁটা ঘুরছে কিছুটা দেখতে পাই। ঘন্টার কাঁটা ঘুরছে বুঝতে পারি। এভাবে দিন যায় মাস যায়, বছর যায়। শতাব্দী যায়, একটা যুগ যায়, আরেকটা যুগ আগে- সময় বা কাল কখন শুরু এর কখন শেষ কেহই জানে না- আমরা জন্ম-মৃত্যুর চক্রে প্রতিনিয়ত ঘোরপাক খাচ্ছি এই ঘোরপাক কিভাবে বন্ধ হবে শেষ হবে সেই নিয়ে আলোচনা করেছেন

ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

এই জগতে কত জ্ঞানী গুণী মানুষ আছে যারা নানান বিষয়ে গবেষনা করে জয় জগতে বিখ্যাত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু তারাও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ঘোরপাক খাচ্ছে। মহামায়ার কবলে পড়ে এই সকল পণ্ডিতগণ অনেক কিছু জানেন কিন্তু সে নিজে কে? বা কিভাবে সে এই জগতে এলো বা মৃত্যুর পর সে কোথায় যাবে সেই সকল প্রশ্ন সে করে না বা জানেনা ও জানতে চায় না- এটি হল মায়ার সবচেয়ে বড় ফাঁস।

অথাথো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা?
কস্তং কোহহং কুত আয়াতঃ।
কা মে, জননী কো মে তাতঃ।।

আমি কে? আমি কোথা থেকে এলাম। কে আমার মাতা-পিতা এই সকল প্রশ্নের দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করা যায়। এবং এই জ্ঞান লাভের পন্থা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কারণ বিভিন্ন যুগে মানুষের আয়ু বিভিন্ন

সত্যযুগে মানুষের গড় আয়ু ১ লক্ষ বছর, ত্রেতাযুগে মানুষের গড় আয়ু ১০ হাজার বছর, দ্বাপরে মানুষের গড় আয়ু ১ হাজার, কলি যুগে মানুষের গড় আয়ু ১ শত বছর। বিভিন্ন যুগের ভাগবৎ উপলব্ধি পন্থাগুলি হল, কৃতে যদ্ধ্যায়তে বিষ্ণু, ত্রেতায় যযতো মখৈ, দ্বাপরে পরিচর্যায়াং, কলৌ তদ হরি কীর্তনাদ।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলম্
কলৌ নাস্তেব নাস্তেব নাস্তেব গতিরণ্যথা

সত্য যুগে ধ্যানের দ্বারা, ত্রেতায় যজ্ঞের দ্বারা, দ্বাপরে পূজা অর্চনার দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যেত আর কলিযুগে ভগবৎ চেতনা, ভগবৎ উপলব্ধি বা মুক্তি লাভের একমাত্র হ্যাঁ একমাত্র উপায় হরিনাম। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে নিমাই রূপে অবতীর্ণ হন। সন্ন্যাসের পর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম রূপে জগৎ সংসারে হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করেন। তিনি যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তিনি যে নবদ্বীপে শচীমাতার গর্ভে জন্মাবেন ও নাম সংকীর্তন প্রচার করবেন সে কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। যেমন ১) ভাগবতে ১১/৫/৩২ বলা আছে

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং
সাঙ্গোপাঙ্গস্ত্রপার্ষদম
যঞ্জৈ সংকীর্তন প্রায়েযজন্তি হি সুমেধষ।

কলিযুগে এক সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করবেন। যদিও তাঁর গায়ের রং অ-কৃষ্ণ তবুও তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ। তিনি সঙ্গী, সেবক অন্তরঙ্গ পার্ষদ পরিবৃত থাকবেন- যাঁরা তার সংকীর্তন যজ্ঞের অস্ত্র হিসাবে কাজ করবেন।

২) কৃষ্ণযামলতন্ত্র গ্রন্থে বলা আছে 'পৃণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে শচী সুতো ভবিষ্যতি।' শচীদেবীর পুত্র সন্তানরূপে পবিত্র নবদ্বীপ ধামে আমি আবির্ভূত হব।

৩) পদ্মপুরাণে বলা আছে— কলৌ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গহহং মহীতলে ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুত।।

কলিযুগের প্রথম সন্ধ্যায় ভাগীরথী নদীর তীরে নবদ্বীপে শচীপুত্ররূপে আবির্ভূত হব। এভাবেআরও বিভিন্ন শাস্ত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে নবদ্বীপে চৈতন্যরূপে শচীমাতার গর্ভে জন্মাবেন তার উল্লেখ আছে।

কলিযুগে ভগবৎ চেতনার মাধ্যমে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হরি নাম সংকীর্তন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

কলিযুগে নাম রূপে ভগবান প্রকট হয়েছেন যে কথা মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকম দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লেখ করেছেন।

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণেনকালঃ
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দূর্দৈবমীদৃশমিহাজনিনানুরাগ।।

হে ভগবান তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করে।তোমার নাম কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি নানানভাবে বিস্তার করেছ সেই নামে তুমি তোমার সর্ব শক্তি অর্পণ করেছ। এবং এই নাম স্মরণে কোন নিয়ম করনি। কৃপা করে তুমি তোমার নামকে জীবের কাছে সুলভ করেছ তবুও তোমার সুলভ নামে আমার অনুরাগ জন্মায় না।

তৃতীয় শ্লোকে মহাপ্রভু বলছেন—

তৃণাদপি সুনিচেন
তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন
কীর্তনীয়া সদা হরি।।

যিনি তৃণ অপেক্ষাও নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবে, গাছের থেকেও সহিষ্ণু, যিনি নিজে সম্মান চান না, কিন্তু অপরকে সম্মান প্রদান করেন— তিনি হরি কীর্তনের অধিকারী ও তিনি মুক্তি লাভের একমাত্র অধিকারী।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ৯/১৪ শ্লোকে ভগবান বলেছেন

সততং কীর্তয়ন্তো মাং
যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতা।
দৃঢ়ব্রত ও যত্নশীল হয়ে সর্বদা আমার মহিমা কীর্তন করো।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হার রাম রাম রাম হরে হরে

এই নামে সর্বদা ভগবানের নাম কীর্তন ও স্মরণ কলিযুগের একামাত্র গতি।

শ্রীমদ্ভাগবতম শুরুতেই ওঁ নমো ভগবতে বাসু দেবায় অর্থাৎ আমি বাসুদেব তনয় শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমে প্রণাম করি। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থকে মহাপ্রভু অমল পুরান বলে আখ্যা দিয়েছেন- যেখানে প্রতিটি শ্লোকে প্রতিটি কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে- যেমন প্রথম শ্লোকে এক জায়গায় বলা হয়েছে

সত্যং পরম ধীমহি। আমি সেই পরম সত্য কৃষ্ণকে ধ্যান করি, পরে শ্লোকে এক জায়গায় বলা হয়েছে তা পত্রয়েমূলখম কৃষ্ণ স্মরণ করলে মানুষের ত্রিতাপ জ্বালা নিবারিত হবে। তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে-

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং— ভগবানের কথা শ্রবণের ফলে আমরা রস মালাই, মালাইকারীর মিষ্টি স্বাদ ও আনন্দ আহরণ করতে পারবো তাই কীর্তনীয় সদা হরি।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় কৃষ্ণ সর্বগুহ্যতম কথায় অর্জুনকে শোনালেন

মন্মনাভব মদ্ভক্ত
মদযাযী মাং নমস্কুরু।

হে অর্জুন তুমি আমার কথা ভাব, আমার ভক্ত হও, আমাকে পুজা করো এবং আমাকে নমস্কার করো। তাহলে তুমি আমাকে পাবে। আবার গীতায় ১৮/৬৬ শ্লোকে ভগবান সর্ব ধর্মান পরিত্যজ্য

মামেকং, শরণং ব্রজ।।
অহং ত্বাং সর্বপাপে ভ্যো
মোক্ষায়য্যাণি মা শূচঃ।।

সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধু শুধু আমার শরণাগত হয়। আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করবো। তুমি শোক করো না সন্দেহ করো না ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে শরণাগত হবেন- না হরেকৃষ্ণ জপের মাধ্যমে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

এই জপের মাধ্যমে আমরা মুক্তি পাবই।

জগতের সৃষ্টিকর্তা, আদি কবি, আদি গুরু স্বয়ং ব্রহ্মাজী তার ব্রহ্ম সংহিতা গ্রন্থে প্রতিটি শ্লোকের শেষে গোবিন্দম আদি পুরুষং ত্বমহং ভজামি। অর্থাৎ আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ব্রহ্মা চর্তুমুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম গুনগান করেন। তাই কীর্তনীয় সদা হরি।

জগতের প্রলয়কর্তা দেবাদিদেব শিবের অংশে যার জন্ম সেই শঙ্করাচার্য তার চর্পট পঞ্জরিকা স্তোত্রের প্রতিটি শ্লোকের শেষে ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম ভজ গোবিন্দম মূঢ় মতে- হে মূঢ় ব্যক্তি তোমরা গোবিন্দের ভজনা কর।

তাই কীর্তনীয় সদা হরি

দেবী সরস্বতী বৃষভানু মহারাজকে হরিনাম সংকীর্তনের উপদেশ করেছেন-

হরিনাম বিনা বৎস
কর্ণ শুদ্ধির্নজায়তে।
তস্মাৎ শ্রেয়স্কর রাজন
হরিনামনুকীর্তনম্।।

হরিনাম বিনা কর্ণ শুদ্ধি হয়না, তাই সদা হরিনাম কীর্তন করুন

কীর্তনীয় সদা হরি

চাণক্য পণ্ডিতের জীবনের প্রকৃত অর্থ কি সেই প্রসঙ্গে বলেছেন।

যেষাং শ্রীমত্যাশোদাসুত পদকমলে
নাস্তি ভক্তির্ণরনাং
যেষাং মাভীর কন্যা প্রিয়গুণকথনে
নানুরক্তা চ জিহ্বা
যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলাললিত কথা
সাদর নৈব কর্ণে
ধিক্তাং ধিক্তাং ধিকেতান কথয়পি
সততং কীর্তনস্যো মৃদঙ্গ।।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে মাতা যশোদার পুত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলে ভক্তি নেই। সে ব্যক্তির আভীর কন্যা অর্থাৎ শ্রীরাধিকার গুণ কীর্তন করে না। যে ব্যক্তির কৃষ্ণলীলা কথা শোনার মতো আগ্রহ নেই, সংকীর্তন কালে মৃদঙ্গ এই রূপ লোককেই ধিক্তা ধিক্তা ধিকেতান শব্দে অর্থাৎ তাকে ধিক, ধিক বলে ধিক্কার দেয়।

শ্রীমদ ভাগবতে ১২/৩/৫১তে বলা হয়েছে

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি
হ্যকো মহান গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য,
মুক্ত সঙ্গ পরং ব্রজেৎ।।

কলি যুগ এক দোষের সাগর তবুও তার একটি মহান গুন আছে শুধুমাত্র হরে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করার মাধ্যমে মানুষ জড় জগৎ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। পরম ধামে উন্নীত হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে শেষ শ্লোকে বলা হয়েছে

নাম সংকীর্তণং যস্য
সর্বপাপ প্রণাশনম
প্রণামো দুঃখ শমন
স্তং নমামী হরিং পদম্।।

সেই পরমেশ্বর শ্রীহরিকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তার নাম সংকীর্তনের ফলে সকল পাপ দূর হয়। তাই কীর্তনীয় সদা হরি।।

মাঙ্গলিকী

ইতিহাস প্রদর্শনী

উজ্জ্বল সরদার : বেহালার বড়িশার সাবর্ণ রায় চৌধুরীদের ২০২২ সালের বাৎসরিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৬ তম এই আন্তর্জাতিক ইতিহাস উৎসব-এর, রবিবার সকাল ১০ টা নাগাদ উদ্বোধন করেন সাহিত্যিক সুবোধ সরকার ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এবারের প্রদর্শনীতে এই বছর দেখা গেল সিন্ধু সভ্যতা সময়কালের প্রত্নদ্রব্য। মূলত ডাঃ দেবাশিস কুমার মণ্ডল ও শঙ্কর ভট্টাচার্য রায় চৌধুরী -র ব্যাক্তিগত সংগ্রহে থাকা ধোলাভিরা, লোথাল এসব প্রত্নস্থল থেকে প্রাপ্ত সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন টেরাকোটা খেলনা, ব্যাবহার্য দ্রব্য, ইট এসব কিছুর গুটিকতক সংগ্রহ ছিল দেখার মতো। সত্য চৌধুরীর ব্যাবহার করা তানপুরা, শাল, পাঞ্জাবী, চিঠি এসব কিছুও তারা প্রদর্শন করেছেন। একই সাথে গীতিকার প্রণব রায়ের চশমা, জুতা এমন বেশকিছু দ্রব্য প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য। আবার বিশিষ্ট

অভিনেতা রবি ঘোষের ব্যবহৃত চশমা, কোট, পোশাক, উল্টোরথ পুরস্কার, ছবির রিল ও অন্যান্য দ্রব্য ও ব্যাক্তিগত সংগ্রহ থেকে রাখা হয়েছে। এবার প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ পুতুল সংগ্রহের প্রদর্শনী বলে যতটা বিজ্ঞাপন করা হয়েছিল বাস্তবে সেই মাত্রার আকর্ষণীয় পুতুল সংগ্রহ প্রদর্শনীতে ছিল না। সাধারণ কিছু দেশীয় পুতুল সংগ্রহের সাথে ভিয়েতনাম, কোরিয়া, চিন, জার্মানি, মেক্সিকো, কম্বোডিয়া, রাশিয়া, বালি এসব দেশের নামমাত্র হাতে গোনা কয়েকটি পুতুল প্রদর্শনীর নজরে আসে। তবে সপ্তর্ষি চক্রবর্তীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বেশকিছু দুষ্প্রাপ্য পুরনো রেকর্ড সংগ্রহ এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। এই সংগ্রহেই দেখা যায় মুম্বইতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গানের রেকর্ড, ১৯৭৯ সালে হেমন্ত কুমারের সংগীত পরিচালনায় শেষ মুক্তি পাওয়া রেকর্ড 'লাভ ইন কানাডা', ১৯৭৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'দাবেদার' রেকর্ড যেটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শেষ হিন্দি প্লেব্যাক সংগীত গাওয়া, ১৯৪১ সাল নাগাদ বেশ কিছু বেতার জগৎ পত্রিকা, রেডিও লাইসেন্স প্রভৃতি। সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবারের ৩৩ বছরের পুরানো হাতে লেখা পত্রিকা 'সপ্তর্ষি' -র সাম্প্রতিক সংখ্যাটিও এখানে প্রদর্শিত হতে দেখা গিয়েছে। এই বছরে এই প্রদর্শনীর মূল ভাবনার দেশ ফ্রান্স ও শ্রীলঙ্কা, সে বিষয়ে কিছু ছবি ছেপে দায়সারা একটি উপস্থাপনা নজরে আসে। পারিবারিক আয়োজনে জাঁকজমক বিষয় নজর কাড়ে এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে। প্রতি বছর এই পারিবারিক প্রদর্শনী যে 'আন্তর্জাতিক ইতিহাস উৎসব' শিরোনামে আয়োজিত হয় তা সত্যই এক অনন্যতার দাবিদার। এই উৎসবে ইতিহাস বিষয়ক আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা এসবের আয়োজন ও ছিল ভরপুর।

কুসমি-র লড়াইকে কুর্নিশ

নাটক

কৃষ্ণচন্দ্র দে : বিগত ৭ ফেব্রুয়ারি তপন থিয়েটারে মঞ্চায়িত হল কালপ্রতিমার নতুন উপস্থাপনায় নাটক 'নব্যপ্রস্তর যুগ'। নাটকটি নতুন আঙ্গিকে নতুন ভাবে নির্দেশক শ্রাবণী সেনগুপ্ত তপন থিয়েটারে মঞ্চায়িত করল। 'শিকড় থেকে আমাদের উচ্ছেদ কোরো না, আমরা আমাদের মতো থাকি। এতে 'তোমাদের ভালো, আমাদেরও ভালো'। একেবারে বিজ্ঞান ভিত্তিক উপস্থাপনা।

নাটকের বিষয়বস্তু অন্তজ শ্রেণি সাঁওতাল অধ্যুষিত কোনও একটি গ্রামে পাথরের খাদানকে অবলম্বন করে ব্যবসায়ীরা একটি মাঝারি শিল্প পাথর কল বসিয়ে পাথর ভেঙে বিভিন্ন সাইজের চিপস্টোন তৈরি করে স্থানীয় সাঁওতাল শ্রমিকদের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের বিনিময়ে যৎসামান্য মজুরি দিয়ে বিশাল মুনাফা অর্জন করে চলেছে। সেই সঙ্গে চলেছে কোম্পানির শ্রমিক শোষণ। স্থানীয় শ্রমিকদের অনেকেই কৃষিকাজ ছেড়ে নগদ রোজগারের আশায় পাথর কলে কাজ করে কোনও মতে জীবিকা নির্বাহ করছে। পাথরের ধুলায় ফুসফুসে জমা হয়ে সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করছে। স্থানীয় মানুষ ও বিজ্ঞান পরিষদ সব কিছু জেনেও কিছুই করতে পারছে না কারণ মালিকের হাতে রয়েছে সরকারি লাইসেন্স। আর একটি কারণ গ্রামে ওই একটি মাত্র কারখানা বা শিল্প হওয়া এবং রোজগারের মাধ্যম হওয়া। কিন্তু স্থানীয় অর্ধ শিক্ষিত সাঁওতাল রমনী কুসমী চুপ করে বসে থাকতে পারে না। সে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। কোম্পানি তাকে নানাভাবে উৎকোচ ও শহরে ভাল চাকরির প্রলোভন দেখায় কিন্তু কুসমী তা প্রত্যাখ্যান করে বিজ্ঞান পরিষদের সাহায্য নেয়। গ্রামের মানুষদের এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল করে। পরিশেষে কুসমি এবং বিজ্ঞান পরিষদের লড়াই

সফল হয়। সেটা কীভাবে সম্ভব হলো তাই নিয়েই এই নাটক। কুসমির এই লড়াই জানতে হলে নাটকটা একবার দেখতে হবেই।

আগেই বলেছি পরিবেশ বিজ্ঞান ভিত্তিক সরল সাদাসিধা কিন্তু জোরালো উপস্থাপনা। তবে বাঁধুনিটা আরও জোরদার করতে হবে। সংলাপের দ্বারা সব কিছু রেজিস্টার্ড করা যায় না। মঞ্চসজ্জা বেশ ভাল ও দৃষ্টি নন্দন হয়েছে যা নাটকের পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। শ্রাবণী লোক আঙ্গিকের ধারাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছে।

বাবলু সরকারের আলো নাটকের পরিবেশ রচনায় সাহায্য করেছে। সর্বোপরি পরিবেশ বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়ে একটা যুগোপযোগী যা এ যুগের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সেই বার্তাটা সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে। আগের প্রযোজনা থেকে এটা একেবারে নতুন এবং ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত করায় একটা ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। নাটকটি বসে দেখতে দর্শকদের ভালই লেগেছে। এই ধরনের নাটক স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে হাটে মাঠে ঘাটে প্রদর্শিত হলে সমাজ কল্যাণ হতে পারে। সবুজ ধ্বংসের বিরুদ্ধেও এ নাটককে ব্যবহার করা যায়, বিজ্ঞানীদের গ্লোবাল অ্যালার্মিং মান্যতা পেয়েছে এটা দেখার এবং দেখাবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করছি। ভাল এবং নান্দনিক উপস্থাপনার জন্য শ্রাবণীর একটা উষ্ণ অভিনন্দন অবশ্যই প্রাপ্য। শুভ চরিত্রে অজয় রাহা বেশ সপ্রতিভ। অভিনয়ও বেশ জোরালো। জয় চরিত্রে সুজন গুহরায় বেশ ভাল সহযোগ দিয়েছে। মোহনলালের ভূমিকায় গোপাল বোস দক্ষ অভিনেতা। সুমন্ত বাবু ও খুড়োর চরিত্রে এক শিল্পীকে নেওয়া একটু দৃষ্টি কটু লেগেছে। তবে খুড়ো চরিত্রে অলোক সেন বেশ ভাল। সুখলালকে পেলাম কই? তবে ধলা চরিত্রে শিল্পী সুমিত মজুমদার মন্দ নয়। কুসমি-র ভূমিকায় শ্রাবণী সেনগুপ্ত দৃপ্ত বলিষ্ঠ এবং হার না মানা লড়াকু সাঁওতাল রমণীর চরিত্রে বেশ ভাল লেগেছে। আর যারা অভিনয় করেছেন তারা হলেন সীতা মাহাতো চরিত্রে জয়ন্ত সরকার, মালতির ভূমিকায় কস্তুরী গাঙ্গুলি এবং লক্ষ্মীকান্তর ভূমিকায় অরিজিৎ নারায়ণ মোটামুটি। তবে এরা স্ক্রিপ্টে কিছুটা উপেক্ষিত।

উপসংহারে শ্রাবণীকে শুধু একটা কথাই বলতে চাই নাটকে উপকরণ বা সাদা কথায় মালমশলা সবই মজুত আছে, দরকার শুধু পাকা রাধুনির। নাটকটিতে নির্দেশকের ভূমিকা অসাধারণ। তোর দায়দায়িত্ব অনেক, তাই বলছি নাটকটাকে নিয়ে আর একটু ভাব। একটা ক্লাসিক প্রযোজনা হবার সম্ভাবনা প্রবল ভাবে মজুত আছে। এই নাটকটা নিয়ে তুই মহাশূন্যে একটা উড়ান লাগা অনেকটা হোমাপাখির মতো। এই নাটকটা তোকে অনেক মাইলেজ দেবে বলে আমার বিশ্বাস। নিঃসন্দেহে এটা একটা ভাল কাজ। আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

নাটক : নব্য প্রস্তর যুগ
প্রযোজনা : কাল প্রতিমা
নির্দেশনা : শ্রাবণী সেনগুপ্ত।

আল বিদা ডিস্কো কিং বাপি লাহিড়ী

অভিমন্যু দাস

২০০২ সাল ২২ নভেম্বর, ৫০ তম জন্মদিন পালনের উৎসব। স্থান মধ্য কলকাতার একটি পাঁচতারা হোটেল। এই জন্মদিন পালনের উৎসবকে ঘিরে বসেছিল চাঁদের হাট। সেই চাঁদের হাটে কে না ছিলেন সেদিন। মন্ত্রী আমলা থেকে শুরু করে সঙ্গীত চলচ্চিত্র ক্রীড়া ও সংস্কৃতি জগতের এক ঝাঁক নাম করা মেগা সেলিব্রিটি। আর হোটেলের বল রুমে চলছে 'ইয়াদ আরাহা হ্যায় তেরা পেয়ার', ডিস্কো ড্যান্সার-এর 'জিমি জিমি আজা আজা'-র মতো জনপ্রিয় কোমর দোলানো সব সুপার ডুপার হিন্দি গান। ঘড়ির কাটা সাড়ে আটটা ছুঁই ছুঁই। হোটেলের বলরুমের দরজা খুললেন সেদিনে জন্মদিনের পার্টির মধ্যমণি বাপি লাহিড়ী। আমাদের সকলের প্রিয় বাপিদা। একেবারে নিজস্ব স্টাইলে প্রবেশ। নীল ড্রেস কালো চশমা আর গলায় অসংখ্য সোনার চেন তাঁর লুকটা ছিল ইউনিক। সেদিন অনুষ্ঠানের ফাঁকে এই প্রতিবেদককে মজা করেই বলেছিলেন, ''প্রথম সোনার চেনটা মা দিয়েছিলেন আর তারপর গণেশের সোনার লকেটটা স্ত্রী চিত্রাণী দিয়েছে। আর তারপর দেখলাম সোনা আমার জন্য লাকি। তাই পরি।'

৬ ফেব্রুয়ারি সুর সম্রজ্ঞী লতাজী চলে গেলেন, ১৫ তারিখ চলে গেলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, এই দিনটি গভীর রাতে চলে গেলেন 'ডিস্কো কিং' বাংলার গর্বের বাপি লাহিড়ী। বহু বাংলা ও হিন্দি গানের আর দেশকে ডিস্কোর ছন্দে মাতিয়ে দেওয়া বাপি লাহিড়ী শ্রোতাদের অমরসঙ্গী হিসেবেই চিরকাল থেকে যাবেন। মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬৯ বছর। রেখে গিয়েছেন স্ত্রী চিত্রানী, ছেলে বাপ্পা ও কন্যা রেমাকে। ১৯৫২ সালের ২৭ নভেম্বর জলপাইগুড়ি জেলায় জন্ম এই গায়ক সুরকারের। আসল নাম অলোকেশ লাহিড়ী। ডাক নাম ছিল

বাপি। বাবা অপরেশ লাহিড়ী আর মা বাঁশরী লাহিড়ী দুজনেই ছিলেন বাংলা সঙ্গীত জগতের অতি পরিচিত নাম, বাবা-মায়ের কাছেই তাঁর হাতে খড়ি। খুব কম বয়সেই তবলায় বোল তোলার পারদর্শিতা দেখিয়ে ছিলেন বাপি। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে লাহিড়ী পরিবার কলকাতা থেকে মুম্বই পাড়ি দেন। ১৯৭৩ সালে হিন্দি ছবি 'নানহা শিকারী'তে তিনি প্রথম গানের সুর দিয়েছিলেন। বাপিকে মুম্বইয়ে প্রথম ব্রেক দিয়েছিলেন কাজলের বাবা, তনুজার স্বামী বাঙালি পরিচালক সমু মুখোপাধ্যায়। ক্রমে মুম্বইয়ে নিজের স্থান পাকা করে পেলেন বাপি। আর মিঠুন চক্রবর্তী অভিনীত 'ডিস্কো ড্যান্সার', 'ডান্স ডান্স'-এর মতো ছবির গান যেরকম হিট করেছিল তাকে অনায়াসে ইতিহাস বলা যায়। তার হাত ধরেই ভারতে ডিস্কোর আবির্ভাব ঘটেছিল। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ডিস্কো কিং বলা হলেও তিনি নিজেকে কখনই তাঁর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি কারণ তারই সৃষ্টি 'পগ ঘুঙরু বাঁনধ', 'তাম্মা তাম্মা' কিংবা 'এ আমার গুরুদক্ষিণা', 'শুধু তুমি নয় অবলাকান্ত' কিংবা 'এই তো জীবন' প্রভৃতি। এইরকম আরও অসংখ্য ভিন্ন স্বাদের গানের অমর স্রষ্ঠা তিনি। এই সব গানগুলি ছিল ৮০ দশকের সুপার ডুপার হিট গান। এই নেক্সট জেন ভারত ও তাঁকে মাথায় তুলে রেখেছেন। তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায় 'ডার্টি পিকচার'-এর 'উলালা উলালা' কিংবা গুন্ডে ছবির 'তুনে মাবি এস্ট্রিয়া'র বিপুল জনপ্রিয়তা। তাঁর শেষ কাজ 'বাগিত' ছবিতে তার অসামান্য সুরসৃষ্টি 'প্রতিদান' ছবির 'মঙ্গল দীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরো প্রভু' গানটি। যা আজও বাংলার বহু স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত রূপে গাওয়া হয়। এখানেই তাঁর সাফল্য। তিনি খুব ভাল করেই জানতেন দেশকে কোন মন্ত্রে কীভাবে নাচাতে হবে। তিনি সত্যিকারের একজন ভার্সেটাইল সুরকার।

এহেন এক সুরের বাদশার মূল্যায়ন সেই অর্থে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১২ সালে এই মহান শিল্পীকে 'বিশেষ চলচ্চিত্র পুরস্কার', ২০১৫-য় স্পেশাল লাইভ টাইম অ্যাওয়ার্ড, ২০১৬ সালে 'মহানায়ক সম্মান' এবং ২০১৭ সালে 'বঙ্গবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করা হয়। বাংলা হিন্দী ছাড়াও তেলেগু, তামিল, কন্নড় সহ বিভিন্ন ভাষার ফিল্মি গান তাঁর সুরসৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। এহেন মহান শিল্পীর কখনও 'আলবিদা' হতে পারে না। হবেও না। তিনি থাকবেন সমস্ত সঙ্গীতপ্রেমী মানুষের মনের মণিকোঠায় চিরদিন অমরসঙ্গী রূপে।

কবিতা

বর্ণমালায়
বিবেকানন্দ নস্কর

বর্ণমালায় মিশে আছে ভাষা শহীদ রক্ত
বাংলা অহং বাংলা রনং
বাংলা ভাষায় যুক্ত।
বর্ণমালায় মিশে আছে মাতৃ অশ্রুজল
মাটির ঘ্রাণে মাটির প্রাণে
মাতৃভাষা মনের বল।
বর্ণমালায় মিশে আছে রবি নজরুল পরশ
ছন্দ ছড়ায় সুরেল মায়ায়
সজাগ প্রাণের হরষ।
বর্ণমালায় মিশে আছে দুঃখ যাতন গাথা
অনেক কষ্ট অনেক ক্লিষ্ট
সেলাই করা ব্যাথা।
বর্ণমালায় মিশে আছে মায়ের আদর শাসন
সবুজ আঁকা আশীষ মাখা
জগত-শ্রেষ্ঠ আসন।

(সন্তোষপুর, চাঁদপালা, দঃ২৪ পরগণা)

পাথর-খণ্ড
ইলা দাস

শোক পুষে রেখে
জিরিয়ে নিই,
পাথর খণ্ডে লিখি
অব্যক্ত কিছু কথা-মালা।
প্রহর পেরিয়ে কাঁদে ওঠে
বাউল মন,
কাঁদে আকাশ সারা বেলা
উদাস মনে ...
সিক্ত আবরণে ঢাকা পড়ে
এ পৃথিবীর বুক

(বৈষ্ণবঘাটা-পাটুলি, কলকাতা)

নতুন করে পাওয়া
মানস চক্রবর্তী

কার মনেতে রঙ লাগাতে
আজকে এ গান গাওয়া
বাজলো মাদল তাই কি পাগল
হল মাতাল হাওয়া !
যেমন করে ওই আকাশে
উড়ছে মেঘের ভেলা
তেমন করেই এই মাটিতে
গড়বো খুশির মেলা।
আজকে আবার সব কিছু হোক্
নতুন করে পাওয়া।
বাজলো মাদল তাই কি পাগল
হল মাতাল হাওয়া !
আজকে সবার মনে লাগুক
নতুন প্রেমের ছোঁয়া
বাজলো মাদল তাই কি পাগল
হল মাতাল হাওয়া !

(উত্তর বাওয়ালী, নোদাখালী, দঃ২৪ পরগণা)

নিসর্গ
সনত দে

বাতাস আর রোদ্দুরের
অলংকারে
সে আবৃত।
দিগন্তব্যপ্ত তার
রূপ দেখে স্তব্ধ হলাম,
বিস্মিত হলাম শুধু।

(দাশপাড়া, চুঁচুড়া, হুগলী)

অনুভব থেকে
তপন কুমার দাস

বুকের ভিতর বুক, বুক ভাঙচুর
থেমে গেছে কথা, গান, থেমে গেছে সুর
ভেঙে যায় ভালোবাসা, ভেঙে যায় ঘর
সুখের ভিতর ওঠে ক্রমাগত ঝড়
শুকিয়ে ওঠে ফুল, টিপ চন্দন
ভিজে ওঠে ধীরে ধীরে হৃদয় ও মন
চারপাশে চার দিকে নামে অন্ধকার
সম্মুখে জমা হয় শোকের পাহাড় -

(বালিয়াডাঙ্গা, চাকদহ, নদীয়া)

তোমার জন্য
সীতারাম ভকত

তোমার জন্য সূর্য হয়ে থাকবো মহাকাশে,
কখনো বা হ'ব নিঝুম রাতের তারা
তুমি কি তখনও থাকবে আমার পাশে
সুখের নেশায় হয়ে আত্মহারা !
তোমার জন্য শান্ত সাগর হয়ে যেতে মন চায়
তুমি যদি হও নদী।
হারিয়ে যাবে আমার স্রোতে তুমি
মিলবে এসে যখন মোহনায়।
তোমার জন্য মহীরুহ হতে পারি
যদি তুমি চাও শীতল ছায়া
আবার কখনও ঝরণা ধারার মতো
ফেলবো মেঘের মায়া
তোমার জন্য ভোরের পাখী হ'ব
সুখের নিদ্রা ভাঙ্গাতে তোমার
মধুর সুরে গাইবো।
তোমার জন্য থাকতে পারি
হাজার বছর একা,
আশা রাখি একটুখানি - যদি
আবার কখনো হয় দেখা।

(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

ভালোবাসার ছোঁয়ায় নকশি কাঁথা
অশোকানন্দ

নকশি কাঁথা অনেক কষ্টে গাঁথা
জীবনের কত স্বপ্ন
মনের ভালোবাসার ছোঁয়ায়
হৃদয়ের অজান্তে পৌঁছায়
স্মৃতির আলিঙ্গনে ডুবে থাকা
আজ অযত্নে আছে চাপা
আমি নির্ধন করিয়াছি পণ
ভাসিয়ে দিয়েছি ভেলা
কখন আসবে উদ্ধার তরণী
সাঙ্গ হবে খেলা।

(হালতু, কলকাতা-৭৮)

সকাল
সুশান্ত সেন

সকাল
কি করে যেন থেকে যায়
সারাটা দিন
কোথাও চলে যায় না।
এতটুকু নড়ে না, চড়ে না।
মনের মধ্যে
ঘরের কোনায়, ছাদের ছায়ায়
সে দাঁড়িয়ে থাকে
সারাটা দিন।
সকাল
তোমাকে একবার দেখবে বলে
সারাটা দিন
শুধু দাঁড়িয়েই থাকে।

(কলকাতা-২০)

নতুন প্রভাত
কানন পোড়ে

এসো দুজনে বৃষ্টিতে ভিজি
হয়তো হবে একটু আনন্দের পুঁজি।
পথ চলতে চলতে হয়েছে মনে
তোমায় ছাড়া কোন ভাবনা আসে না।
আলো আঁধারে তোমারই ধরেছি হাত
দেখেছি দুচোখে নতুন প্রভাত।
তোমার পরশে দখিন হাওয়া ফুলের সুবাস
ফুলে ফুলে ভ্রমর এসে বাজায় বাঁশী বাতাস
রোদ্দুরে দাঁড়িও না, দগ্ধ কোরোনা নিজেকে
ভালোবাসার তপ্ত অশ্রু ভিজাও দুচোখে
কদমের রেণু মেখে কৃষ্ণ আছে দাঁড়িয়ে
চরণ কমল ফুলে ফুলে দিই ভরিয়ে।

(কন্যানগর,আমতলা, দঃ২৪ পরগণা)

নারী
লক্ষণ দাস ঠাকুরা

মোমবাতি মিছিল স্মরণ-সভা ভাষণ
ডানাকাটা পাখীর জন্য অর্ধেক আকাশ।
কন্যা জায়া জননী - সর্বংসহা
তুমি ছাড়া আমি একা বলেই
মাতৃরূপেন সংস্থিতা ফুল-ধান-দূর্বার ঘটা।
দেখেছ কী মুখোশ ঢাকা মুখেই
ওরা মুখর আজ।

শ্রীময়ী বলে ডাকে কল্পনা শক্তির অপরূপা।
শিল্পীরা এঁকেছে যে ছবি
কবিরা দিয়েছে যে ভাষা
দেহের ডুবসাঁতারে তাকেই দিয়েছে
শুধুই কাঠামো কঙ্কাল।
মস্তক বন্ধক রেখে দিয়ে যায় নির্বীর্জ হুঙ্কার।
আমার হৃদয় প্রান্তে লুটোপুটি খায় হাজার প্রশ্ন
মিথ্যা গর্ব ভেঙে চুরমার আজ
মাতৃগর্ভ নতুনের দেয় জন্ম।

(কালনা গেট, বর্ধমান)

বড়লোক
শাহার উল ইসলাম

তোমরা কি ভাববে আমাদের কথা
দিন আনি দিন খাই শাক কচু পাতা।
তোমরা কি বুঝবে আমাদের ব্যাথা
রোদে পুড়ে জলে ভিজে পাগলের দশা।
তোমরা কি জানবে ক্ষুধার জ্বালা
জল খেয়ে ঘুম নেই সারা রাত জাগা।
তোমরা কি গাইবে আমাদের গান
শীতের কাঁথা নেই, প্রাণ আনটান।
তোমরা কি লিখবে জীবনের মান
রোগে শোকে জর্জর একেবারে ম্লান।

(বাংলা, কামারপোল, দঃ২৪ পরগণা)

অণু গল্প

নামগোত্রহীন
দেবযানী চক্রবর্তী

সব্জিওয়ালা ছেলেটা রোজ সকালে পাড়ায় এসে বাড়িতে বাড়িতে সবজি বেচে। ওর কথাগুলো খুব মিষ্টি। শ্রাবণী দেবী জানালা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, কুমড়ো আছে সিরাজ ? ও হেসে বলে, হ্যাঁ গো মাসী, একেবারে ফাসকেলাস কুমড়ো এনেছি তোমার

জন্য। আরেক বাড়ী থেকে গীতাদি ডাকেন, এই ভূতো, ওখানে হলে আমার এদিকে আসবি। ছেলেটা জবাব দেয়, আচ্ছা কাকী, কুমড়োটা দিয়েই যাচ্ছি। শ্রাবণী দেবী বলেন, আমি তোমায় সিরাজ নামেই তো চিনি, ও বাড়ি থেকে ভূতো বলে ডাকলো আর তুমি দিব্যি সাড়া দিলে ! ব্যাপারটা কি ? সিরাজ ওরফে ভূতো হেসে ফেলে বলে, নামেই তো যত গণ্ডগোল। সিরাজ আমার আসল নাম। দিনকাল ভালো নয়, তাই যে যা ডাকে তাতেই সাড়া দিই। আমি তো নামদার লোক নই, গরিব সব্জীওয়ালা, কি বলো মাসী ! ওর কথার পিছনে গভীর তাতপর্য শ্রাবণী দেবীকে ভাবায়।

(কলকাতা-৪১)

বলবেন না প্লিজ
জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে অসীমবাবু নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সন্দেহটাই তবে সত্যি বলে প্রমাণিত হল! ভেবেছিলেন সামনের বছর রিটায়ারমেন্টের পর দু জনে বিভিন্ন দেশ ঘুরবেন। ছেলে ম্যাঞ্চেস্টারে থাকে, বহুদিন ধরে বলছে, বাবা রিটায়ার করে তোমরা এখানেই চলে এসো। এখানে থাকলে তোমাদের সময় ভালো কাটবে, অ্যানি-রও ভালো লাগবে।

একেই বলে ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস। শর্মিলা তো খুবই সাবধানী ও স্বাস্থ-সচেতন। তা সত্বেও কেন যে ওর এমন হল ? বায়োপসি রিপোর্টটা দেখে ডাঃ সেন বললেন, ভাগ্য ভালো যে অসুখটা প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরা পড়েছে, কিছুদিন চিকিতসা করলেই মনে হয় শর্মিলা দেবী সুস্থ হয়ে উঠবেন।

তাই যেন হয় ডাক্তারবাবু। একটু থেমে অসীমবাবু বললেন, একটা অনুরোধ করছি, ওকে যেন অসুখের নামটা বলবেন না, ডাক্তারবাবু।

কর্তা স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না বলে শর্মিলা দেবী সন্দেহ করতে শুরু করেছেন, ওনার কোনও দুরারোগ্য অসুস্থতা হয়েছে। কোমোথেরাপি শুরু হতেই নিশ্চিত হয়ে ডাক্তারবাবুকে বললেন, ডাক্তারবাবু আমি বুঝতে পেরেছি আমার কী হয়েছে। শুধু একটা অনুরোধ, আমি যে বুঝতে পেরেছে, তা ওনাকে বলবেন না প্লিজ্।

(বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর)

তারুণ্যের মাতৃভাষা দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২১শে ফেব্রুয়ারী (২০২২) তরুণ দলের ক্লাব প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নীচে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভাষা দিবস পালিত হল। প্রতি বছর ভাষা শহীদদের এই স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে আসছে প্রভাতী বেলায়। ঢাকার ভাষা-স্মারক স্তম্ভের অনুসরণে নির্মিত প্রতীকি শহীদ বেদীতে ফুল-মালা অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। এদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করলেন সাধনা গোলদার, শিবুলাল শীল, বাবুরাম কর্মকার, পিউ সাহা, মিনু প্রধান, অঞ্জলী চক্রবর্তী প্রমুখ। কবিতা পাঠ করলেন কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস, তাপস পাল, শাশ্বতী পাল, বিজন চন্দ, শেফালী সরকার, বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার, কানাই লাল সাহু, বিশ্বজিত সেনগুপ্ত প্রমুখ কবি-

সাহিত্যিকগণ। ভাষা দিবস প্রসঙ্গে সুচিন্তিত বক্তব্য রাখলেন অরুণ ভট্টাচার্য, সুজিত দেবনাথ ও তারাশংকর দত্ত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও বিন্যাসে সহায়তা করেছেন বাবুরাম কর্মকার।

বিশ্ব ফুটবলের বিবর্তন ও টিম তিলোত্তমা

রঞ্জন বিশোই

পৃথিবীর ফুটবল বোদ্ধারা সাধারণত দুভাগে আড়াআড়ি বিভক্ত। এই ধারাটা আমরা যবে থেকে ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তবে থেকেই শিখেছি। একদল যখন ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার মতো লাতিন আমেরিকাভুক্ত দেশের ফুটবল স্কিলে মুগ্ধ, অপরপক্ষ তখন জার্মান–ইতালি–ফ্রান্সের পাওয়ার ফুটবলে রীতিমতো মজে। এমনকি ফুটবল বিশ্বকাপের সময় এই সমর্থন আর আবেগটা সাঙ্ঘাতিক জায়গায় পৌঁছে যায়। পাড়ায় পাড়ায় ছেলেবুড়োরা এসব নিয়ে এমন মাতামাতি শুরু করে যে বলার নয়। কোথাও হয়তো দেখা গেল বিরাটাকার হলুদ–সবুজ পতাকা ঝুলছে ব্রাজিলের। আবার কোনও গলিতে দেখা যাচ্ছে আকাশী নীল–সাদা আর্জেন্টিয়ান জার্সি। এভাবে কলকাতা সহ গোটা ভারত তথা ফুটবল বিশ্ব মেতে ওঠে। লাতিন আমেরিকার সমর্থক হয়তো একটু বেশি পাওয়া যায় কলকাতায়। তবে হালফিলে সিটি অফ জয় তেও পাওয়ার ফুটবলের বাদশাহ ইউরোপীয় দেশের পতাকাও ঝুলছে। এদের মধ্যে সমর্থনের নিরিখে শীর্ষে জার্মানি। পরে পরেই রয়েছে স্পেন, ইতালি, ফ্রান্সের মতো দেশের প্রতি সমর্থকদের ভাবাবেগ।

এইভাবে যারা ফুটবল দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে মাতামাতি করতে পারেন তাদের জন্য মহোৎসবের আয়োজন হয় মাঝেমধ্যে। চারবছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে নিয়ম মেনেই হয় ইউরোপিয়ান কাপ। তার পিছনেই রয়েছে সেন্টিনারি কোপা আমেরিকা কাপ। আসলে কোপা আমেরিকার বছর নয় এটা, কিন্তু যেহেতু এটা ওদের কোপাটাও পড়ে গিয়েছে ইউরোপিয়ান কাপের গা ঘেঁষে। এমন মওকা কেউ ছাড়ে। ফলে ফুটবলমোদিরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ওঠেন। হয়তো দেখা যাবে এই রাত জেগে ইউরোপিয়ান কাপ শেষ করেই ভোরের প্রথম চা খেতে খেতে কোপা কাপের খেলা দেখবেন বাঙালিরা। ফুটবল টাইমিংটাই যে এরকম। ভাবুন তো আমাদের সামনে দুই ফুটবল বিশ্বের সুপার স্টাররা প্রায় সমসাময়িক সময়ে মাঠে নামছেন, গোল করছেন। এই লেখা শুরুর সময়ে পর্যন্ত অবশ্য বিশ্ব আসরের বল মাঠে পড়েনি। ময়দান কাঁপাতে শুরু করেনি জার্মান, ফ্রান্স বা স্প্যানিশ তারকারা। অনেক নামিদামি দেশের সঙ্গে মারাত্মক হয়ে ওঠে কিছু লোপ্রোফাইলের দেশও। পেরু, প্যারাগুয়ে, বলিভিয়া, চিলি এবং আর্জেন্টিনার মতো শক্তিশালী দেশও নিজেদের অস্ত্রে শান দিয়ে চকচকে তকতকে হয়ে থাকে। ব্রাজিল নেইমারের মতো তারকাদের নিয়ে কামাল করতে চায়। তার ওপর অনেক নামি তারকা বাদও পড়ে যায়। তারুণ্যের অজুহাতে বাদ যান এমন অনেক বয়স্ক তারকাই।

আর্জেন্টিনা অবশ্য ব্যতিক্রম। তাদের মেগাস্টার মেসির কাঁধে ভর দিয়ে একের পর এক কাপ জয়ের জন্য উন্মুখ দিয়েগো মারাদোনার দেশ। শেষ দেখতে মরিয়া তারা। মেসি তার সম্পর্কে ওঠা দীর্ঘদিনের এক অভিযোগের এবার হেস্তনেস্ত করতে চান। সেইজন্য তিনি ঠিক

করেছেন বিশ্বজয়কে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হবে। যাতে করে আগামী দিনে কেউ আঙুল তুলতে না পারে যে মেসি ক্লাবের ক্ষেত্রে সফল হলেও দেশের জন্য তার অবদান শূন্য। গত বিশ্বকাপে আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে জার্মানির কাছে হার মেনে মেসির আর বিশ্বকাপ জেতা হয়নি। ছোঁয়া হয়নি মারাদোনার রেকর্ড। দিয়েগোর পর আর্জেন্টিনায় সর্বাধিক স্বীকৃত তারকা হয়েও মেসি বিশ্বকাপ না পাওয়ার গ্লানিতে আজও আচ্ছন্ন। তা তিনি যতই ক্লাব ম্যাচে সেরার তকমা পান না কেন। অন্তত একবারের জন্য তিনি প্রমাণ করতে চান যে, লিওনেল মেসি শুধু ক্লাবের জন্য খেলে না, দেশের জন্য তার দরদও কোনও অংশে কম নয়। আমেরিকার মাটিতে তাই লাতিন আমেরিকা ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে মেসির সুবাদে অ্যাডভান্টেজ আর্জেন্টিনা বলা চলে।

কদিন পরেই যে ইউরো ফুটবল শুরু হবে তার শ্রেষ্ঠত্বের তকমা পাওয়ার দাবিদার কিন্তু অনেকেই। এঁদের মধ্যে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, ফ্রান্সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জোরদার টক্কর নেওয়ার জন্য আসরে রয়েছে বেলজিয়াম, হল্যান্ড, গ্রিস, ডেনমার্কের মতো দেশ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই যে ইউরো কাপে হবে তা বলাইবাহুল্য। এখন দেখতে হবে কোপা কাপকে কতটা পাল্লা দিতে পারে ইউরোপিয়ান কাপ। সমান্তরাল ভাবে দুটো টুর্নামেন্ট চলাকালীন দর্শকের নজর কোন দিকে বেশি থাকে সেটাও ফুটবল বিশ্বের কাছে বড় প্রশ্ন। বিশ্ব ফুটবল দেখা ছাড়া টিম ইন্ডিয়ার ভাঁড়ারে অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু না এলেও কলকাতা শহরের এই সাফল্যে ক্রীড়া দুনিয়ায় দেশের নামই তো উজ্জ্বল করে তোলে। তাও পড়ে পাওয়া চৌদ্দ আনার মতো একটা সেমিফাইনাল অতিরিক্ত প্রাপ্তি হয়েছিল বাংলার। তাতে অবশ্য কলকাতাবাসী পুরোপুরি খুশি হতে পারেন নি। কোয়ার্টার ফাইনালে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর যেভাবে শক্তিশালী জার্মানি হারিয়ে সেমিফাইনালে যায় ব্রাজিল তাতে পুরো যুবভারতীই প্রায় শামিল হয় সাম্বা নৃত্যে। তার ওপর নাটকীয়ভাবে ব্রাজিল–ইংল্যান্ড সেমিফাইনাল পেয়ে গিয়ে যথেষ্ট উল্লসিত ছিল সিটি অফ জয়ের ফুটবল পাগল জনতা। বলাবাহুল্য, সেমিফাইনালে ব্রাজিলের জয় দেখার জন্য উপচে পড়েছিল যুবভারতী। পাওলিনহোর গোল দেখার জন্য উন্মুখ ছিল গোটা স্টেডিয়াম। সেখানে নতুন তারকা হয়ে ওঠে ইংরেজ কেশরী ব্রিউস্টার। ব্রাজিলকে প্রায় উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে যায় ইংল্যান্ড। আর ফুটবল খেলেও শক্তিশালী মালিকে হারিয়ে তৃতীয় হল ব্রাজিল। যুব বিশ্বকাপ আয়োজনে কলকাতা যে সাফল্য পেয়েছিল তার আঁতুরঘর তৈরির কাজটা অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই চলেছে। পেলে, মারাদোনা–সহ বিশ্ব ফুটবলের অনেক মসিহা ধন্য করে দিয়েছেন কলকাতা সফরে এসে। বর্ষীয়ান হলেও পেলের লাইভ ম্যাচ দেখা কলকাতা কিন্তু মারাদোনার কোনও ম্যাচ এই শহরে দেখতে পাননি। তাও মারাদোনাকে হাতের কাছে পেয়ে সেই কষ্ট সুদে আসলে মিটিয়ে নিয়েছে কলকাতা। এছাড়াও বোখুম–সহ বহু নামিদামি বিদেশি ক্লাব টিম এখানে খেলে গিয়েছে। আরও এক মেগা ফুটবল ইভেন্ট কলকাতায় বসেছিল নেহরু কাপকে কেন্দ্র করে ১৯৮৪ সালে। সেই বছর দুনিয়ার 'এক সে এক' তারকা ফুটবলার হাজির হয়েছিল শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তখন অবশ্য যুবভারতী তথা সল্টলেকে ফুটবল ম্যাচ হওয়ার চল ছিল না। আজ যেটা শহরের সবথেকে বড় ক্রিকেট গ্রাউন্ড সেই ইডেন গার্ডেন্সে বসত ফুটবলের হাট। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যাঁরা কলকাতায় খেলে গিয়েছেন পরবর্তীকালে তাঁদের অনেকেই স্টার। এদের মধ্যে ১৯৮৬–র বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা দলের বুরুচাগা, ভালদানো, ব্রাউন, গোলকিপার পম্পিদো তো ছিলেনই। মারাদোনার নেতৃত্বাধীন বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনা দলের কোচ কার্লোস বিলার্ডোও ছিলেন সেই সফরে। সেই আর্জেন্টাইন ব্রিগেডে আরও এক তারকা ছিলেন যাকে তখনকার জমানায় মারাদোনার সঙ্গে তুলনা করা হত। সোনালী চুলের অধিকারী গারেকা কিন্তু ফুটবল মানচিত্র থেকে প্রায় মুছেই যান পরবর্তীকালে। সেবারের নেহরু গোল্ড কাপে যুগোস্লাভ কোচ চিরিচ মিলোভানের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় দলও ছিল প্রখর শক্তিশালী। শক্তিশালী আর্জেন্টিনা–উরুগুয়ের মতো দলগুলির বিরুদ্ধে যে ম্যাচ উপহার দিয়েছিল ভারত তা আজও আলোচনাযোগ্য। ভাস্কর, মনোরঞ্জন, সুব্রত, প্রসূন, প্রশান্ত, মানস, বিশ্বজিৎ, কৃষেন্দু, অলোকরা তখন সমানে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন এই দলগুলির বিরুদ্ধে। আর্জেন্টিনার সঙ্গে জোর টক্কর দিয়ে ১–১ ড্র করেছিল মিলোভানের ভারত। আর্জেন্টিনার ১১ নম্বর বুরুচাগার সঙ্গে জার্সি বদল করেছিলেন ভারতীয় ১১ নম্বর জার্সিধারী বিদেশ বসু। তৎকালীন উরুগুয়ে টিমও ছিল বেজায় শক্তিশালী। বিশ্বকাপার রামোস, ফ্রান্সিসকোলি, রডরিগেজরা সেবার কলকাতার ফুটবলকে রীতিমতো মাতিয়ে তুলেছিলেন। হাঙ্গেরির দুর্ধর্ষ ফ্রিকিক টেকার লাজলো কিসের খেলা এখনও মনে আছে বহু ফুটবল ভক্তের। দক্ষিণ কোরিয়ান জুং বং পার্কও কম যান নি কোনও অংশে। তবে ৫০–৬০ কিংবা সত্তরের দশকের পর আরও একবার ভারতীয় ফুটবলকে মাইলেজ দিয়েছিল নেহরু গোল্ড কাপ–১৯৮৪। বস্তুত সেই ফুটবলের আভিজাত্য তথা কৌলিন্য বহু যুগ পর ফেরত এল প্রাণের নগরী তিলোত্তমায়। যুব বিশ্বকাপের এই রেশ আগামী বেশ কিছুদিন যে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে কলকাতা তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, বিভিন্ন শীতকালীন মেলা এমনকি বইমেলাতেও হবে এর চর্চা। যা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারবে বর্তমান প্রজন্ম।

খেলদুনিয়ার পোস্টার গার্ল পিভি সিন্ধু

রুদ্র দত্ত

আশির দশকে প্রকাশের অল ইংল্যান্ড টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই ছিল ব্যাডমিন্টনে ভারতের সেরা বিজ্ঞাপন। সেসব কিছুকেই আজ পিছনে ফেলে কিংবদন্তী হয়ে উঠেছেন পিভি সিন্ধু। কিছুদিন আগেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ২ নম্বর। সেটাও অচিরে শীর্ষস্থান লাভ করবে বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। এখন শুধু অলিম্পিকস আর এশিয়ান গেমসে এই জায়গা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ পিভির কাছে। ভারতকে বিশ্বের সেরার মঞ্চে স্থাপন করার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই এই মুহূর্তের বড় লক্ষ্য।

কিন্তু জাতির মেরুদন্ডকে সবল করে তুলতে দেশের খেলাধুলার আগ্রগতিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ভারত সরকারের। হাতে গোনা কয়েকটা দেশ যে খেলাটি মেতে থাকে সেই ক্রিকেটের সাফল্য ভারতকে কখনই আন্তর্জাতিক শিরোপা দেবে না ক্রীড়া জগতে। এর থেকে হকি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, সাতার প্রভৃতি খেলার বিকাশে সরকারি ব্যায় অনেকাংশেই বাড়ানো উচিত। তবেই গিয়ে শুধু একটা সিন্ধু–দীপা বা সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। অলিম্পিক্স এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরে এরকম হাজারো প্রতিভার ঝলকানি ঘটবে। প্রচুর খেলা আছে যাতে ভারতের সম্ভাবনা অনেক। সেদিকগুলো এখন থেকে বেছে যদি সরকার তাতে জোর দেয় তবে পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুফল পাবে এদেশ। কারণ অন্য মাধ্যমের চেয়ে খেলাধুলার প্রভাব কোনও অংশে কম নয়। ধর্মের থেকেও যে ফুটবল খেলা যুবকদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয় তা স্বয়ং স্বামীজি বলে গিয়েছেন।

এমনিতে হকি ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। আসলে অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমস অনেককেই পরিচিতির আলোয় নিয়ে আসে। এবং সেটা চলছে যুগ যুগ ধরেই। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম এক কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা। ভারতীয় দলে যে তাকে সামিল করা হয়েছে এর মর্যাদা দিতে তিনি প্রস্তুত। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি।

কোচের ভুলে ফের ড্র বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিতলে নিশ্চিতভাবে মোহনবাগান এবারের আইএসএল জয়ের প্রধান দাবিদার হয়ে উঠত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ড্রয়ের গেরোয় আটকে গেল সবুজ–মেরুন। এত কাছে এসেও যদিও চ্যাম্পিয়ন হতে না পারে তবে নিঃসন্দেহে কাঠগড়ায় উঠবে পরপর এই আটকে যাওয়া ম্যাচগুলো। যদিও প্রথম চারে যে মোহন ব্রিগেড যাচ্ছে তা ইতিমধ্যে পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। তাও উপর্যুপরি দুটি ম্যাচ (আগেরদিন কেরল ও এদিন ওড়িশা) ড্র করার জন্য মোহনবাগানের অপরাজয় রেকর্ড হয়তো ভাঙল না কিন্তু কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরল। এমনটাই মনে করছেন ফুটবল বিশেষজ্ঞরা। পাশাপাশি কোচের অতীব রক্ষণাত্মক স্ট্র্যাটেজিকেও দায়ী করছেন তাঁরা। বিশেষ করে ওড়িশার বিরুদ্ধে হুগো বুমোসকে হঠাৎ করে একাকী স্ট্রাইকার করে

দেওয়া অতিঅবশ্যই এক আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। এতদিন মোহনবাগানের মিডফিল্ডে নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন বুমোস। হঠাৎ করে তাকে ওপরে ঠেলে দেওয়ার স্বাভাবিকভাবেই সাপ্লাই লাইনটা পুরো কেটে গিয়েছিল। জুয়ানের এই ভুল সিদ্ধান্তই শুধু নয়। মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোকে আগের দিন কেরল কীভাবে আটকে দিচ্ছে দেখার পরেও এদিকটায় মাথা ঘামান নি মোহন কোচ। তাও ভাগ্য ভালো ১ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা গিয়েছে। কারণ, কেরলের কাছে ০–১ পিছিয়ে যাওয়ার পর একটা সময় তো মনে হচ্ছিল সবুজ–মেরুন বাহিনী না হেরে যায়। সেদিক থেকে বাঁচোয়া হলেও আগামী ম্যাচগুলিতে যদি এসব সমস্যা না কাটানো যায় তবে কিন্তু মুশকিলে পড়বে বাগান। কিয়ান নাসিরিকে অনেক পরে নামানোও বাগান কোচের ভুলের অন্যতম।

সম্প্রীতি ক্রিকেট

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার খাসপুরে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)–এর

উদ্যোগে সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল। ডিওয়াইএফআই কাটোয়া ২ আঞ্চলিক কমিটির অন্তর্ভুক্ত গাজিপুর ইউনিট কমিটির উদ্যোগে খাসপুর ফুটবল ময়দানে আয়োজিত ১৬ দলীয় এই শর্ট পিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় পাঠানগ্রাম একাদশ এবং নতুনগ্রাম একাদশ রানার্সআপ হয়েছে। টুর্নামেন্টে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন টুবাই ঘোষ এবং ম্যান অব দ্য সিরিজের পুরস্কার জিতে নেন ন্যাটা দত্ত। দিকে দিকে সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ডিওয়াইএফআই এধরণের টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এবারের এই ত্রয়োদশ সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টকে ঘিরে খাসপুর গ্রামে বিভিন্ন বয়সী উৎসাহীদের ভিড় জমেছিল। টুর্নামেন্টে উপস্থিত স্থানীয় যুব নেতা হাবিব শেখ, ইজারুল শেখ, সোলাইমান শেখ প্রমুখকে পাশে নিয়ে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য অমিত কুমার মণ্ডল বলেন, ডিওয়াইএফআই কাটোয়া ২ আঞ্চলিক কমিটির সম্মেলনকে সামনে রেখে এবং সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করতেই এই শর্ট পিচ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন।

ঘরের মাঠে শুরু জয় দিয়ে

যুধিষ্ঠির নস্কর

ঋদ্ধিমান সাহার ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে জয় দিয়ে শুরু করল টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক রোহিত দেশের মাটিতে ক্যাপ্টেনস ক্যাপে যতটা সপ্রতিভ ছিলেন তাকেও ছাপিয়ে ঈশান কিশান এবং শ্রেয়স আয়ার। বস্তুত এই ট্রায়োর কেরামতিতে নিঃসন্দেহে উড়ে গেল শ্রীলঙ্কা। একদিকে অন্তর্বিরোধ চাপা দেওয়া অন্যদিকে তরুণ ব্রিগেডকে পরখ করে নেওয়া দুটোতেই দশে দশ পেল ভারত।

সুযোগটা পুরোদমে কাজে লাগাতে চাইবে রোহিত বাহিনী, এটা একেবারে জলের মতো পরিস্কার ছিলই। ভুবনেশ্বর কুমার ও যজবেন্দ্র চহাল, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিং অ্যাটাকে যে বৈচিত্র আছে তা শুধু শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং বলেই নয় দুনিয়ার যে কোনও ব্যাটিং বিভাগকেই নাস্তানাবুদ করতে পারে। গত দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারতীয় দলের বিপর্যয় ঘটিয়েছে ব্যাটসম্যানদের খারাপ পারফরমেন্স। বোলাররা সেদিক থেকে অনেকটাই উজ্জ্বল হয়ে থেকেছেন তাঁদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা রীতিমতো কেঁপে উঠেছিল ভারতীয় বোলিং অ্যাটাকের এই সাঁড়াশি আক্রমণে।

ভারতের জয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার অধিনায়ক রোহিতের অসাধারণ ক্লাস ব্যাটিং। এর আগেও তাঁর শতরানে ভর করে ভারত জিতেছে। রান তাড়া করায় রোহিতের এই অসামান্য দক্ষতা তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা জায়গা দিচ্ছে। একটা সময় এই ক্যারিবিয়ানরা ছিল ক্রিকেট দুনিয়ার চালিকাশক্তি। তখন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান পেসারদের গতির কাছে হার মানতেন বিশ্বের তাবড় ব্যাটসম্যানরা। ভারত এখন সেই ক্যারিবীয় সোনালী সময়কে মনে করাচ্ছে। এর পাশাপাশি অন্যদেরও তুবড়ে দিয়েছে কোহলি ব্রিগেড। তারসঙ্গে যোগ করতে হবে অধুনা দেশের মাটিতে ব্যাপক কর্তৃত্ব নিয়ে লঙ্কা বাহিনীকে হারানো। এইরকম কর্তৃত্ব নিয়ে ভারত যেদিন অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারাতে পারবে

সেদিন তাদের শ্রেষ্ঠত্ব টপ গিয়ারে চড়বে। সেদিন আর খুব দূরে নয় বলেই মনে হচ্ছে। কারণ টিম রোহিত বুঝিয়ে দিয়েছে টিম ইন্ডিয়া এখন অতিকায় মেজাজেই চলবে। তার ধারে কাছে ঘেষতে পারবে না কেউ।

এই মুহূর্তে অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই সম্ভবপর হয়েছে। এই আশুবাক্য মেনে ভারত সিংহলীদের বিরুদ্ধে নিজেদের মেলে ধরেছে। নিজেও ফের তাঁর দুরন্ত ফর্ম মেলে ধরেছেন ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে। টিমের বাকিরাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। সব মিলিয়ে ভারতের এখন পোয়াবারো এটা বলা যেতেই পারে। দুর্দান্ত ছন্দে ফিরল টিম ইন্ডিয়া। রোহিতের উপর্যুপরি অসাধারণ ফর্মের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে হবে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com